যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সচিত্র ও বিশুদ্ধ
পদ্যপাঠ
(দ্বিতীয়-ভাগ)

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-বি.-এ-পরীক্ষা-পরীক্ষক
কলিকাতা-ভবানীপুর-'আশুতোষ'-কলেজাধ্যাপক
কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ
সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত।

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1924.

মূল্য ।৶০ (ছয়) আনা মাত্র।

সম্পাদক-কৃত

বিজ্ঞাপন।

স্বর্গত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "পদ্যপাঠ" প্রথম-ভাগ, দ্বিতীয়-ভাগ ও তৃতীয়-ভাগ বহুদিন হইতে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে সমভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। যদুগোপাল বাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি বর্ত্তমান "পদ্যপাঠ" দ্বিতীয়-ভাগ খানি সর্ব্ব-প্রথমে প্রণয়ন করিয়া ইহার নাম "প্রথম-ভাগ" দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প-বয়স্ক বালক-গণের পক্ষে ইহা দুর্ব্বোধ হওয়ায় "প্রথম-ভাগ" খানির নাম "দ্বিতীয়-ভাগ" দিয়া এক খানি নূতন "প্রথম-ভাগ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সংবতে (১২৭৩ বঙ্গাব্দে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) "পদ্যপাঠ" দ্বিতীয়-ভাগের অষ্টম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। এই পুস্তক খানির কয়েকটী গল্প যদুগোপাল বাবু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট গুলি তিনি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ কবি-গণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পদ্যপাঠ" প্রথম-ভাগের ন্যায় দ্বিতীয়-ভাগেও বালকদিগের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠের মূলের নিম্ন-ভাগে প্রচুর-পরিমাণে শব্দার্থ, পদ-পরিচয়, শব্দ-ব্যুৎপত্তি, লিঙ্গান্তর, বৈপরীত্য-বোধক শব্দ, সমাস ও সমাস-বাক্য প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ভদ্রকালী।
কোৎরং পোষ্ট-অফিস, জেলা হুগলী।
২২ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।
৭ আগষ্ট, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

সম্পাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

গ্রন্থকার-কৃত

অষ্টম বারের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয়-ভাগ পদ্যপাঠ অষ্টমবার মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে ইহাতে মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত ছিল। কঠিন বোধে সে সন্দর্ভটি তৃতীয় ভাগে দিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কৃত্তিবাস ছন্দোবন্ধে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, বিশেষতঃ বটতলাস্থ মুদ্রাকরগণ তাঁহার বিস্তর দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে; সুতরাং রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত অংশটিতে আমাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আমি নিজের পরিশ্রম লাঘবমানসে, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পদ্যপাঠের কলেবর পুষ্ট করি নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালা কাব্যে ব্যুৎপত্তিলাভের প্রয়াস রাখেন, তাঁহাদিগের কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত ও ভারতের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার যাদৃশ উপযোগী, মূল ও সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত তাদৃশ নহে।

কলিকাতা,
সম্বৎ ১৯২৩, ১১ই ফাল্গুন।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
১। প্রাতরুত্থান	১
২। মাতৃস্নেহ	৩
৩। নদী	১০
৪। বৃক্ষশ্রেণী	১২
৫। বাহ্যদৃশ্য	১৪
৬। শুকপক্ষী	১৯
৭। ঈশ্বরের দয়া	২২
৮। হস্তী	২৪
৯। মনুষ্যের শত্রু	২৭
১০। বৃক্ষপত্র	২৮
১১। বহুরূপীর গল্প	৩১
১২। পরিচ্ছদের গর্ব্ব	৩৫
১৩। রজনীতে পর্য্যটন ও বিবিধ প্রকার মনন	৩৭
১৪। কোন্ ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়?	৪১
১৫। আকাশ	৪৪
১৬। নির্ব্বাসিত ব্যক্তির বিলাপ	৪৬
১৭। উষ্ট্র	৫১
১৮। শিশুর উদ্যান-ভ্রমণ	৫৫
১৯। দ্বাদশ-বর্ষীয় রাজপুত-বালকের শৌর্য্য	৫৮
২০। স্তোত্র	৬৪
২১। হরিণ	৬৮

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
২২।	চিন্তাকুল যুবা	৭২
২৩।	পর-দুঃখ হেতু অশ্রু-জল	৭৬
২৪।	রামের বনগমন	৭৭
২৫।	সীতা-হরণে রামের বিলাপ	৮৮
২৬।	নীতি-রত্ন-হার	৯৬
২৭।	কোকিল	৯৮
২৮।	সুখ স্থান	১০০
২৯।	প্রবাসীর আপন গৃহ-স্থলী-বর্ণন	১০৩
৩০।	সর্ব্ব-বাদি-সম্মত স্তোত্র	১০৭

সচিত্র ও বিশুদ্ধ
পদ্যপাঠ
(দ্বিতীয়-ভাগ)

(১) প্রাতরুত্থান।

পূর্ব্বদিক্ নানা রঙ্গে (১) করিয়া রঞ্জিত (২)
উজ্জ্বল প্রভায় রবি (৩) হ'য়েছে উদিত (৪)।
সুনিদ্রায় শ্রান্তি দূর করি' জীবগণ,
দিবসের কর্ম্মে সবে নিবেশিছে (৫) মন।
কুলায় (৬) হইতে পাখী ব'সেছে শাখায়,
আস্বাদি' সুরস ফল সুললিত (৭) গায়।
প্রফুল্ল-কুসুম-দলে (৮) করি' মধু পান
মধুকর গুন্ গুন্ করিতেছে গান।

(১) রঙ্গে (বি)—বর্ণে।

(২) রঞ্জিত (রন্জ+ণিচ্+ক্ত)—চিত্রিত। বি—রঞ্জন।

(৩) রবি (বি)—সূর্য্য।

(৪) উদিত (উৎ+ই+ক্ত)। বি—উদয়।

(৫) নিবেশিছে (ক্রি)—নিবিষ্ট করিতেছে। মন নিবেশিছে—মনোযোগ দিতেছে।

(৬) কুলায় (বি)—পাখীর বাসা।

(৭) সুললিত—সুমধুর-ভাবে (ক্রি-বিণ)।

(৮) প্রফুল্ল (বিণ)—(প্র+ফুল্ল+ত, অন্; বা প্র+ফল+ক্ত)—প্রস্ফুটিত, বিকসিত। কুসুম-দলে (বি)—ফুলগুলিতে। কুসুমের দল (ষষ্ঠী তৎ)।

নব-দূর্ব্বা-দল-লোভে (১) শাবক (২) সহিত·
যাইতেছে গোঠ পানে (৩) ধেনু (৪) হরষিত (৫)।
সারস (৬) সরসী-জলে (৭) দিতেছে সাঁতার;
তীরে ধীরে বলাকায় (৮) খুঁজিছে আহার।
জলে, স্থলে, শূন্য-দেশে সচেতন (৯) সবে,
শয্যায় শয়ান (১০) তুমি কেন বল তবে?
ঈশ্বরের নিরূপিত (১১) নিদ্রার সময়
স্ব-ইচ্ছায় (১২) বৃদ্ধি করা সমুচিত নয়,

(১) নব-দূর্ব্বাদল-লোভে (বি)—নূতন দূর্ব্বা-সমূহের লোভে। দূর্ব্বার দল দূর্ব্বা-দল (৬ষ্ঠী তৎ), নব এমন দূর্ব্বাদল নব-দূর্ব্বা-দল (কর্ম্মধা), নব-দূর্ব্বা-দলের লোভ, নব-দূর্ব্বা-দল-লোভ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) শাবক (বি)—ছানা।

(৩) গোঠ-পানে—গোঠের (মাঠের) পানে (দিকে)।

(৪) ধেনু (বি)—গরু, গাই।

(৫) হরষিত (বিণ)—হর্ষিত, আনন্দিত।

(৬) সারস (বি)—(সরস্+ষ্ণ) এক-প্রকার জলচর পক্ষী।

(৭) সরসী-জল (বি)—সরসীর (সরোবরের) জল। সরসীর জল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৮) বলাকায় (বি)—এক-প্রকার ক্ষুদ্র বকে (কর্ত্তৃপদ)।

(৯) সচেতন (বিণ)—যাহার চেতনা (জ্ঞান, সংজ্ঞা) আছে সে। চেতনার সহিত বর্ত্তমান যে, বহুব্রীহি।

(১০) শয়ান(বিণ)—শয়নকারী। (শী+শানচ্)। বি—শয়ন।

(১১) নিরূপিত (বিণ)—নির্দ্দিষ্ট। [নি+(রূপ্+ণিচ্) রূপি+ক্ত]। বি—নিরূপণ।

(১২) স্ব-ইচ্ছায় (বি)—আপনার ইচ্ছায়।

উঠ তুমি, প্রাতঃ-কৃত্য (১) সমাপন ক'রে (২)
পাঠাভ্যাসে (৩) রত হও প্রফুল্ল-অন্তরে (৪)।

প্রশ্নাবলী।

(১) প্রাতরুত্থান।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—রঞ্জিত, উদিত, কুলায়, প্রফুল্ল-কুসুম-দল, সরসী-জল, নিরূপিত ও প্রাতঃকৃত্য।

২। নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—রঞ্জিত, উদিত, প্রফুল্ল, শয়ান ও নিরূপিত।

৩। নিম্ন-লিখিত সমস্ত পদগুলির সমাস ও ব্যাস-বাক্য নির্ণয় কর :—প্রফুল্ল-কুসুম-দল, নব-দূর্ব্বা-দল, সরসী-জল, ও পাঠাভ্যাস।

৪। প্রাতঃকালের বিষয় বর্ণনা কর।

(২) মাতৃস্নেহ।

আহা! কি আশ্চর্য্য (৫) মায়া, মায়ের অন্তরে,
জীবের মঙ্গল-হেতু সদা বাস করে!

---

(১) প্রাতঃকৃত্য (বি)—প্রাতঃকালের কাজ,—মুখ-ধোওয়া, দাঁত-মাজা প্রভৃতি শৌচ কর্ম্ম।

(২) সমাপন ক'রে (ক্রি)—সম্পন্ন করিয়া। সম্+আপ্-ধাতু+ণিচ্+অনট্। বিণ—সমাপিত।

(৩) পাঠাভ্যাসে (বি)—পড়া তৈয়ার করায়। পাঠের অভ্যাস (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) প্রফুল্ল-অন্তরে (ক্রি-বিণ)—আনন্দিত-মনে। প্রফুল্ল অন্তর যাহাতে (বহু)।

(৫) আশ্চর্য্য (বিণ)—অদ্ভুত।

দশ-মাস দশ-দিন ধরিয়া জঠরে (১)
যাপন করেন কাল কতই কঠোরে (২)।
সহেন জননী এই যাতনা সকল
পুত্রের কমল-মুখ (৩) দেখিতে কেবল।
যেমন সুন্দর কিছু দেখিলে নয়নে, (ক)
বিনা উপদেশে হর্ষ উপস্থিত মনে,—
সেইরূপ প্রসবিলে (৪) সন্তান জননী,
অন্তরেতে স্নেহ-রস (৫) সঞ্চরে (৬) আপনি। (ক)
তনয় (৭) যদ্যপি হয় অসিত (৮) বরণ, (খ)
প্রসূতির (৯) কাছে সেই কষিত (১০) কাঞ্চন ; (খ)

---

(১) জঠরে (বি)—উদরে।

(২) কঠোরে (ক্রি-বিণ)—কঠোর-ভাবে, বহু-ক্লেশে।

(৩) কমল-মুখ (বি)—কমলের (পদ্মের) মত সুন্দর মুখ।

(ক) অন্বয় :—"যেমন সুন্দর.........আপনি"—যেমন সুন্দর কিছু নয়নে দেখিলে বিনা উপদেশে মনে হর্ষ উপস্থিত (হয়), সেইরূপ জননী সন্তান প্রসব করিলে অন্তরেতে আপনি স্নেহ-রস সঞ্চারিত হয়।

(৪) প্রসবিলে (ক্রি)—প্রসব করিলে।

(৫) স্নেহরস (বি) স্নেহ-রূপ রস। স্নেহরূপ রস (রূপক কর্ম্মধা)।

(৬) সঞ্চরে (ক্রি)—সঞ্চারিত হয়।

(৭) তনয় (বি)—পুত্র।

(৮) অসিত (বিণ)—কাল। (ন+সিত)

(খ) অর্থ :—"তনয়...কাঞ্চন" :—সন্তানের বর্ণ যদি কাল হয়, তাহা হইলে তাহার মাতা তাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে করেন। বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেরূপ সুন্দর ও চিক্কণ হয়, মাতা মনে করেন, তাঁহার পুত্রের বর্ণও সেইরূপ।

(৯) প্রসূতির (বি)—মাতার। (প্র+সূ+তি)

(১০) কষিত (বিণ)—কষা, বিশুদ্ধ।

পীযুষ-পূরিত-স্তন (১) দেন মুখে তার,
দেখিলে মলিন মুখ অখিল (২) আঁধার।
দিন দিন শুক্ল-পক্ষে সুধাকর-সম, (ক)
জননীর যত্নে বাড়ে পুত্র প্রিয়তম। (ক)
নিয়ত কুমারে রাখি' সুকুমার কোলে,
সোহাগ করেন কত সুমধুর বোলে,
কখন দেখান্ দীপ অতি সাবধানে, (খ)
কখন ডাকেন চে'য়ে সুধাকর (৩) পানে—(খ)
"আই আই চাঁদ আই, আই আই আরে,
মণির (৪) কপালে মোর টিপ দিয়া যারে।"
আইলে ঘুমের কাল পুত্রে রাখি' বুকে,
ধীরে শিরে করাঘাত এই কথা মুখে,—
"ঘুম পাড়ানিয়া মাসি, ঘুম দিয়ে যেও,
বাটা ভ'রে দিব পান, গাল পূরে খেও।"

---

(১) পীযূষ-পূরিত-স্তন (বি)—অমৃতে পরিপূর্ণ স্তন। পীযূষ দ্বারা পূরিত পীযূষ-পূরিত (৩য়া তৎ), পীযূষ-পূরিত এমন স্তন পীযূষ-পূরিত-স্তন (কর্ম্মধা)।

(২) অখিল (বিণ—এখানে বি)—সমস্ত জগৎ।

(ক) অন্বয়:—"দিন দিন.........প্রিয়তম"—শুক্লপক্ষে সুধাকর-সম প্রিয়তম পুত্র জননীর যত্নে দিন দিন বাড়ে।

(খ) অর্থ:—"কখন...........পানে"—মাতা কখন কখন পুত্রকে আনন্দিত করিবার জন্য প্রদীপ দেখান্। আবার কখন কখন 'আই আই চাঁদ আই', এইরূপ বলিয়া চাঁদকে ডাকেন।

(৩) সুধাকর (বি)—চন্দ্র। সুধা+কৃ+ট; অথবা, সুধা+আকর। (The moon.)

(৪) মণির (বি)—রত্নের; (এখানে) পুত্রের।

সুকুমার শিশু, বসি' জননীর কোলে,
প্রফুল্ল-বদনে যদি ডাকে মা মা বোলে,
শুনিলে শিশুর সেই আধ আধ স্বর,
উথলিয়া উঠে তাঁর আহ্লাদ-সাগর (১) ;
তখনি কোমল-করে করিয়া ধারণ
পুলকে (২) করেন তার বদন চুম্বন।
পাইলে সুমিষ্ট কিছু করিতে অশন (৩),
যতনে রাখেন তুলে পুত্রের কারণ।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ করিয়া পালন
বিদ্যা শিখাইতে কত করেন যতন;
শুভ-দিন শুভ-যোগে হাতে খড়ি দিয়া
পাঠহেতু পাঠ-শালে দেন পাঠাইয়া।
সেখানে সন্তান যদি মনোযোগ সহ (ক)
শিক্ষকের উপদেশে চলে অহরহঃ,
নিত্য নিয়মিত পাঠ করয়ে অভ্যাস,
আহ্লাদে প্রসূতি পান স্ব-করে আকাশ। (ক)

(১) আহ্লাদ-সাগর (বি)—আনন্দের সাগর। আহ্লাদ-রূপ সাগর (রূপক-কর্মধারয় সমাস)।

(২) পুলক (বি)– লোমাঞ্চ—(এখানে) আনন্দ।

(৩) অশন (বি)—ভক্ষণ, ভোজন ; (অশ্ + অনট্)। বিণ—অশিত।

(ক) অর্থ :—"সেখানে.........আকাশ" :—পুত্র যদি সকল সময় পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের কথা শুনিয়া চলে, এবং মনোযোগ দিয়া পড়া-শুনা করে, তাহা হইলে মাতার অত্যন্ত আনন্দ হয়। কেহ যদি আপনার হাতের মধ্যে আকাশকে ধরিতে পারে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, মাতারও ঠিক সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি সন্ততির (১) নিন্দা কেহ করে,
বিষম বিষাদে (২) তাঁর হৃদয় বিদরে (৩)।
পাঠাগার হ'তে যদি নির্ণীত (৪) সময় (ক)
প্রত্যাগত (৫) ভবনেতে না হয় তনয়,
তবে পাগলিনী-প্রায় হইয়া অস্থির
কেবল করেন তিনি অন্দর বাহির। (ক)
ব্যায়ামে, অথবা খর-দিবাকর-করে (৬)
বালকের বিন্দু বিন্দু ঘাম যদি ঝরে,
তখনি তাহারে আনি' আপনার পাশ,
আঁচলে মুছায়ে মুখ করেন বাতাস।
বিদ্যা-অধ্যয়ন, কিংবা ধনের আশায়,
হৃদয়ের ধন (৭) যদি দূরদেশে যায়,

---

(১) সন্ততির (বি)—সন্তানের ; পুত্রের বা কন্যার (Of children.)

(২) বিষাদে (বি)—দুঃখে। বি+সদ্+ঘঞ্। বিণ—বিষণ্ণ।

(৩) বিদরে (ক্রি)—বিদীর্ণ হয়, ভাঙ্গিয়া যায়।

(৪) নির্ণীত (বিণ)—নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত। নির্+নী+ক্ত। বি—নির্ণয়।

(ক) অন্বয় :—"পাঠাগার.........বাহির" :—তনয় যদি নির্ণীত সময়ে পাঠশালা হইতে প্রত্যাগত না হয়, তবে তিনি (মাতা) পাগলিনী প্রায় অস্থির হইয়া কেবল অন্দর বাহির করেন।

(৫) প্রত্যাগত (বিণ)—যে ফিরিয়া আসিয়াছে। (প্রতি+আ+গম্+ক্ত)। বি—প্রত্যাগমন।

(৬) খর-দিবাকর-করে (বি)—প্রখর সূর্য্যের কিরণে। দিবা করে যে, সে দিবাকর (উপ তৎ), খর এমন দিবাকর (কর্ম্মধা), খর-দিবাকরের কর, খর-দিবাকরকর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৭) ধন (বি)—অর্থ, সম্পত্তি। বিণ—ধনী, ধনবান।

জননী শরীর-মাত্র করিয়া ধারণ,
রাখেন তাহার কাছে আপনার মন ;
সেখানে বিপদে পড়ে যগুপি কুমার, (ক)
মায়ের দুঃখের আর নাহি থাকে পার।
যেমন প্রবল ঝড় উঠিয়া সাগরে
সকল সলিল তার তোলপাড় করে,
সেইরূপ ভাবনার প্রবল পবন
আন্দোলিত, আকুলিত করে তাঁর মন। (ক)
যতক্ষণ না পান মঙ্গল-সমাচার,
কেবল রাখেন পথে চক্ষু আপনার ;
সহসা শুনেন যদি সুতের কুশল (১),
দর দর দু'নয়নে হর্ষে (২) বহে জল।
ভাবিয়া দেখিলে আর নাহি হেন জন,
পুত্র-হিত-অভিলাষী (৩) জননী যেমন।

(ক) অর্থ :—"সেখানে.........মন" :—সমুদ্রে ঝড় উঠিলে তাহার সমস্ত জল যেরূপ তোলপাড় হয়, সেইরূপ বিদেশে পুত্রের বিপদের কথা শুনিলে মাতার মনও ভাবনায় তোলপাড় হইতে থাকে।

(১) কুশল (বি)—মঙ্গল। বিণ—কুশলী।

(২) হর্ষে (বি)—আনন্দে। হৃষ্‌+অল্‌। বিণ—হৃষ্ট।

(৩) পুত্র-হিত-অভিলাষী (বিণ)—যিনি পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন। পুত্রের হিত পুত্র-হিত (৬ষ্ঠী তৎ), পুত্র-হিত অভিলাষ করে যে, সে পুত্র-হিত-অভিলাষী (উপ-তৎ)।

এমন মায়ের প্রতি ভক্তি যে না করে,
অকৃতজ্ঞ (১) অধম সে অবনী-ভিতরে।

(পরিবর্ত্তিত)
(দ্বারকানাথ অধিকারী)

প্রশ্নাবলী।

(২) মাতৃস্নেহ।

১। নিম্ন-লিখিত শব্দ গুলির অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—
জঠর, কমল-মুখ, প্রসূতি, পীযূষ-পূরিত-স্তন, পুলক, খর-দিবাকর-কর ও অকৃতজ্ঞ।

২। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—স্নেহ, পূরিত, হিত, অভিলাষী।

৩। সমাস ও ব্যাস-বাক্য নির্দ্দেশ কর :—
কমল-মুখ, পীযূষ-পূরিত-স্তন, খর-দিবাকর-কর ও পুত্র-হিত-অভিলাষী।

৪। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) যেমন প্রবল····· তাঁর মন।
(খ) দিন দিন..... প্রিয়তম।

৫। মাতাকে ভক্তি করা উচিত কেন?

(১) অকৃতজ্ঞ (বিণ)—উপকারীর উপকার যে মনে না রাখে। নঞ্‌+কৃত-জ্ঞা+ড। বি—অকৃতজ্ঞতা। বিপরীত—কৃতজ্ঞ।

(৩) নদী।

পর্ব্বত-দুহিতা (১) নদি! দয়াবতী তুমি,
জন্ম তব অবনীর (২) উপকার তরে (৩);
সুমিষ্ট সলিল তব তৃষ্ণা দূর করে,
তব জলে উর্ব্বরতা (৪) প্রাপ্ত হয় ভূমি।

যে দেশে তোমার স্থিতি (৫), কি অভাব তথা, (ক)
কি অভাব, কৃষি যথা লভে শ্রম-ফল?
শিল্প-কর্ম্মে (৬) কারু (৭) যথা প্রকাশে কৌশল (৮)?
বাণিজ্য-জাহাজ সদা ভাসমান (৯) যথা? (ক)

(১) পর্ব্বত-দুহিতা (বি)—পর্ব্বতের কন্যা। পর্ব্বত হইতে নদী উৎপন্ন হয়, এই হেতু নদীকে 'পর্ব্বতের কন্যা' বলা হয়। পর্ব্বতের দুহিতা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) অবনীর (বি)—পৃথিবীর।

(৩) তরে - জন্য, নিমিত্ত।

(৪) উর্ব্বরতা (বি)—উর্ব্বরের ভাব; শস্য জন্মাইবার শক্তি। বিণ—উর্ব্বর। বিপরীত—অনুর্ব্বরতা। উর্ব্বরতা—Fertility. অনুর্ব্বরতা—Sterility.

(৫) স্থিতি (বি)—অবস্থান, থাকা। (স্থা+ক্তি)। বিণ—স্থিত।

(ক) অন্বয়:—"যে দেশে.........যথা"?:—যে দেশে তোমার স্থিতি, তথা কি অভাব? যথা কৃষি শ্রম-ফল লভে, যথা কারু শিল্প-কর্ম্মে কৌশল প্রকাশ করে, যথা বাণিজ্য-জাহাজ সদা ভাসমান, (তথায়) কি অভাব? অর্থাৎ কিছুরই অভাব নাই।

(৬) শিল্প-কর্ম্মে (বি)—শিল্পের কাজে। শিল্পের কর্ম্ম (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৭) কারু (বি)—শিল্পকর, কারিকর।

(৮) কৌশল (বি)—পটুতা, শক্তি। (কুশল+অ)। বিণ—কুশল, কৌশলী।

(৯) ভাসমান (বিণ)—যাহা ভাসিতে থাকে, তাহা। (ভাস্+শান)

প্রবাহিণি (১)! তব তীরে নগরী যে সব,
তোমার প্রসাদে (২) তারা খ্যাতি লভে কত,
তুমিই মিলাও আনি' পণ্য (৩) শত শত,
বাণিজ্য নহিলে কিসে তাদের গৌরব (৪)?

দয়াবতী তুমি নদি! শ্রান্ত (৫) পান্থ-জন (৬)
বসিয়া তোমার কূলে (৭) ক্লান্তি করে নাশ;
তব জলে স্নান করি' শীতল বাতাস (ক)
মৃদু-ভাবে করে তারে চামর-ব্যজন। (ক)

জনম নিভৃত (৮) স্থলে পর্ব্বত-গুহায়,
কিন্তু নদি! কার্য্য-গুণে সুনাম তোমার

---

(১) প্রবাহিণি (বিণ)—যাহা বহিতে থাকে, তাহার সম্বোধনে; হে নদি! (প্র+বহ্+ণিন্)। পুং—প্রবাহিন্।

(২) প্রসাদে (বি)—অনুগ্রহে। (প্র+সদ্+ঘঞ্)। বিণ—প্রসন্ন। বিপরীত—বিষাদে।

(৩) পণ্য (বি)—বিক্রেয় বস্তু।

(৪) গৌরব (বি)—আদর। (গুরু+ষ্ণ)। বিণ—গুরু। বিপরীত—লাঘব।

(৫) শ্রান্ত (বিণ)—ক্লান্ত। (শ্রম্+ক্ত)। বি—শ্রম।

(৬) পান্থ-জন (বি)—পথিক। পান্থ এমন জন (কর্ম্মধা)।

(৭) কূলে (বি)—তীরে।

(ক) অর্থ:—"তব জলে.........ব্যজন":—নদীর তীরে বসিলে দেহে শীতল বাতাস লাগিতে থাকে। সেই বাতাস যেন ধীরে ধীরে গায়ে চামর দিয়া ব্যজন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। সেই বাতাস নদীর উপর হইতে আসিতেছে; তাই মনে হয় যে, ইহা যেন নদীর জলে স্নান করিয়াছে বলিয়াই এত শীতল।

(৮) নিভৃত (বিণ)—নির্জ্জন। (নি+ভৃ+ক্ত)।

ইতিহাসে (১) গ্রন্থকার (২) করিছে প্রচার,
উল্লাসে সুযশঃ তব কবি-গণ গায়।

প্রশ্নাবলী।

(৩) নদী।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—

অবনী, উর্ব্বরতা, প্রবাহিণি, নিভৃত।

২। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর :—

উর্ব্বরতা, কৌশল, প্রবাহিণি, প্রমাদ, গৌরব, ভাসমান।

৩। 'প্রবাহিণি' ইহার পুংলিঙ্গে কি পদ হইবে ?

৪। সমাস ও ব্যাস-বাক্য নির্দ্দেশ কর :—

পর্ব্বত-দুহিতা, মৃদুভাবে। চামর-ব্যজন, কার্য্য গুণে, শ্রম-ফল।

৫। নদী দ্বারা আমাদের কি কি উপকার হয় ?

---

(৪) বৃক্ষশ্রেণী।

এই যে বিটপি-শ্রেণী (৩) হেরি সারি সারি,
কি আশ্চর্য্য (৪) শোভাময় (৫), যাই বলিহারি !

(১) ইতিহাসে (ব)—পুরাবৃত্তে, ইতিবৃত্তে।

(২) গ্রন্থকার (বি)—যিনি পুস্তক রচনা করেন। (গ্রন্থ+কৃ+ট)।

(৩) বিটপি-শ্রেণী (বি)—সারি সারি গাছ। বিটপীর শ্রেণী (৬ষ্ঠী তৎ)। বিটপী=বিটপ+ইন্। বিটপ—শাখা, গাছের ডাল। বিটপ আছে যাহার, সে বিটপী (বৃক্ষ)।

(৪) আশ্চর্য্য—অদ্ভুত।

(৫) শোভাময় (বিণ)—সুন্দর। (শোভা+ময়ট্)। স্ত্রী—শোভাময়ী।

যখন মানব-কুল (১) ধনবান্ হয়,
তখন তাদের শির (২) সমুন্নত রয় ;
কিন্তু ফলশালী (৩) হ'লে এই তরু-গণ,
অহঙ্কারে উচ্চ শির না করে কখন।
ফল-শূন্য (৪) হ'লে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ-প্রায় (৫) কারো ঠাঁই নহে অবনত (৬)।
কঠিন অপ্রিয় ভাষ (৭) করিলে শ্রবণ,
রক্ত-জবা-রাগ (৮) ধরে মনুজ-লোচন (৯) ;
ইহাদের শির'পরে (১০) লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে (১১)
সুফল প্রদান করে বিনম্র-বদনে। (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

---

(১) মানব-কুল (বি)—সকল মানুষ। মানবের কুল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) শির (বি)—মাথা।

(৩) ফলশালী (বিণ)—যাহার ফল আছে। (ফল+শাল্+ণিন্)। স্ত্রী ফলশালিনী।

(৪) ফল-শূন্য (বিণ)—ফল-হীন, যাহার ফল নাই। ফল দ্বারা শূন্য (৩য়া তৎ)।

(৫) নীচ-প্রায় (বিণ)—নীচের মত।

(৬) অবনত (বিণ)—নম্র, ছোট। (অব+নম্+ক্ত)। বি—অবনতি। বিপরীত—উন্নত।

(৭) ভাষ (বি)—কথা। (ভাষ্+ঘঞ্)। বিণ—ভাষিত।

(৮) রক্ত-জবা-রাগ (বি)—লাল জবার মত বর্ণ। রক্ত এমন জবা, রক্ত-জবা (কর্ম্মধা), রক্ত-জবার রাগ রক্ত-জবা-রাগ (৬ষ্ঠী তৎ)। রাগ—(রন্জ্+ক্ত)। বিণ—রক্ত।

(৯) মনুজ-লোচন (বি)—মানুষের চক্ষুঃ। মনুজের লোচন (৬ষ্ঠী তৎ)।

(১০) শির'পরে—মাথার উপরে।

(১১) লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে (বি)—ঢিল ছোঁড়ায়। লোষ্ট্রের নিক্ষেপণ (৬ষ্ঠী তৎ)। নিক্ষেপণ (বি)—(নি+ক্ষিপ্+অনট্)। বিণ—নিক্ষিপ্ত।

প্রশ্নাবলী ।

(৪) বৃক্ষ-শ্রেণী ।

১। অর্থ বল, পদ-পরিচয় দাও এবং সমাস ও সমাস-বাক্য নির্দ্দেশ কর :—বিটপি-শ্রেণী, মনুজ লোচন ও লোষ্ট্র-নিক্ষেপণ।

২। 'ফলশালী,' এই পদের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় ?

৩। ব্যাখ্যা কর :—কঠিন অপ্রিয়……বিনম্র-বদনে।

৪। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—

শোভাময়, ফলশালী, নিক্ষেপণ, প্রফুল্ল, মনুজ, অবনত, শ্রবণ।

(৫) বাহ্য-দৃশ্য ।

ফাল্গুন মাসের দিন অবসান-প্রায় (১)
নগর হইতে তিন যুবা মাঠে যায়।
প্রফুল্ল (২) বিবিধ (৩) ফুল বর্ণ সুচিকণ,
সুললিত-রবে (৪) গান করে পক্ষি-গণ ;
সুরঞ্জিত (৫) নানা রঙ্গে পশ্চিম আকাশ,
মলয় হিল্লোলে বহে দক্ষিণ বাতাস।

(১) অবসান-প্রায় (বিণ)—প্রায় অতীত। (অব+সো+অনট্)। বিণ—অবসিত।

(২) প্রফুল্ল (বিণ)—প্রস্ফুটিত। বি—প্রফুল্লতা।

(৩) বিবিধ—(বিণ)—নানা রকম। বিশেষ হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার (বহুব্রীহি)।

(৪) সুললিত-রবে (ক্রি-বিণ)—সুমধুর-শব্দে। সুললিত রব যাহাতে (বহুব্রীহি)।

(৫) সুরঞ্জিত (বিণ)—সুন্দর-বর্ণ-বিশিষ্ট। সু+রন্জ্+ণিচ্+ক্ত।

শোভা দেখি' যুব-গণ প্রফুল্ল-অন্তরে (১), (ক)
(এই প্রথমেতে তারা নগর-প্রান্তরে);
দেখে নাই পূর্ব্বে কোন তরু, গুল্ম (২) লতা;
মাঠে জন্মে, শুনিয়াছে এই মাত্র কথা। (ক)
ভোজনে নিপুণ (৩) বটে অন্ন, রুটি, ডাল,
কিসে জন্মে ? জিজ্ঞাসিলে (৪) ঘটিবে জঞ্জাল (৫)।
চিনি জন্মে ইক্ষু-দণ্ডে মূলে কিংবা ফলে,
তুষ হ'তে বহির্গত তণ্ডুল কি কলে,—
এ সকল পরস্পর মীমাংসা (৬) করিয়া
পরম-কৌতুকে (৭) তারা যায় মাঠ দিয়া।
নানা-বিধ (৮) রবি-শস্য (৯) কলাই মসূর,
জন্মিয়াছে মাঠে আর গোধূম প্রচুর।

---

(১) প্রফুল্ল-অন্তরে—প্রফুল্ল-মনে ; আনন্দিত-মনে ; (ক্রি-বিণ)।

(ক) অর্থ:—"শোভা.........কথা" :—এই সকল শোভা দেখিয়া তাহাদের মনে আনন্দ হইল ; কারণ তাহারা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও গ্রামের শোভা দেখে নাই। এই প্রথম তাহারা গাছপালা দেখিল ; ইহার পূর্ব্বে তাহারা কেবল শুনিয়াছিল যে, গাছপালা মাঠে জন্মে।

(২) গুল্ম (বি)—ছোট ছোট গাছ, ঝোপ।

(৩) নিপুণ (বিণ)—পটু। বি—নিপুণতা, নৈপুণ্য।

(৪) জিজ্ঞাসিলে—জিজ্ঞাসা করিলে।

(৫) জঞ্জাল—গোলমাল।

(৬) মীমাংসা (বি)—স্থিরীকরণ, নিষ্পত্তি। মন্ + সন্ + অ + (স্ত্রী) আপ্।

(৭) পরম-কৌতুকে (ক্রি-বিণ)—অত্যন্ত আনন্দে।

(৮) নানাবিধ (বিণ)—নানা-প্রকার। নানা বিধা (প্রকার) যার (বহুব্রীহি)।

(৯) রবি-শস্য (বি)—সূর্য্যের আলোকে যে সকল শস্য জন্মে।

তাহাদের মাঝে মাঝে জন্মিয়াছে কাঁটা,
ফুল ফুটিয়াছে যার অপরূপ ছটা (১) ;
যুব-গণ মুগ্ধ-মন (২) নেহারি' সে ফুল, (ক)
এক জন বলে, "দেখ শোভায় অতুল
অই শ্বেত পুষ্পগুলি ; সুকোমল-দলে
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে।
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।" (ক)
আর জন কহে, "দেখ আরো মনোহারী (৩
যে ফুল ফুটেছে হেথা সোণার বরণ,
চেয়ে দেখে একবার জুড়াও নয়ন।"
তৃতীয় কহিল, "কিন্তু জিনিয়া (৪) সকলে
শোভিছে কুসুম অই সুলোহিত দলে ;

(১) ছটা (বি)—সৌন্দর্য্য।

(২) মুগ্ধ-মন (বিণ)—আনন্দিত। মুগ্ধ হইয়াছে মন যাহার (বহু)। 'মুগ্ধমনাঃ' হওয়াই ব্যাকরণ-সঙ্গত।

(ক) অন্বয় :– "যুবগণ... . ...না পারি" :—সে ফুল নেহারি যুবগণ মুগ্ধমন হইল। একজন বলে, 'দেখ অই শ্বেত পুষ্পগুলি শোভায় অতুল। পবিত্রতা যেন সুকোমল-দলে বিরলে বাস করেন। অর্থ :—সেই সকল শস্যের ফুল দেখিয়া তিন জন যুবকেরই মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—'ঐ যে সাদা ফুলগুলি দেখিতেছ, উহারা অত্যন্ত সুন্দর। ঐ গুলি এত সুন্দর যে, মনে হয়, উহাদের সুন্দর ও নরম পাঁপ্‌ড়ি গুলিতে পবিত্রতা স্বয়ং আসিয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছেন।'

(৩) মনোহারী (বিণ)—সুন্দর। মনঃ হরণ করে যে সে (উপ তৎ)। (মনস্‌+ হৃ+ণিন্)। স্ত্রী– মনোহারিণী।

(৪) জিনিয়া (ক্রি)—জয় করিয়া।

সূর্য্য, অগ্নি রক্ত-বর্ণ, কিন্তু চক্ষু ধরে, (ক)
নেত্র-স্নেহ-কর জ্যোতিঃ এই ফুল ধরে।" (ক)
মতের অনৈক্য যদি, তবু মীমাংসার
স্থির এই "আর আর যত কদাকার, (১)
তৃণগুলা পুরিয়াছে মাঠ সমুদয়,
কৃষকের তুলে ফেলা উচিত নিশ্চয় (২)।"
পশ্চাতে আছিল এক কৃষক (৩) সুবিজ্ঞ (৪),
নগর-নিবাসী জনে জানি' অনভিজ্ঞ (৫)
উদ্ভিদের (৬) পরিচয়ে, দিল উপদেশ—
"যুবগণ! প্রশংসিলে যাদের অশেষ,
ক্ষেত্রের জঞ্জাল ওরা, অহিতের জড় (৭),
তোলা ভার, একবার গজালে শিকড়।

(ক) অর্থ:—"সূর্য্য......ফুল ধরে"—এই: ফুলগুলি সূর্য্য বা আগুনের মত লাল। কিন্তু ইহাদের একটা অদ্ভুত গুণ আছে। সূর্য্য বা আগুনের দিকে চাহিয়া দেখিলে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়। কিন্তু এই ফুলের দিকে তাকাইলে চক্ষু ঝল্‌সান ত দূরের কথা, চক্ষুতে অত্যন্ত আরাম-বোধ হয়।

(১) কদাকার (বিণ)—যাহার চেহারা খারাপ। কু (কুৎসিত) আকার যাহার (বহু)।

(২) নিশ্চয়—নিঃ+চি+অল্। বিণ—নিশ্চিত।

(৩) কৃষক (বি)—যে চাষ করে।

(৪) সুবিজ্ঞ (বিণ)—অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সু+বি+জ্ঞা+ড। বি—সুবিজ্ঞতা।

(৫) অনভিজ্ঞ (বিণ)—বোকা। ন+অভিজ্ঞ (নঞ্-তৎ); ন+অভি+জ্ঞা+ড। বি—অনভিজ্ঞতা।

(৬) উদ্ভিদের (বি)—গাছ-পালার। উৎ+ভিদ্+কিপ্।

(৭) জড় (বিণ, এখানে বি)—এখানে আদি-কারণ। (বি)—জড়তা।

কদাকার জ্ঞান করি' ঘৃণিলে যাহায়,
শস্য তারা,—মানবের জীবন-উপায়।"
কৃষকের বাক্যে, ভ্রম করিয়া ভঞ্জন
কহিলেক বিবেচক (১) যুবা এক জন,—
"ভুলেছি সকলে দেখি' বাহ্য (২) আড়ম্বর,
যোগ্য পাত্রে অনাদর করেছি বিস্তর (৩);
আমাদের এই কথা মনে যেন রয়,
উপকারে আসিবেক অনেক সময়।"

প্রশ্নাবলী।

(৫) বাহ্য-দৃশ্য।

১। পদ-পরিচয় দাও ও অর্থ বল :—

অবসান-প্রায়, অনভিজ্ঞ, বিস্তর, ভোজন, নিপুণ, তুষ।

২। 'অনভিজ্ঞ' ও 'বাহ্য' এই দুইটী শব্দের বিপরীতার্থ-বোধক শব্দ কি, তাহা বল।

৩। এই পদ্যে যে গল্পটী বলা হইয়াছে, তাহা নিজ ভাষায় বল।

৪। ব্যাখ্যা কর :—শোভা দেখি......কথা।

(১) বিবেচক (বিণ)—বুদ্ধিমান্ ; যে বিবেচনা করে। বি+বিচ্+ণক।

(২) বাহ্য (বিণ)—বাহিরের।

(৩) বিস্তর (বিণ)—অত্যন্ত অধিক। বাস্তবিক, ইহা বিশেষ্য পদ ;—বি+স্তৃ+অল্।

(৬) শুক-পক্ষী।

পিঞ্জরে (১) বসিয়া শুক! মুদিয়া নয়ন (২)
কি ভাবিছ মনে মনে? অথবা তোমার
ভাবনার (৩) বাস্তবিক (৪) আছে অধিকার;
পরাধীন বন্দীভাবে (৫) রয়েছ যখন!

পল্লবিত (৬) তরু-শাখে বসিয়া থাকিতে,
সরস (৭) সুপক্ক (৮) ফল করিতে সন্ধান (৯);
মুক্ত-পক্ষে (১০) শূন্য-পথে করিতে প্রয়াণ (১১)
হ'য়েছে তোমার পাখি! বাসনা কি চিতে (১২)?

নিত্য নিত্য একরূপ দ্রব্য-দরশনে
অসুখিত (১৩) চিত্ত তব; লোহার পিঞ্জর,

(১) পিঞ্জরে (বি)—খাঁচায়। (২) নয়ন (বি)—চক্ষুঃ। (নী+অনট্)।

(৩) ভাবনায় (বি)—চিন্তায়। (ভূ+ণিচ্+অনট্+আপ্)।

(৪) বাস্তবিক (ক্রি-বিণ)—যথার্থই।

(৫) বন্দীভাবে (বি)—কয়েদীর মত। বন্দীর ভাব (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) পল্লবিত (বিণ)—যাহার পল্লব (নূতন ছোট পাতা ও ডাল) গজাইয়াছে। পল্লব+ইত।

(৭) সরস (বিণ)—যাহার ভাল রস আছে। রসের সহিত বর্ত্তমান যে (বহু)।

(৮) সুপক্ক (বিণ)—ভালরূপ পাকা। সু+পচ্+ক্ত। বি—সুপাক।

(৯) সন্ধান (বি)—খোঁজ করা। সম+ধা+অনট্। বিশেষণে—সংহিত।

(১০) মুক্ত-পক্ষে (ক্রি-বিণ)—খোলা-পাখায়। মুক্ত পক্ষ যাহাতে (বহু)।

(১১) প্রয়াণ (বি)—গমন। প্র+যা+অনট্। বিণ—প্রয়াত।

(১২) চিতে (বি)—চিত্তে, মনে।

(১৩) অসুখিত (বিণ)—দুঃখিত। ন+সুখিত (নঞ্-তৎ)। সুখ+ইত=সুখিত।

সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই এক ঘর,
নিয়ত তোমার চক্ষুঃ তুষিবে (১) কেমনে ?

।ন (২) যখন ছিলে, প্রান্তরে (৩), কাননে,
পর্ব্বতে, পুলিনে (৪), কিংবা যথা ইচ্ছা যেতে,
মনোহর শোভা কত দেখিবারে পেতে,
কত বা আমোদ তব উপজিত (৫) মনে !

বন-জাত (৬) মল্লিকার মধুর (৭) সৌরভ
হরিতে পবন যথা সতত (৮) সঞ্চরে,
মৃগ-কুল হৃষ্ট-চিত্তে যথায় বিচরে, (৯)
আর তব সহচর (১০) পাখী করে রব ;

বাসনা ক'রেছ মনে দেখিতে সে ভূমি,
কিন্তু শুক ! তব চঞ্চু নিতান্ত দুর্ব্বল

---

(১) তুষিবে (ক্রি)—তুষ্ট করিবে, খুসি করিবে।

(২) স্বাধীন (বিণ)—যে আপনার ইচ্ছা-মত কাজ করিতে পারে ; স্বতন্ত্র-বিপ—পরাধীন।

(৩) প্রান্তর (বি)—বিস্তীর্ণ ও নির্জ্জন পথ।

(৪) পুলিন (বি)—জল হইতে উত্থিত বালুকাময় তট।

(৫) উপজিত (ক্রি)—জন্মিত ; উৎপন্ন বা উপস্থিত হইত।

(৬) বন-জাত (বিণ)—যাহা বনে জন্মে। বনে জাত (৭মী তৎ)।

(৭) মধুর (বিণ)—সুন্দর, ভাল। বি—মধুরতা বা মাধুর্য্য।

(৮) সতত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা। (সম্+তন্+ক্ত)।

(৯) বিচরে (ক্রি)—বিচরণ করে, বেড়ায়।

(১০) সহচর (বিণ)—যে সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। সহ+চর্+টক্। (স্ত্রী—সহচরী।

কাটিতে পিঞ্জর তার, লোহার শিকল,
এখন পলাতে আর পার কি হে তুমি ?

নির্দ্দয় মানব! শুদ্ধ আত্ম-সুখে রত,
অলীক (১) আমোদ হেতু দুঃখ দেয় পরে,
সুখ দুঃখ বোধ আছে সবার অন্তরে,
সবারি হৃদয়ে রক্ত মানুষের মত।

প্রশ্নাবলী।

(৬) শুক-পক্ষী।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—পিঞ্জর, পল্লবিত, মুক্ত-পক্ষে, পুলিন এবং অলীক।

২। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—পল্লবিত, অসুখিত, পিঞ্জর।

৩। সমাস ও ব্যাস-বাক্য নির্দ্দেশ কর :—মুক্ত-পক্ষে, হৃষ্ট-চিত্তে, মৃগ-কুল।

৪। নিম্ন-লিখিত বিশেষ্য গুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ গুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর :—সন্ধান, প্রয়াণ, মধুর, চঞ্চল।

(১) অলীক (বিণ)—মিথ্যা।

(৭) ঈশ্বরের দয়া।

ঈশ্বর (১) কি হ'য়েছেন দয়ায় কৃপণ (২)?
কার রবি শশী করে আলো বিতরণ (৩)?
কাহার আজ্ঞায় বায়ু বহে প্রতিক্ষণ?
নিশ্বাস প্রশ্বাসে (৪) যাহে বাঁচে জীব-গণ।
কার সৃষ্ট জলে হয় পিপাসার (৫) দূর?
কাহার কৃপায় মাঠে শস্য সুপ্রচুর?
উৎপাদিকা (৬) শক্তি যদি না পাইত ধরা, (৭)
না পড়িত ক্ষেত্রমাঝে বরষার ধারা,
তবে কি চাষার হ'তো আশার সফল?
যত পরিশ্রম তার, সকলি বিফল!

---

(১) ঈশ্বর (বি)—ভগবান্।

(২) কৃপণ (বিণ)—যে টাকা পয়সা খরচ করিতে চায় না। Miser.

(৩) বিতরণ (বি)—দান। (বি+তৃ+অনট্)। বিণ—বিতীর্ণ।

(৪) নিশ্বাস-প্রশ্বাসে (বি)—নাক দিয়া যে বাতাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাকে নিশ্বাস, এবং যে বাতাস টানিয়া লওয়া যায়, তাহাকে প্রশ্বাস বলে। নিশ্বাস =Exhalation. প্রশ্বাস=Inhalation. এস্থানে যে অর্থ দেওয়া হইল, তৎ-সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ আছে। কেহ কেহ ইহার ঠিক বিপরীত অর্থ করিয়া থাকেন। নিশ্বাস ও নিঃশ্বাস দুই প্রকারই বানান্ হইতে পারে। প্রশ্বাস=প্র+শ্বস্+ঘঞ্।

(৫) পিপাসা (বি)—জল খাইবার ইচ্ছা। পা+সন্+অ+আপ্। (বিণ)—পিপাসিত।

(৬) উৎপাদিকা (বিণ)—উৎপাদন করিবার, অর্থাৎ জন্মাইবার উপযুক্ত। উৎ+পদ্+ণিচ্+ণক+আপ্। পুং—উৎপাদক।

(৭) ধরা (বি)—পৃথিবী।

রোগ জন্মে নিজ দোষে; কাহার কৃপায়
পীড়ায় কাতর জন প্রতীকার (১) পায়?
ঔষধের (২) দ্রব্য যদি না মিলে খুঁজিয়া,
কি করিবে বৈদ্য-রাজ (৩) ব্যবস্থা করিয়া?
আবশ্যক (৪) দ্রব্য শুধু করিয়া বিধান
হন নাই ক্ষান্ত (৫) সেই দয়ার নিধান (৬);
সুগন্ধি (৭) কুসুম কেন মধুর-দর্শন?
পাখীর কাকলী (৮) কেন জুড়ায় শ্রবণ (৯)?
মৃদুল-হিল্লোলে (১০) বহি মলয়-পবন,
কেন প্রফুল্লতা-পূর্ণ (১১) করে দেহ মন?
আবশ্যক, প্রীতিকর, পদার্থ-নিকর (১২)
সকলি সৃজিয়া জীবে পালেন ঈশ্বর।

(১) 'প্রতিকার' বানান্‌ও হইতে পারে। প্রতীকার (বি)—উপশম, শান্তি। প্রতি+কৃ+ঘঞ্। বিণ—প্রতিকৃত, প্রতিকারী।

(২) ঔষধ (বি)—ওষধি+ষ্ণ।

(৩) বৈদ্য-রাজ (বি)—খুব বড় কবিরাজ। বৈদ্যদিগের রাজা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) আবশ্যক (বিণ)—দরকারী।

(৫) ক্ষান্ত (বিণ)—বিরত। ক্ষম্+ক্ত। বি—ক্ষান্তি।

(৬) নিধান (বি)—আধার, আশ্রয়। নি+ধা+অনট্। বিণ—নিহিত।

(৭) সুগন্ধি (বিণ)—যাহার গন্ধ ভাল। সু (ভাল) গন্ধ যাহার (বহু)।

(৮) কাকলী (বি)—সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুট শব্দ।

(৯) শ্রবণ (বি)—কর্ণ, কাণ। শ্রু+অনট্। বিণ—শ্রুত।

(১০) হিল্লোল (বি)—বায়ুর দোলন বা স্রোতঃ।

(১১) প্রফুল্লতা-পূর্ণ (বি)—আনন্দে ভরা। প্রফুল্লতা দ্বারা পূর্ণ—(তৃতীয়া-তৎ)

(১২) পদার্থ-নিকর (বি)—জিনিষ গুলি। পদার্থের নিকর (সমূহ) (৬ষ্ঠী তৎ)

এমন সদয়-ভূপ-রাজ্যে (১) করি' বাস,
উচিত সবার দয়া করিতে প্রকাশ।

প্রশ্নাবলী।

(৭) ঈশ্বরের দয়া।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—কৃপণ, উৎপাদিকা, কাকলী এবং পদার্থ-নিকর।

২। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—বিতরণ, প্রফুল্লতা, পূর্ণ।

৩। ঈশ্বর আমাদের উপকারের জন্য কি কি কার্য্য করিয়াছেন ?

(৮) হস্তী।

ওহে মহাকায় (২) বলিষ্ঠ (৩) বারণ ! (৪) হায় !
কঠিন নিগড় (৫) কেন ধরিয়াছ পায় ?
ত্যজিয়া কানন-ভূমি আলানে (৬) নিবদ্ধ তুমি,
বন্দীভাবে (৭) লোকালয়ে যাপিতেছ দিন,
কেন তুমি হীন-বল নরের অধীন ?

(১) সদয়-ভূপ-রাজ্যে (বি)—দয়ালু রাজার দেশে। সদয়—দয়ার সহিত বর্ত্তমান যে (বহু); সদয় এমন ভূপ (কর্ম্মধা), তাহার রাজ্যে (ষষ্ঠী-তৎ)। ভূপ=ভূ—পা+ড।

(২) মহাকায় (বিণ)—যাহার চেহারা খুব বড়। মহান্ কায় (দেহ) যাহার (বহু)।

(৩) বলিষ্ঠ (বি)—যাহার খুব বল আছে। বলবৎ+ইষ্ঠ।

(৪) বারণ (বি)—হাতী। (৫) নিগড় (বি)—শিকল।

(৬) আলান (বি)—যে খুঁটিতে পশু বাঁধিয়া রাখা হয়; বন্ধন-স্তম্ভ।

(৭) বন্দীভাবে (বি)—কয়েদীর মত। বন্দীর ভাব যাহাতে (বহু)।

নিবিড় দুর্গম বন তব প্রিয় স্থান ;
কোন্ প্রাণী (১) বলবান্ তোমার সমান ?
অতি দর্পী ঝটিকায় (২) পরাস্ত (৩) মেনেছে যায়,—
হেন দৃঢ় বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়াছ কত,
পরাধীন তুমি, যার পরাক্রম (৪) এত !

যূথ সহ (৫) ছিলে তুমি স্বাধীন যখন,
যথা ইচ্ছা, সেই স্থানে করিতে চরণ ;
নামিয়া হ্রদের জলে, পদ্মবনে পদে দ'লে, (৬)
কোমল মৃণাল (৭) ছিঁড়ে করিতে ভক্ষণ,
সে সুখ তোমার, করি ! (৮) গিয়াছে এখন !

(১) প্রাণী (বি)—জীব। প্রাণ+ইন্। Animal.
(২) ঝটিকা (বি)—ঝড়।
(৩) পরাস্ত (বিণ)—পরাজিত। পরা+অস্+ক্ত।
(৪) পরাক্রম (বি)—বল। পরা+ক্রম্+অল্। বিণ—পরাক্রান্ত।
(৫) যূথ সহ—দলের সঙ্গে।
(৬) দ'লে (ক্রি)—দলিত করিয়া, পিষিয়া।
(৭) মৃণাল (বি)—'নাল' ও 'মৃণাল' শব্দে অনেক প্রভেদ আছে। পুষ্করিণীর তলে যে পাঁক থাকে, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ও জল-ভেদ করিয়া পদ্মের যে ডাঁটা হয়, তাহাকে 'নাল' কহে। পাঁক হইতে মাটীর ভিতরে পদ্মের যে ডাঁটা জন্মে, তাহাকে 'মৃণাল' বলে। 'নাল' সবুজ-বর্ণ ও তাহার গায়ে কাঁটা থাকে, এবং তাহার ভিতরে খোড়ের সূতার ন্যায় একটু মোটা সূতা জন্মে। 'মৃণাল' শুভ্রবর্ণ ; তাহার গায়ে কাঁটা থাকে না, এবং তাহারও ভিতরে সূতা থাকে, কিন্তু সেই সূতা নালের সূতার অপেক্ষা আরও সরু।
(৮) করি ! (বি)—হে হাতী ! কর (শুঁড়) আছে যার। কর+ইন্।

মাঝে মাঝে দেখি তুমি সজ্জিত সুন্দর,
কি পৌরুষ হয় তা'তে তোমার কুঞ্জর! (১)
পৃষ্ঠ-দেশে আস্তরণ (২) বটে অতি সুশোভন,
পার্শ্ব-ভাগে বটে তব রঙ্গিল (৩) ঝালর;
অঙ্কুশ-আঘাতে (৪) কিন্তু হও হে কাতর!

কি কুহকে ভুলে তুমি ত্যজিলে কানন?
রণে হেরে এলে কি হে নরের সদন (৫)?
ভেবে দেখ কি কারণে পাসরিয়া (৬) সঙ্গি-গণে,
মানুষের অধীনতা ক'রেছ স্বীকার,
লোভের কুহকে (৭) ভুলে এ দশা তোমার!

প্রশ্নাবলী।

(৮) হস্তী।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—মহাকায়, বলিষ্ঠ, আলান, মৃণাল।

২। ব্যাখ্যা কর:—অতি দর্পী......এত।

---

(১) কুঞ্জর (বি)—হাতী।

(২) আস্তরণ (বি)—ঢাক্‌না, হাওদা। আ+স্তৃ+অনট্। বিণ—আস্তৃত।

(৩) রঙ্গিল (বিণ)—যাহা নানা রঙে সুশোভিত।

(৪) অঙ্কুশ-আঘাত (বি)—অঙ্কুশের আঘাত (প্রহার)। (অঙ্কুশ—ডাঙ্গস; যাহা দ্বারা মাহুত হাতীকে মারে; মাহুতের চাবুক)। অঙ্কুশের আঘাত (৬ষ্ঠী তৎ)। আঘাত (বি)—আ+হন্+ঘঞ্। বিণ—আহত।

(৫) সদন (বি)—বাড়ী। (৬) পাসরিয়া (ক্রি)—ত্যাগ করিয়া।

(৭) কুহক (বি)—ছলনা, মায়া।

৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর:—বলবান্, অধীনতা, আঘাত, আস্তরণ।

৪। 'বলবান্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হয়, তাহা বল।

(৯) মনুষ্যের শত্রু।

গহন-কাননে কিংবা পর্ব্বত-কন্দরে (১)
ভীষণ (২) ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র বাস করে;
গভীর সাগর কিংবা নদীর ভিতরে
মকর, হাঙ্গর, নক্র (৩) থাকে জলচরে;
ভূগর্ভে বিবর (৪) মাঝে কুণ্ডলিত (৫) ফণী (৬),
মেঘের তড়িতে (৭) রয় আকাশে অশনি (৮);
এরা শত্রু বটে, কিন্তু দেহের ভিতরে (ক)
ভীষণ ছয়টা শত্রু সদা বাস করে। (ক)

(১) পর্ব্বত-কন্দরে (বি)—পাহাড়ের গুহায়। পর্ব্বতের কন্দর (৬ষ্ঠী তৎ)

(২) ভীষণ (বিণ)—ভয়ঙ্কর।

(৩) নক্র (বি)—কুমীর।

(৪) বিবর (বি)—গর্ত্ত।

(৫) কুণ্ডলিত (বিণ)—কোঁকড়ান। কুণ্ডল+ইত।

(৬) ফণী (বিণ, এখানে বি)—সাপ। ফণা+ইন্। স্ত্রী—ফণিনী।

(৭) তড়িৎ (বি)—বিদ্যুৎ।

(৮) অশনি (বি)—বজ্র।

(ক) অর্থ:—"এরা শত্রু...বাস করে"—সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি দুষ্ট জন্তুগণ বাহিরে থাকিয়া মানুষের শত্রুতা করে, কিন্তু প্রত্যেকের দেহের ভিতরে ইহাদিগের অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ছয়টী শত্রু সর্ব্বদা বাস করিতেছে; ইহাদিগের নাম,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

প্রশ্নাবলী।

(৯) মনুষ্যের শত্রু।

১। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—পর্ব্বত-কন্দর, বিবর, কুণ্ডলিত।

২। মানুষের কয়েকটী শত্রুর নাম বল।

৩। সকলের অপেক্ষা মানুষের প্রধান শত্রু কে কে? এবং তাহারা কোথায় বাস করে?

(১০) বৃক্ষ-পত্র।

ওহে পত্র! তরু-বর-শরীর-শোভন! (১)
শাখা-ভ্রষ্ট (২) ভূ-পতিত (৩) হ'য়েছ এখন;
নাই সে শ্যামল বর্ণ নেত্র-তৃপ্তি-কর (৪),
শুষ্ক শীর্ণ দেহ এবে ধূলায় (৫) ধূসর! (৬)

(১) তরু-বর-শরীর-শোভন (বিণ)—যে বড় গাছকে সুন্দর করে। তরু-দিগের বর (৬ষ্ঠী তৎ), তরুবরের শরীর (৬ষ্ঠী তৎ), তরু-বর-শরীরের শোভন (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) শাখা-ভ্রষ্ট (বিণ)—যাহা ডাল হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শাখা হইতে ভ্রষ্ট (৫মী তৎ)। ভ্রষ্ট—ভ্রন্‌শ+ক্ত। বি—ভ্রংশ।

(৩) ভূ-পতিত (বিণ)—যাহা মাটীতে পড়িয়াছে। ভূকে পতিত (২য়া তৎ); অথবা ভূতে পতিত (৭মী তৎ)। পতিত (বিণ)—পত্‌+ক্ত। বি—পতন। বিপরীত—উত্থিত।

(৪) নেত্র-তৃপ্তি-কর (বিণ)—যাহা চক্ষুর আনন্দ জন্মায়। নেত্রের তৃপ্তি নেত্র-তৃপ্তি (৬ষ্ঠী তৎ), নেত্র-তৃপ্তি করে যে (উপ-তৎ)।

(৫) শীর্ণ দেহ (বি)—রোগা চেহারা।

(৬) ধূসর (বিণ)—যাহার রং ছাইয়ের মত।

তোমারে দেখিয়া মনে হয় বড় ভয়,
আমাদেরো এই গতি চরম সময় (১)।

সুপ্রসন্ন ভাগ্য তব ছিল এক দিন!
শুনাত মধুর গান পাখী শাখাসীন (২);
ঝরিত স্নানের হেতু শিশিরের বিন্দু,
মনোহর সজ্জা দিত সুবিমল ইন্দু (৩),
মৃদুল (৪) বাতাস অঙ্গে করিত ব্যজন,
সে সকল সুখ তব কোথায় এখন?

স্বপদে সম্পদে যবে ছিলে অধিষ্ঠিত (৫),
তপন-তাপিত (৬) জীব তোমার আশ্রিত,
লভিত আরাম (৭) তারা শীতল ছায়ায়,
এখন যদ্যপি আসে গাছের তলায়,
তা'দেরি চরণ-তলে হবে তব স্থিতি।
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সংসারে এ রীতি!

(১) চরম সময় (বি)—শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যুর সময়।

(২) শাখাসীন (বিণ)—যে ডালে বসিয়া আছে। শাখায় আসীন (৭মী তৎ)।

(৩) ইন্দু (বি)—চন্দ্র (Moon.)

(৪) মৃদুল (বিণ)—ধীর। বি—মৃদুলতা।

(৫) অধিষ্ঠিত (বিণ)—বর্ত্তমান, স্থাপিত। অধি+স্থা+ক্ত। বি—অধিষ্ঠান।

(৬) তপন-তাপিত (বিণ)—সূর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট। তপন দ্বারা তাপিত (৩য়া তৎ)। তাপিত—তপ্+ণিচ্+ক্ত।

(৭) আরাম (বি)—সুখ, আনন্দ। আ+রম্+ঘঞ্।

ওহে পত্র! মনুষ্যও এই ভাগ্যাধীন (১),
ধন মান পদ তার থাকে কিছু দিন;
সুখ-সেব্য দ্রব্য-ভোগে তুষ্ট দেহ মন,
সতত শরণাপন্ন (২) অনুগত জন;
এ সুখ-সম্পদ্ কিন্তু কত দিন রয়?
তোমার সমান (৩) দশা চরম সময়।

প্রশ্নাবলী।

(১০) বৃক্ষ-পত্র।

১। সমাস ও অর্থ বল:—তরু-বর-শরীর-শোভন, নেত্র-তৃপ্তি-কর, শাখা, শরণাপন্ন।

২। পতিত বৃক্ষ-পত্র দেখিয়া মানব-জীবন সম্বন্ধে কি শিক্ষা-লাভ করা যায়?

৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর:—আশ্রিত, অধিষ্ঠিত, কৃতজ্ঞতা।

(১) ভাগ্যাধীন (বিণ)—ভাগ্যের অধীন অর্থাৎ ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই মানিয়া চলিতে বাধ্য। ভাগ্যের অধীন (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) শরণাপন্ন (বিণ)—আশ্রিত। শরণকে আপন্ন (২য়া তৎ)।

(৩) সমান (বিণ)—মত, তুল্য।

(১১) বহুরূপীর গল্প।

বন্ধু-ভাবে প্রবাসী (১) পথিক (২) দুই জন,
ভ্রমণ করিতেছিল আরবের বন।
মিত্র-ভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় যত,
নানা বাঁধে নানা ছাঁদে গল্প ফাঁদে কত।
পরে আরম্ভিল বহুরূপীর বিষয়,
আকৃতি প্রকৃতি তার কি প্রকার হয়।
এক জন বলে, "এই পশু অপরূপ,
দিবাকর-কর-তলে (৩) না দেখি এরূপ।
সরট-শরীর-সম (৪) দীর্ঘ ক্ষীণ-কায়,
মীন-তুল্য (৫) শির, জিহ্বা ভুজঙ্গের (৬) প্রায়,
বদনে দশন (৭) তার তিন পংক্তি হয়,
সুদীর্ঘ স্বরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয়,

(১) প্রবাসী (বিণ)—যে বিদেশে বাস করে। প্র+বস্+ণিন্। বি—

(২) পথিক (বিণ—এখানে বি)—পথিন্+কন্।

(৩) দিবাকর-কর-তলে (বি)—সূর্য্যের আলোকের তলে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে। দিবাকরের কর (৬ষ্ঠী-তৎ) দিবাকর-কর, তাহার তলে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) সরট-শরীর-সম (বিণ)—কাঁকলাসের চেহারার মত। সরটের শরীর (৬ষ্ঠী তৎ), তাহার সম (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) মীন-তুল্য (বিণ)—মাছের মত। মীনের তুল্য (৬ষ্ঠী-তৎ)।

(৬) ভুজঙ্গ (বি)—সাপ। ভুজ (বক্র-ভাবে) গমন করে যে সে (উপ-তৎ)। ভুজ+গম্+খ। স্ত্রী—ভুজঙ্গী।

(৭) দশন (বি)—দাঁত। দন্‌শ্+অনট্।

মন্দ মন্দ গতি তার সুন্দর বরণ,
কে ক'রেছে হেন নীল-বর্ণ বিলোকন" (১) ?
আর জন বলে, "বল কেন নীল-কায় ?
দূর্ব্বা-দল-শ্যাম-রূপ দেখিয়াছি তায় ;
জৃম্ভণ (২) করিয়া আছে,—দেখিয়াছি তারে,
তপনের তাপে তনু (৩) তপ্ত করিবারে।
বিশ্রাম করিতেছিল করিয়া শয়ন,
কভু উন্মীলিত, কভু মিলিত নয়ন।
"সম-ভাবে সকলে হেরেছি রূপ তার,
অবশ্যই নীলবর্ণ কব পুনর্ব্বার ;
দেখিয়াছি তার প্রতি করি' নিরীক্ষণ, (৪)
বৃক্ষের শীতল ছায়ে করেছে শয়ন।"
"সবুজ, সবুজ, ইহা দেখেছি নিশ্চয়।"
"সবুজ কেমনে ?" ক্রোধে আর জন কয়,—
"কেন ভাই ! আমার কি চক্ষু নাহি তবে,"
বন্ধু কন, "তাতে বড় ক্ষতি নাহি হবে ;
নয়ন না করে যদি দর্শনের ক্রিয়া,
মিছা তবে, কি করিবে সেই আঁখি (৫) নিয়া !"

(১) বিলোকন ক'রেছে (ক্রি)—দেখিয়াছে। বিলোকন (বি)—দৃষ্টি। বি+লোক+অনট্। বিণ—বিলোকিত।

(২) জৃম্ভণ (বি)—হাই-তোলা। জৃম্ভ+অনট্।

(৩) তনু (বি)—শরীর। 'তনূ' এই বানানও হয়।

(৪) নিরীক্ষণ (বি)—দেখা। নির্+ঈক্ষ্+অনট্। বিণ—নিরীক্ষিত।

(৫) আঁখি (বি)—চক্ষুঃ।

এরূপ বিবাদে, ঘোর বিপদ্ উদয়,
মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়।
হেন কালে এক জন আইল তথায়,
বিবাদের বিবরণ (১) বলিলেক তায়।
দোঁহে কহে, "কহ, যদি জান মহাশয়,
বহুরূপী শ্যামল কি নীলবর্ণ হয়?"
মধ্যস্থ (২) বলেন, "কর দ্বন্দ্ব (৩) পরিহার, (৪)
শ্যাম কিংবা নীলবর্ণ কিছু নহে তার;
গত রাত্রে এই জন্তু রাখিয়াছি ধ'রে,
প্রদীপাগ্রে দেখিয়াছি স্থির দৃষ্টি ক'রে.
শিলা-সম সাতিশয় অসিত বরণ।
চমৎকৃত হও কেন? কর নিরীক্ষণ।
এখনি দেখাব তারে করিয়া বাহির।"
বাদী (৫) কহে, "প্রাণ পণ,—নীলবর্ণ স্থির।"
প্রতিবাদী কহে, "কহি করিয়া শপথ,
শ্যামবর্ণ হবে তার নহে অন্য মত।"

(১) বিবরণ (বি)—বৃত্তান্ত, বর্ণনা। বি+বৃ+অনট্। বিণ—বিবৃত।

(২) মধ্যস্থ (বিণ, এখানে বি)—সালিস, যিনি বিবাদ মিটাইয়া দেন। মধ্য+স্থা+ড।

(৩) দ্বন্দ্ব (বি)—বিবাদ।

(৪) পরিহার (বি)—পরিত্যাগ। পরি+হৃ+ঘঞ্। বিণ—পরিহৃত।

(৫) বাদী (বিণ, এখানে বি)—যে নালিস করে সে। বদ্+ণিন্। স্ত্রী—বাদিনী।

মধ্যস্থ বলেন, "শুন ওহে বন্ধু-গণ !
এই দণ্ডে করি দেখ সন্দেহ (১) ভঞ্জন ;
যদ্যপি না হয় তার তিমির (২) বরণ,
এখনি পাঠাব তারে শমন-ভবন (৩),"—
এই কথা কহি' পশু করিল বাহির,
সবে দেখে চমৎকার ধবল (৪) শরীর।
লজ্জিত মধ্যস্থ নিজে, মৌনী (৫) বাদি-দ্বয়,
এমন সময়ে সেই বহুরূপী কয়,—
(কথনের শক্তি তদা প্রথম পাইল),
"শুন বৎস-গণ !" বলি' কহিতে লাগিল,—
"তোমাদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন কথা,
সত্য মিথ্যা, দুই হয়, নাহিক অন্যথা (৬)।
কোন বস্তু দেখে তার ব্যাখ্যান (৭) সময়,
মনে যেন, অনেকের দৃষ্ট তাহা হয়।
অতএব মনে কিছু না ভাব বিচিত্র (৮),
সবে ভাবে আপনার নয়ন পবিত্র।"

(কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

---

(১) সন্দেহ (বি)—সংশয়। সম্+দিহ্+অল্। বিণ—সন্দিগ্ধ।

(২) তিমির-বরণ (বিণ)—যাহার রং কাল।

(৩) শমন-ভবন (বি)—যমের বাড়ী। শমনের ভবন (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) ধবল (বিণ)—শাদা। বি—ধবলতা।

(৫) মৌনী (বিণ)—নির্ব্বাক্ ; যে কথা না বলে। বি—মৌন।

(৬) অন্যথা—অন্য রকম। অন্য+থাচ্।

(৭) ব্যাখ্যান-সময় (বি)—ব্যাখ্যা করিবার সময়। ব্যাখ্যানের সময় (৬ষ্ঠী-তৎ)। ব্যাখ্যান (বি)—বি+আ+খ্যা+অনট্। বিণ—ব্যাখ্যাত।

(৮) বিচিত্র (বিণ)—অদ্ভুত।

প্রশ্নাবলী।

(১১) বহুরূপীর গল্প।

১। এই গল্পটী আপনার কথায় বল।

২। এই গল্পটী পড়িয়া কি শিক্ষা-লাভ করিলে?

৩। অর্থ ও সমাস বল :—সরট-শরীর-সম-দীর্ঘ, দিবাকর-কর-তলে, শমন-ভবন।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর, এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর :—বিলোকন, পরিহার, নিরীক্ষণ, সন্দেহ, নিশ্চয়।

(১২) পরিচ্ছদের গর্ব্ব।

হে ধনিন্! (১) বৃথা (২) তুমি হ'তেছ গর্ব্বিত,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে (৩) হইয়া সজ্জিত।
বসন-ভূষণে (৪) হ'য়ে শোভিত সুন্দর,
অভিমান কর যদি ওহে ধনেশ্বর! (৫)
তা হ'লে, ওই যে শিখী (৬) করিছে নর্ত্তন
প্রসারিয়া পুচ্ছ (৭)—কর কর বিলোকন (৮)।

---

(১) ধনিন্ (বিণ—এখানে বি)—যাহার টাকা পয়সা আছে, তাহার সম্বোধন; হে ধনাঢ্য লোক! ধন+ইন্। স্ত্রী—ধনিনী। বিপরীত—নির্ধন। Wealthy.

(২) বৃথা (অ)—শুধু শুধু, নিরর্থক। (৩) পরিচ্ছদে (বি)—পোষাকে।

(৪) বসন-ভূষণে (বি)—কাপড়ে ও গহনায়।

(৫) ধনেশ্বর (বিণ, এখানে বি)—ধনাঢ্য, ধনের ঈশ্বর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) শিখী (বি)—ময়ূর। শিখা+ইন্। স্ত্রী—শিখিনী।

(৭) পুচ্ছ (বি)—ল্যাজ। (৮) বিলোকন (বি)—দেখা। বি+লোক্+অনট্।

কেমন বিচিত্র উহা! তব পরিচ্ছদ
ওর কাছে নহে কিছু শোভার আস্পদ (১)।
প্রজাপতি-আদি কত শত পতঙ্গম (২),
তোমা হ'তে পরিচ্ছদ পরে মনোরম (৩)।
বিশ্ব-শিল্পি-রচিত (৪), —এমন সাধ্য কার,
অবনীতে (৫) পরিচ্ছদ গড়ে সে প্রকার?
সজ্জিত হইয়া তুমি সামান্য সজ্জায়
অহঙ্কার কর বৃথা,—শোভা নাহি পায়!
মহামূল্য পরিচ্ছদ, রতন-ভূষণ, (ক)
নরের মহত্ত্ব (৬) নারে করিতে বর্দ্ধন!
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম্ম-অলঙ্কার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার। (৭) (ক)

(হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

১। আস্পদ (বি)—স্থান, পাত্র।

(২) পতঙ্গম (বি)—পাখী। পত+গম্+খ। স্ত্রী—পতঙ্গমী।

(৩) মনোরম (বিণ)—সুন্দর। মনঃ+রম্+ণিচ্+অন্।

(৪) বিশ্ব-শিল্পি-রচিত (বিণ)—ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রস্তুত। বিশ্বের শিল্পী (৬ষ্ঠী তৎ) বিশ্ব-শিল্পী, তাঁহা দ্বারা রচিত (৩য়া তৎ)।

(৫) অবনীতে (বি)—পৃথিবীতে।

(ক) অর্থ:—"মহামূল্য...বিস্তার"—খুব দামী পোষাক এবং গহনা মানুষের গৌরব বাড়াইতে পারে না। কেবল জ্ঞানরূপ পোষাক এবং ধর্ম্মরূপ অলঙ্কারই তাহার গৌরব বাড়াইয়া থাকে।

(৬) মহত্ত্ব (বি)—গৌরব; মহতের (বড়র) ভাব। মহৎ+ত্ব। বিণ—মহান্।

(৭) বিস্তার (বি)—বর্দ্ধন, বাড়ান। বি+স্তৃ+ঘঞ্। বিণ—বিস্তৃত

প্রশ্নাবলী।

(১২) পরিচ্ছদের গর্ব্ব।

১। মানুষের প্রকৃত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার কি?

২। অর্থ ও সমাস বল:—বসন-ভূষণ, বিশ্ব-শিল্পি-রচিত, জ্ঞান-পরিচ্ছদ।

৩। ব্যাখ্যা কর:—জ্ঞান-পরিচ্ছদ......বিস্তার।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর, এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর:—বিস্তার, নর্ত্তন, মনোরম, ভূষণ।

(১৩) রজনীতে পর্য্যটন (১)
ও
বিবিধ-প্রকার মনন।

সুবিমল শশধর (২) কিবা শোভা ধরে!
চারিদিকে অগণিত (৩) তারকা (৪) বিহরে;
যেন কোটি হীরা-খণ্ড করে ঝল-মল,
তার মাঝে বিরাজিত কনক-মণ্ডল!
চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী (৫),
সুধা-পানে ক্ষুধা হরে তরু'পরে বসি'।

---

(১) পর্য্যটন (বি)—ভ্রমণ। পরি+অট্+অনট্।

(২) শশধর (বি)—চন্দ্র। শশের (শশকের) ধর (ধারণকারী) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) অগণিত (বিণ)—অসংখ্য। অ+গণিত (নঞ্-তৎ)।

(৪) তারকা (বি)—তারা, নক্ষত্র। (৫) শশী (বি)—চাঁদ। শশ+ইন্।

সরোবরে বিকসিত (১) কুমুদিনী-কুল, (২)
কিবা রূপ মনোহর (৩)—নাহি সমতুল!
রাজহংস-অত্যাচারে নাহি আর ভয়,
মৃণাল-আসনে (৪) বসি' গর্ব্ব সাতিশয়।
কাল পেয়ে হ'য়েছে কি এত অহঙ্কার?
দিবাগমে (৫) পুনঃ তব হবে অন্ধকার!
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে?
সময়ের গতি প্রতি বিশ্বাস কি আছে?
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ,
সেই শশী হইতেছে ম্লান (৬) প্রতিক্ষণ।
জ্বলিছে খদ্যোত-কুল (৭) তরু-শির'পরে,
কামিনী কুন্তলে (৮) যথা মুক্তাহার পরে;
কেহ কেহ শূন্যে উঠে যেন পথহারা,
বোধ হয় তারা-গণে (৯) ব্যঙ্গ (১০) করে তারা।

(১) বিকসিত (বিণ)—ফোটা, প্রস্ফুটিত। বি+কস্+ক্ত। বি—বিকাস।

(২) কুমুদিনী-কুল (বি)—হেলা ফুলগুলি। কুমুদিনীর কুল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) মনোহর (বিণ)—সুন্দর। মনঃ+হৃ+অন। স্ত্রী—মনোহরা।

(৪) মৃণাল-আসনে—মৃণাল-রূপ আসনে (রূপক-কর্ম্ম)।

(৫) দিবাগমে (বি)—দিনের আগমনে, দিনের বেলায়। দিবার আগমে (৬ষ্ঠী তৎ)। 'দিবা'—শব্দের যথার্থ অর্থ 'দিবসে'।

(৬) ম্লান (বিণ)—মলিন। ম্লৈ+ক্ত। বি—ম্লানতা, ম্লানি।

(৭) খদ্যোত-কুল (বি)—জোনাকি-পোকা গুলি।

(৮) কুন্তলে (বি)—চুলে।

(৯) তারা-গণ (বি)—তারার (নক্ষত্রের) গণ (সমূহ) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(১০) ব্যঙ্গ (বি)—পরিহাস।

এই আছে, এই নাই, এই আর বার,
মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার।
কোথা বা বাঁধিয়া ঝাঁক করে ঝক্‌মক্,
ধরায় প'ড়েছে যেন সহস্র হীরক!
নব-দূর্ব্বা-দল ক্ষেত্রে কখন বিরাজ,
ভূপতি-আসনে যথা কনকের (১) কাজ।
স্থিরতার অধিকার হ'য়েছে এক্ষণে,
ঘুমে অচেতন (২) যত পশু-পক্ষি-গণে,
নাহি ভৃঙ্গ-গুঞ্জরণ (৩) কোকিলের ধ্বনি,
মূর্চ্ছা-প্রায় স্থির-কায় নিদ্রা যায় ফণী (৪);
কেবল পেচক-রাজ সহ নিশাচর (৫)
গালি দেয় ক্রোধ-ভরে হেরি' নিশাকর (৬);
আঁধারে পুলক যার, আলোকেতে রোষ; (ক)
তার কভু হয় শশি-কিরণে সন্তোষ? (ক)

---

(১) কনক (বি)—সোণা।

(২) অচেতন (বিণ)—অজ্ঞান। নাই চেতনা যাহার সে (বহু)।

(৩) ভৃঙ্গ-গুঞ্জরণ (বি)—ভ্রমরের গুন্-গুন্ শব্দ। ভৃঙ্গের গুঞ্জরণ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) ফণী (বিণ)—সাপ; যাহার ফণা আছে। ফণা+ইন্। স্ত্রী—ফণিনী।

(৫) নিশাচর (বি)—রাক্ষস; যে রাত্রিতে চরিয়া বেড়ায়। নিশায় চরে যে সে (উপ-তৎ)। নিশা+চর+টক্। স্ত্রী—নিশাচরী।

(৬) নিশাকর (বি)—নিশা (রাত্রি) করে যে সে (উপ-তৎ), চন্দ্র। নিশা+কৃ+ট।

(ক) অর্থ:—"আঁধারে...সন্তোষ"—পেঁচার অন্ধকারেই আমোদ; আলোক দেখিলে তাহার ক্রোধ হয়। সুতরাং চন্দ্রের আলোকে ক্রোধ ভিন্ন তাহার কখনই আনন্দ হইতে পারে না।

এইরূপ নানা শোভা রজনী-সময়,
নিরখি' মানস মম মুগ্ধ সাতিশয়।
রজনীতে আনন্দিত যত কবিগণ;
রজনীতে সুখী অতি জ্যোতির্ব্বিদ-গণ; (১)
রজনীতে নিদ্রাভোগে শ্রান্তি হয় দূর, (ক)
রজনীতে স্বপ্নযোগে প্রমোদ প্রচুর,
শীতল-শর্ব্বরী-গুণে সুখী সর্ব্ব জনে,
কেবল বহিছে ধারা পাপীর নয়নে। (ক)

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রশ্নাবলী।

(১৩) রজনীতে পর্য্যটন ও বিবিধ-প্রকার মনন।

১। তোমার নিকটে রাত্রি ভাল লাগে, না দিন ভাল লাগে? কারণ দেখাইয়া বল।

২। শুক্ল-পক্ষের রাত্রিতে মাঠের মধ্যে বেড়াইবার সময় কি কি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়?

(১) জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ (বি)—জ্যোতির্বিদের (জ্যোতিষীর) গণ (সমূহ) (ষষ্ঠী তৎ)।

(ক) অর্থ:—"রজনীতে...নয়নে"—রাত্রিতে নানা সুখ; রাত্রিতে ঘুমাইলে পরিশ্রম দূর হয়; এবং রাত্রিতে ভাল স্বপ্ন দেখিয়া আমোদ পাওয়া যায়। রাত্রি-কালের ঠাণ্ডায় সকলেরই আনন্দ; কিন্তু কেবল পাপী লোকগণ পাপের কথা মনে করিয়া রাত্রিকালে দুঃখে কাঁদিয়া থাকে।

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চকোর চকোরী......বসি।

(খ) রাজহংস......অতিশয়।

(গ) এই আছে......সঞ্চার।

৪। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—কুমুদিনী, মৃণাল, খদ্যোত, শর্ব্বরী।

৫। নব-দূর্ব্বা-দল, নিশাকর, মৃণাল-আসনে—এই পদ কয়টার সমাস ও সমাস-বাক্য বল।

৬। 'নিশাচর' শব্দটীর স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে?

(১৪) কোন্ ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়?

যাঁহার প্রসাদে (১) পেয়ে শরীর জীবন,
আনন্দে অবনী-ধামে (২) করে বিচরণ,
ক্ষিতি (৩), বহ্নি (৪), বায়ু, আর সলিল, (৫) আকাশ
প্রতিক্ষণ যাঁর দয়া করিছে প্রকাশ,
সুখ-সমুদয় যিনি করেন বিধান,
এমন ঈশ্বরে যেই নহে ভক্তিমান্ (৬),
থাকুক তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি সাতিশয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

---

(১) প্রসাদ (বি)—অনুগ্রহ। প্র+সদ্+ঘঞ্। বিণ—প্রসন্ন। বিপ—বিষাদ।

(২) অবনী-ধামে (বি)—পৃথিবী-রূপ বাড়ীতে। অবনী-রূপ ধাম (রূপক কর্ম্মধা)।

(৩) ক্ষিতি (বি)—পৃথিবী।　　(৪) বহ্নি (বি)—আগুন।

(৫) সলিল (বি)—জল।

(৬) ভক্তিমান্ (বিণ)—যাহার ভক্তি আছে। ভক্তি+মতুপ্। স্ত্রী—ভক্তিমতী। বি—ভক্তি, ভক্তিমত্তা।

নিরাশ্রয় বাল্যকালে করিলা পালন
বিদ্যা শিখাইতে কত করিলা যতন,
কায়-মনো-বাক্যে (১) শুভ করিয়া কামনা
সতত ঈশ্বর-স্থানে (২) করেন প্রার্থনা,—
এমন জননী আর জনক স্থবির, (৩)
পরুষ (৪) আচারে যার ফেলে নেত্র-নীর (৫)—
বলুক সুকৃতী (৬) তারে লোক-সমুদয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়!

যে দেশে লইয়া জন্ম, প্রিয় পরিজন (৭)
সহ সুখে বসতি করিছে সর্ব্বক্ষণ;
যে দেশের বিপদেতে হইবেক ক্ষতি,
ঘটিবে মঙ্গল যার হইলে উন্নতি;
সমস্ত পৃথিবী-মধ্যে মনোহর ঠাঁই,—
এমন স্বদেশ প্রতি প্রীতি (৮) যার নাই,—

(১) কায়-মনো-বাক্যে (বি)—শরীর, মন এবং কথা দ্বারা। কায় ও মনঃ এবং বাক্য (দ্বন্দ্ব)।

(২) ঈশ্বর-স্থানে (বি)—ভগবানের নিকটে। ঈশ্বরের স্থানে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) স্থবির (বিণ)—অতি বৃদ্ধ।

(৪) পরুষ (বিণ)—কঠোর।

(৫) নেত্রনীর (বি)—চক্ষুর জল। নেত্রের নীর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) সুকৃতী (বিণ)—পুণ্যবান্। সুকৃত+ইন্। স্ত্রী—সুকৃতিনী।

(৭) পরিজন (বি)—পরিবার। Family.

(৮) প্রীতি (বি)—ভালবাসা।

হউক প্রাধান্য (১) তার ব্যাপ্ত বিশ্বময় (২),
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

পরিশ্রমে অপারগ (৩), বয়সে প্রাচীন, (৪)
অন্নাভাবে (৫) শীর্ণকায় (৬) বদন মলিন,
ছিন্নবস্ত্র (৭) জানুমাত্র (৮) আচ্ছাদন করে,
ভিক্ষা হেতু পথ হাঁটে কর-যষ্টি-ভরে (৯),—
এমন ভিক্ষুক-মুখে কাতর বচন
শুনিয়া বিরাগ-ভরে (১০) ফিরায় বদন (১১)—
থাকুক অতুল তার বিভব (১২) বিষয় (১৩),
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়!

(১) প্রাধান্য (বি)—শ্রেষ্ঠত্ব, প্রধানের ভাব। প্রধান+ষ্য। বিণ—প্রধান।

(২) বিশ্বময় (বিণ)—জগৎ-জোড়া, পৃথিবী ভরা। বিশ্ব+ময়ট্। স্ত্রী—বিশ্বময়ী।

(৩) অপারগ (বিণ)—অসমর্থ। ন+পারগ (নঞ্-তৎ)। ন+পার+গম্+ড।

(৪) প্রাচীন (বিণ)—বৃদ্ধ। প্রাচ্+ঈন। বিপরীত—অর্ব্বাচীন।

(৫) অন্নাভাবে (বি)—খাদ্য না পাইলে, অন্নের অভাবে (ষষ্ঠী তৎ)।

(৬) শীর্ণকায় (বিণ)—শীর্ণ (রোগা) কায় (শরীর) যার (বহু)।

(৭) ছিন্ন-বস্ত্র (বি)—ছেঁড়া কাপড়। ছিন্ন এমন বস্ত্র (কর্ম্মধা)।

(৮) জানুমাত্র—কেবল হাঁটু পর্য্যন্ত।

(৯) কর-যষ্টি-ভরে (বি)—হাতের লাঠিতে ভর দিয়া। করে স্থিত যষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)। কর-যষ্টির-ভরে (ষষ্ঠী তৎ)।

(১০) ভরে (বি)—আধিক্যে, গুরুত্বে।

(১১) বদন (বি)—মুখ। বদ্+অনট্।

(১২) বিভব (বি)—ঐশ্বর্য্য।

(১৩) বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু।

প্রশ্নাবলী।

(১৪) কোন্ ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়?

১। কিরূপ লোকের সহিত বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়?

২। কিরূপ লোকের সহিত বন্ধুত্ব রাখা উচিত?

৩। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—প্রসাদ, শীর্ণকায়, ছিন্ন, নেত্র-নীর।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর:—প্রসাদ, প্রাধান্য, ভক্তিমান্।

(১৫) আকাশ।

ভো নভোমণ্ডল! (১) বল স্বরূপ (২),
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ!
এ ভব-ভবনে (৩) যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই,—
অসংখ্য (৪) তারকা-জালে (৫) মণ্ডিত (৬);
বিবিধ (৭) বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত;

(১) নভোমণ্ডল (বি)—আকাশ। নভের মণ্ডল (৬ষ্ঠী তৎ)
(২) স্বরূপ (বি)—সত্য।
(৩) ভব-ভবনে (বি)—পৃথিবী-রূপ বাড়ীতে। ভব-রূপ ভবনে (রূপক কর্ম্মধা)।
(৪) অসংখ্য (বিণ)—নাই সংখ্যা যাহার (বহু); অগণিত।
(৫) তারকা-জালে (বি)—নক্ষত্র-সমূহে। তারকার জালে (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৬) মণ্ডিত (বিণ)—অলঙ্কৃত। বি—মণ্ডন।
(৭) বিবিধ (বিণ)—নানা রকম। বিশেষ বিধা (প্রকার) যাহার (বহু)।

পেয়েছ এরূপ অনন্ত দেহ,
তব অন্ত (১) নারে (২) বলিতে কেহ !
যে দিল তোমায় এরূপ কায় (৩),
বারেক দেখাতে পার কি তায় ?
শ্বেত, নীল, পীত (৪), লোহিত রঙ্গে,
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে,
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে
বাসনা আমার মানস (৫) করে ;
কোথা গেলে আমি পাইব তায়,
বল হে আকাশ ! বল আমায় !

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

প্রশ্নাবলী।

(১৫) আকাশ।

১। "আকাশ"-সম্বন্ধে এই পদ্যে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আপনার কথায় বল।

২। অর্থ বল :—নারে, মণ্ডিত, তারকা-জালে।

৩। সমাস বল :—তারকা-জালে, অসংখ্য, ভব-ভবন।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—মণ্ডিত, মানস, কায়।

(১) অন্ত (বি)—শেষ।

(২) নারে (ক্রি)—পারে না।

(৩) কায় (বি)—শরীর। চি+ঘঞ্।

(৪) পীত (বিণ)—হল্‌দে।

(৫) মানস (বি)—মন। মনঃ+ষ্ণ (স্বার্থে)।

(১৬) নির্ব্বাসিত (১) ব্যক্তির বিলাপ।

যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন,
কিছুই সুন্দর আর না দেখি তেমন!
যে সকল তুষিয়াছে চিত্ত (২) চিরদিন,
কি লাগি' এখন তারা হয় শোভাহীন (৩)?
প্রভাতে (৪) অথবা বেলা-শেষের (৫) সময়
রাঙ্গা রবি-ছবি খানি প্রীতিকর (৬) নয়!
রাত্রিতে নক্ষত্র-পুঞ্জ (৭), শশীর কিরণ,
আর না বিতরে সুখ অন্তরে (৮) তেমন!
কে বলিবে যদি এর হেতু (৯) কিছু থাকে,
কাছে নাই প্রিয়জন সুধাই (১০) বা কাকে?
শ্যামল (১১), পল্লব-পূর্ণ (১২), পুষ্পিত, ফলিত,
দেশের সে তরুগণ কি শোভা ধরিত!

---

(১) নির্ব্বাসিত (বিণ)—যাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) চিত্ত (বি)—মন।

(৩) শোভাহীন (বিণ)—যাহার শোভা (সৌন্দর্য্য) নাই। বি—শোভা-হীনতা।

(৪) প্রভাতে (বি)— প্রাতঃকালে।

(৫) বেলা-শেষ (বি)—বৈকাল। বেলার শেষ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) প্রীতিকর (বিণ)—আনন্দ-দায়ক। যাহা প্রীতি (আনন্দ) করে (জন্মায়)। প্রীতি+কৃ+টক্। স্ত্রী—প্রীতিকরী।

(৭) নক্ষত্র-পুঞ্জ (বি)—নক্ষত্র-সমূহ। নক্ষত্রের পুঞ্জ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৮) অন্তরে (বি)—মনে। (৯) হেতু (বি)—কারণ।

(১০) সুধাই (ক্রি)—জিজ্ঞাসা করি। (১১) শ্যামল (বিণ)—সবুজ।

(১২) পল্লব-পূর্ণ (বিণ)—কচি কচি পাতায় ভরা। পল্লব-দ্বারা পূর্ণ (৩য়া তৎ)।

পুষ্প-ফলবান্ তরু এদেশেও রহে,
কি আশ্চর্য্য! একটীও সুন্দর ত নহে!
বঞ্চিত বিহগ-কুল (১) মধুর-কূজনে, (২)
অথবা লাগে না ভাল আমার শ্রবণে (৩)!
সর্ব্ব জীবে সুখ দেয় এই সমীরণ (৪)
আমার সন্তাপ শুধু করে না হরণ!
কে বলিবে যদি এর হেতু কিছু থাকে,
কাছে নাই প্রিয় জন সুধাই বা কাকে?

এই ত আবার সেই শরৎ-সময়,
প্রাণিমাত্রে দেখিতেছি প্রফুল্ল (৫)-হৃদয়;
সুখের সে দিন, হায়! কোথায় এখন?
কোথায় রয়েছি আমি, কোথা পরিজন!
প্রেয়সীর (৬) সুধা-মাখা সান্ত্বনা-বচন (৭)
আর কি সন্তাপ মোর করিবে হরণ?

(১) বিহগ-কুল (বি)—পক্ষি-সমূহ। বিগহের কুল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) কূজনে (বি)—শব্দে। কূজ+অনট্।

(৩) শ্রবণে (বি)—কাণে। শ্রু+(করণ-বাচ্যে) অনট্।

(৪) সমীরণ (বি)—বাতাস। সম্+ঈর্+অনট্।

(৫) প্রফুল্ল-হৃদয় (বিণ)—আনন্দিত; প্রফুল্ল (আনন্দিত) হইয়াছে হৃদয় যাহার (বহু)।

(৬) প্রেয়সী (বিণ)—প্রিয়া, স্ত্রী। প্রিয়+ঈয়স্+(স্ত্রী) ঈপ্। পুং—প্রেয়ান্।

(৭) সান্ত্বনা-বচন (বি)—সান্ত্বনা-পূর্ণ কথা। সান্ত্বনা-পূর্ণ বচন (মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা)।

আহা ! সেই গৃহলক্ষ্মী (১) কোথা এ সময়,
চারুশীলা (২) পতিরতা (৩) মধুরতাময় (৪) !
মনঃ-সুখে রব আমি, নিকটে সে রবে,
সে সুখের দিন, হায় আর নাকি হ'বে !

আমার সে প্রিয়তম পুত্র-কন্যা-গণ,
প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সম-প্রফুল্ল-আনন !
না জানি কতই ক্লেশ পেতেছে এখন,
কে আর যোগাবে বল অশন (৫) বসন (৬) !
জননী তাদের স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়,
মা ব'লে দাঁড়ালে কাছে ক্ষুধার সময়,
কি দিবে শিশুর মুখে ভাবিয়া আকুল,
দুঃখের সাগরে তার নাহি দেখি কুল (৭) !
ফিরে গেলে আমি, কোন দুঃখ নাহি রবে,
সে সুখের দিন, হায় আর নাকি হ'বে !

(১) গৃহলক্ষ্মী (বি) ঘরের শোভা জন্মায় যে স্ত্রী। গৃহের লক্ষ্মী (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) চারুশীলা (বিণ)—চারু (ভাল) শীল (চরিত্র) যাহার (বহু)। পুং—চারুশীল।

(৩) পতি-রতা (বিণ)—স্বামি-ভক্তা। পতিতে রতা (৭মী তৎ)।

(৪) মধুরতাময় (বিণ)—মিষ্টতায় ভরা। মধুরতা—মধুর+তা। মধুরতা+ ময়ট্। স্ত্রী—মধুরতাময়ী।

(৫) অশন (বি)—খাদ্য। অশ্+অনট্। বিণ—অশিত।

(৬) বসন (বি)—বস্ত্র।

(৭) কূল (বি)—তীর।

কে বলে মানুষে বুদ্ধিমান্ (১) বিবেচক (২)? (ক)
আপনার পথে দেয় আপনি কণ্টক (৩),
তার যদি বিবেচনা থাকে এক রতি (৪),
তা হ'লে কি পাপ-কর্ম্মে যায় তার মতি? (ক)
অবোধ সে বিহঙ্গম, (৫) লোভে অন্ধ মন,
বিস্তৃত বাগুরা (৬) পানে নাহি বিলোকন (৭)!
আমি যদি সেই কাজ নাহি করিতাম,
কেমন সুখেতে তবে কাল (৮) হরিতাম।
ধিক্ তারে! ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট (৯) যেই জন, (খ)
সদা অনুতাপে (১০) দগ্ধ হয় যার মন! (খ)

---

(১) বুদ্ধিমান্—বুদ্ধি+মতুপ্। স্ত্রী—বুদ্ধিমতী। বি—বুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা।

(২) বিবেচক (বিণ)—যে বিবেচনা করিয়া থাকে। বি+বিচ্+ণক। স্ত্রী—বিবেচিকা।

(ক) অর্থ:—"কে বলে......মতি"—মানুষ কখনই বুদ্ধিমান্ নয়; কারণ একটুও বুদ্ধি থাকিলে সে পাপ কাজ করিয়া আপনার অনিষ্ট আপনি কখনই করিত না।

(৩) কণ্টক (বি)—কাঁটা।

(৪) রতি (বি)—এক রকম পরিমাণ, অতি অল্প।

(৫) বিহঙ্গম (বি)—পাখী। বিহায়স্+গম্+খ। স্ত্রী—বিহঙ্গমী।

(৬) বাগুরা (বি)—জাল, ফাঁদ।

(৭) বিলোকন (বি)—বি+লোক্+অনট্। বিণ—বিলোকিত।

(৮) কাল (বি)—সময়।

(৯) ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট (বিণ)—ভাল পথ হইতে যে অন্য দিকে গিয়াছে। ন্যায়ের পথ (৬ষ্ঠী তৎ) ন্যায়-পথ, তাহা হইতে ভ্রষ্ট (৫মী তৎ)।

(খ) অর্থ:—"ধিক্ তারে······মন"—যে লোক অসৎ-পথে যায়, তাহাকে ধিক্; অর্থাৎ তাহার জীবনই বৃথা; কারণ সকল সময়ই খারাপ কাজের জন্য তাহার মনে দুঃখ থাকে।

(১০) অনুতাপ (বি)—কোন এক খারাপ কাজ করিয়া পরে সেই খারাপ

হে ঈশ্বর! প্রেমময় (১) নামটী তোমার,
পাপী আমি, তাই ভয় হ'তেছে আমার।
পীযূষ-পূরিত (২) তব নাম-উচ্চারণে,
কি ব'লে শরণ (৩) তব লইব চরণে?
তোমার অপ্রিয় কার্য্য করেছি বিস্তর,
সকলি ত জান তুমি, কিবা অগোচর (৪)?
কিন্তু নাথ! দয়ার সাগর তুমি ক্ষম (৫)
পূর্ব্ব-কৃত ভূরি ভূরি (৬) অপরাধ মম;—
বিন্দুমাত্র কৃপা তারে কর বিতরণ,
সদা অনুতাপে দগ্ধ হয় যার মন!

প্রশ্নাবলী।

(১৬) নির্ব্বাসিত ব্যক্তির বিলাপ।

১। **নির্ব্বাসিত ব্যক্তির মনে দুঃখ হইবার কারণ কি?**

২। **অর্থ বল:—সুধাই, পুষ্পিত, প্রফুল্ল-হৃদয়, বাগুরা।**

৩। **প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর:—অনুতাপ, দগ্ধ, সন্তাপ।**

৪। **সমাস বল:—চারুশীলা, পতিব্রতা, পীযূষ-পূরিত।**

কাজের জন্য মনে যে দুঃখ হয়, তাহাকে অনুতাপ বলে। অনু+তপ্+ঘঞ্। বিণ—অনুতপ্ত। Repentance.

(১) প্রেমময় (বিণ)—ভালবাসায় ভরা। প্রেম+ময়ট্। স্ত্রী—প্রেমময়ী।

(২) পীযূষ-পূরিত (বিণ)—অমৃতে ভরা। পীযূষ দ্বারা পূরিত (৩য়া তৎ)।

(৩) শরণ (বি)—আশ্রয়। (৪) অগোচর (বিণ)—অজ্ঞাত।

(৫) ক্ষম (ক্রিয়া)—ক্ষমা কর, মাপ কর।

(৬) ভূরি ভূরি (বিণ)—বহু, অনেক।

(১৭) উষ্ট্র।

কুব্জ-পৃষ্ঠ (১) ন্যুব্জ-দেহ (২) সারি সারি উট,
চালকের (৩) ইঙ্গিত (৪) মাত্রেই দেয় ছুট।
কদাকার (৫) রূপ বটে, গুণে নাই ত্রুটি (৬),
দূর-গতি তুলনায় নাহি যার যুটি (৭)।
প্রচণ্ড প্রতপ্ত বারি-হীন (৮) মরু-স্থান (৯)—
ভানু-তেজে (১০) রেণু (১১) যথা কৃশানু-সমান (১২);
বহে যাহে ঘোর বায়ু কালান্তের কাল (১৩),
জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল (১৪)?

(১) কুব্জ-পৃষ্ঠ (বিণ) কুব্জ (কুঁজো) হইয়াছে পৃষ্ঠ (পিঠ) যাহার (বহু)।

(২) ন্যুব্জ-দেহ (বিণ)—ন্যুব্জ (বাঁকা) দেহ (শরীর) যাহার (বহু)।

(৩) চালক (বিণ)—যে চালায়। চল্ + ণিচ্ = চালি, চালি + ণক্।

(৪) ইঙ্গিত (বি)—ইসারা।

(৫) কদাকার (বিণ) কু (খারাপ) আকার (চেহারা) যাহার (বহু)।

(৬) ত্রুটি (বি)—অপরাধ, অভাব।

(৭) যুটি—তুলনা।

(৮) বারি-হীন (বিণ)—জল-শূন্য। বারি দ্বারা হীন (৩য়া তৎ)।

(৯) মরু-স্থান (বি)—যে স্থানে কেবল বালি আছে ও যেখানে গাছ-পালা নাই, এরূপ স্থান।

(১০) ভানু-তেজে (বি)—সূর্য্যের উত্তাপে। ভানুর তেজে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(১১) রেণু (বি)—ধূলি।

(১২) কৃশানু-সমান (বি)—আগুনের মত।

(১৩) কাল (বি)—যম।

(১৪) ভয়াল (বিণ)—ভয়ঙ্কর।

পরশনে তনু (১) জ্বলে ইন্ধন-সমান (২)
ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত (৩) ছট্‌ফট্‌ প্রাণ!
(হায়! যেই ভূত-শ্রেষ্ঠ (৪) জগতের প্রাণ,
যে হয় সুরভি-ঘ্রাণ-প্রদান-নিদান;
জীব-গণ-জ্বর-জ্বালা-শ্রান্তি-ক্লান্তি-হর (৫)
মলয়-অচলে (৬) যেই রহে নিরন্তর (৭);
তার পুনঃ একি ভাব? স্মরণেতে ভয়!
পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয় (৮)!)
হেন ভীম-প্রভঞ্জন-প্রভাব প্রদেশ (৯)
ছায়া, জল, তৃণ-দল, নাহি মাত্র লেশ;

(১) তনু (বি)—শরীর।

(২) ইন্ধন-সমান (ক্রি-বি)—জ্বালানি কাঠের মত। ইন্ধনের সমান (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) ওষ্ঠাগত (বিণ) ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আগত; মরণোন্মুখ। ওষ্ঠকে আগত (২য়া তৎ)।

(৪) ভূত-শ্রেষ্ঠ (বিণ)—ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বায়ু। ভূতদিগের শ্রেষ্ঠ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) শ্রান্তি ও ক্লান্তি শ্রান্তি-ক্লান্তি (দ্বন্দ্ব)। জীবের গণ (৬ষ্ঠী তৎ), তাহার জ্বর (৬ষ্ঠী তৎ), তাহার জ্বালা (৬ষ্ঠী তৎ), তাহা হইতে জনিত শ্রান্তি-ক্লান্তি (৫মী তৎ), তাহার হর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) মলয়-অচল (বি)- মলয়-নামক পর্ব্বত। মলয়-নামক অচল (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(৭) নিরন্তর (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা। নাই অন্তর যাহাতে (বহু)।

(৮) বিলয় (বি)—লোপ। বি+লী+অল্। বিণ – বিলীন।

(৯) প্রদেশ (বি)—স্থান।

মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা (১) মৃত্যুর কিঙ্করী (২) ; (ক)
মায়াবিনী (৩) মরীচিকা (৪) যার সহচরী,—
হেন দেশে অনায়াসে (৫) ভ্রমণে নিপুণ
পশু-মধ্যে উট তুল্য কার আছে গুণ? (ক)
অনাহারে অনলস, গমনে নিবেশ (৬),
তিন দিন নিরম্বু-উপোষে (৭) নাহি ক্লেশ!
অতি দূরে প্রান্তরের (৮) থাকে জলাশয় (৯),
সেই দিকে ধায় যদি পান-ইচ্ছা হয় ;

(১) মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা (বি)—সূর্য্যের কিরণ-সমূহ। মার্ত্তণ্ডের ময়ূখ (৬ষ্ঠী তৎ), মার্ত্তণ্ড-ময়ূখের মালা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) কিঙ্করী (বি)—দাসী। কিম্ + কৃ + ট + ঈপ্। পুং—কিঙ্কর।

(ক) অর্থ :—"মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ মালা ....গুণ" যে মরুদেশে প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে মৃত্যু হয়, যেখানে দূর হইতে বালুকা দেখিয়া জল বলিয়া মনে হয়, এবং যাহার দিকে ধাবিত হইলে মৃত্যু হয়, সেই ভীষণ মরুদেশে উট অনায়াসে চলিতে পারে ; সুতরাং ইহার মত আর কোন পশুর এত গুণ নাই।

(৩) মায়াবিনী (বিণ)—যে কপট ব্যবহার করে। মায়া + বিন্ + ঈপ্। পুং- মায়াবী।

(৪) মরীচিকা (বি)—মৃগতৃষ্ণা ; যাহা দেখিয়া জল বলিয়া ভ্রম হয়।

(৫) অনায়াসে (ক্রি-বিণ)—অক্লেশে। নাই আয়াস যাহাতে (বহু)।

(৬) নিবেশ (বি) - মনোযোগ। নি + বিশ + অল্। বিণ নিবিষ্ট।

(৭) নিরম্বু-উপোষে (বি)—নির্জ্জল উপবাসে ; যে উপবাসে জল পর্য্যন্ত খাওয়া হয় না, তাহাতে। এই শব্দটী দুষ্ট, কারণ 'নিরম্বু' এই সাধু শব্দের সহিত 'উপোষ' এই গ্রাম্য শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপোষ' শব্দটী 'উপবাস' শব্দের অপভ্রংশ।

(৮) প্রান্তর (বি)—বিস্তীর্ণ এবং নির্জ্জন পথ।

(৯) জলাশয় (বি)—পুকুর প্রভৃতি ; যাহাতে জল থাকে। জলের আশয় (আধার) (৬ষ্ঠী তৎ)।

ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে,
দূরে থেকে বারি-গন্ধ নাসাতে প্রকটে!
আর এক অনুজ্ঞান (১) অতি চমৎকার!
না হইতে সিরক্কোর * প্রবাহ-সঞ্চার,
জানিয়া আগত তায়, মুদিয়া নয়ন,
চরণ প্রসারি' করে ধরায় শয়ন।
যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয়,
ততক্ষণ স্তব্ধভাবে ধরাসনে (২) রয়,
বহিয়া যাইলে বায়ু, জানিয়া সময়,
পূর্ব্বমত প্রয়াণে (৩) প্রবৃত্ত পুনঃ হয়!
হায়! হেন কুৎসিত (৪) আকারে এই মত
অপ্রতিম (৫) অসীম সদ্‌গুণ থাকে কত!

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রশ্নাবলী।

(১৭) উষ্ট্র।

১। উষ্ট্রের কি কি গুণ আছে বল।

২। মরুভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াত করা কষ্টকর কেন?

---

(১) অনুজ্ঞান (বি)—পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করিয়া লওয়া।

* মরুভূমিতে প্রবাহিত এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু।

(২) ধরাসনে (বি)—মাটাতে। ধরা-রূপ আসনে (রূপক-কর্ম্মধারয়)।

(৩) প্রয়াণে (বি)—গমনে। প্র+যা+অনট্‌। বিণ—প্রয়াত।

(৪) কুৎসিত (বিণ)—খারাপ। কুৎসা+ইত।

(৫) অপ্রতিম (বিণ)—অতুলনীয়। নাই প্রতিমা যাহার (বহু)।

৩। অর্থ ও সমাস বল :—

মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা, জীব-গণ-জ্বর-জ্বালা-শ্রান্তি-ক্লান্তি-হর, ভূত-শ্রেষ্ঠ।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর :—বিলয়, শয়ন, প্রয়াণ, আগত।

(১৮) শিশুর উদ্যান-ভ্রমণ।

দেখ মা! বাগানে আজি কি শোভা সুন্দর,
যে দিকে ফিরিয়া দেখি নয়ন জুড়ায়!
নব-কিশলয়-দল (১) পল্লব নধর (২)
শোভিত করেছে কিবা তরু-লতিকায় (৩)।

ডালে ডালে দেখ কত কুসুম-বিকাশ (৪)!
বর্ণ-ভাতি (৫) নহে মাত্র সম্পত্তি (৬) এদের ;—
নাসিকার তৃপ্তিকর বিতরিছে বাস (৭),
মধুদানে হরিতেছে ক্ষুধা ভ্রমরের।

(১) কিশলয়-দল (বি)—কচি কচি পাতাগুলি। কিশলয়ের দল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) নধর (বিণ)—নিটোল, সুন্দর।

(৩) তরু-লতিকায় (বি)—গাছ এবং লতাকে। তরু ও লতিকা (দ্বন্দ্ব)।

(৪) কুসুম-বিকাশ (বি)—ফুল ফোটা। কুসুমের বিকাশ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) বর্ণ-ভাতি (বি) রঙের শোভা। বর্ণের ভাতি (৬ষ্ঠী তৎ)। ভাতি (বি) ভা+ক্তি। বিণ—ভাত।

(৬) সম্পত্তি (বি)—ধন, পুঁজি। সম্+পদ্+ক্তি। বিণ—সম্পন্ন। বিপ বিপত্তি।

(৭) বাস (বি)—গন্ধ। বিণ—বাসিত।

শুন মা! চম্পক-বৃক্ষে বিবিধ (১)-বরণ
বিহঙ্গ (২) বসিয়া কিবা কলরব (৩) করে;
থেকে থেকে কুহু কুহু কোকিল-কূজন (৪)
সুধা বরষিছে যেন শ্রবণ-বিবরে (৫)।

চল মা! বকুল-তলে, অতি দয়াবান্
বৃক্ষ উটি, কভু চয়নের ক্লেশ কারে
নাহি দেয়; অকাতরে করে পুষ্পদান,
কুড়িয়া লইব ফুল মালা গাঁথিবারে।

কিন্তু মা! ভগিনী কোথা? কুসুমের হার
চিকণ গাঁথিতে যাঁর কতই যতন।
উদ্যানে আনিলে এই প্রয়াস (৬) তাঁহার,
মালা দিয়া মা, তোমার লভিতে চুম্বন।

সুখদ হিল্লোলে (৭) বহে দক্ষিণ বাতাস,
আনন্দে বিহঙ্গ-গণে (৮) করে কল ধ্বনি (৯)

(১) বিবিধ (বিণ)—নানা রকম। বিশেষ হইয়াছে বিধা (প্রকার) যার বহু।
(২) বিহঙ্গ (বি)—পাখী। বিহায়স্ + গম্ + খ। স্ত্রী—বিহঙ্গী।
(৩) কলরব (বি)—মধুর শব্দ।
(৪) কোকিল-কূজন (বি)—কোকিলের ডাক। কোকিলের কূজন (৬ষ্ঠী তৎ।
(৫) শ্রবণ-বিবরে (বি)—কাণের মধ্যে। শ্রবণের বিবর (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৬) প্রয়াস (বি)—যত্ন, চেষ্টা। প্র + যস্ + ঘঞ্।
(৭) হিল্লোল (বি)—বায়ুর দোলন।
(৮) বিহঙ্গ-গণ (বি)—পাখীগুলি। বিহঙ্গের গণ (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৯) কল-ধ্বনি (বি)—মধুর অথচ অস্পষ্ট শব্দ। কল এমন ধ্বনি (কর্ম্মধা)।

নানা বর্ণে পুষ্প-কলি (১) পেয়েছে প্রকাশ,
এ সুখ-সময়ে, মাতঃ! কোথায় ভগিনী?

কেন মা, মলিন-মুখে সজল নয়নে
কাতর উত্তর-দানে? ভগিনী কি আর
সঙ্গে নাহি আসিবেন উদ্যান-ভ্রমণে?
দেখিতেও তাঁরে কি না পাব পুনর্ব্বার (২)?

না বাছা! বলিতে কথা বিদরে (৩) হৃদয়! (ক)
সংসার-ললাম (৪) সেই কুসুম-শোভন,
কোরক-সময়ে (৫) কাল-কীট (৬) নিরদয় (৭)
ছেদিয়াছে বৃন্ত (৮) তার, হ'রেছে জীবন! (ক)

(১) পুষ্প-কলি (বি)—ফুলের কুঁড়ি।

(২) পুনর্ব্বার—আবার, পুনরায়।

(৩) বিদরে (ক্রি)—বিদীর্ণ হয়, ভাঙ্গিয়া যায়।

(ক) অর্থ:—"না বাছা·····জীবন"—বাছা! তোমার ভগিনী মরিয়া গিয়াছে, সে আর বাগানে আসিবে না। এই কথা বলিতে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে,—আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তোমার সেই সুন্দর ভগিনীটী অল্প বয়সেই মারা গিয়াছে। পোকা যেমন ফুলের কুঁড়ির বোঁটা কাটিয়া দিলে কুঁড়িটি মরিয়া যায়, সেইরূপ যম তোমার ভগিনীকে অল্প বয়সেই মারিয়া ফেলিয়াছে।

(৪) সংসার-ললাম (বি)—পৃথিবীর অলঙ্কার। সংসারের ললাম (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) কোরক-সময়ে (বি)—কুঁড়ি থাকার সময়ে, অর্থাৎ অল্প বয়সে। কোরকের সময় (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) কাল-কীট (বি)—যম-রূপ পোকা। কাল-রূপ কীট (রূপক কর্ম্মধা)।

(৭) নিরদয় (বিণ)—নির্দ্দয়, যাহার দয়া নাই।

(৮) বৃন্ত (বি)—বোঁটা।

প্রশ্নাবলী।

(১৮) শিশুর উদ্যান-ভ্রমণ।

১। এই পদ্যটী পড়িয়া যাহা বুঝিলে, তাহা সংক্ষেপে আপনার কথায় বল।

২। শিশুটী বাগানে যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর:—

সংসার-ললাম······জীবন।

৪। অর্থ ও সমাস বল:—সংসার-ললাম, পুষ্প-কলি, কিশলয় দল।

(১৯) দ্বাদশ-বর্ষীয় রাজপুত-বালকের শৌর্য্য।

একতায় (১) হিন্দু রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন সর্ব্ব জন,
সে ভাব থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন (২)?

এখানেতে দিল্লীর সম্রাট্, (৩)
সঙ্গে অগণিত (৪) সৈন্য ঠাট্, (৫)
যেন পতঙ্গের দল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ, কিবা ঘাট বাট (৬)।

---

(১) একতা (বি)—মিলিয়া মিশিয়া থাকা; ঐক্য, মিলন। এক+তা।

(২) যবন (বি)—(এখানে) মুসলমান।

(৩) সম্রাট্ (বি)—বড় রাজা। সম্+রাজ্+ক্বিপ্।

(৪) অগণিত (বিণ)—অসংখ্য। ন গণিত (নঞ্-তৎ)।

(৫) সৈন্য-ঠাট্ (বি)—সেনা সকল।

(৬) বাট (বি)—পথ।

রাজপুত সেনানী হাজার,
পদাতিক (১) চারি গুণ তার,
শত্রু-সংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ-রণ (২)
কতক্ষণ করিবেক আর?

অরুণ-উদয়ে (৩) তারা-গণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন,
সেরূপ ক্ষত্রিয়-গণে যুদ্ধ করি প্রাণ-পণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন।

বিক্রমেতে (৪) এক এক বীর, (ক
কত শত কাটি' শত্রু-শির (৫)
শরাঘাতে (৬) জর-জর, শক্তি-শূন্য (৭) কলেবর (৮)
ভীষ্ম-প্রায় ত্যজিল শরীর! (ক)

(১) পদাতিক (বি)—যে মাটীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করে।

(২) সম্মুখ-রণ (বি)—সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করা।

(৩) অরুণ-উদয়ে (বি)—সূর্য্য উঠিলে। অরুণের উদয়ে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) বিক্রম (বি)—পরাক্রম। বিণ—বিক্রান্ত।

(ক) অর্থ:—"বিক্রমেতে……শরীর"—মহাবীর ভীষ্ম যেমন যুদ্ধে অনেক শত্রু-বধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; রাজপুত-বীরগণও সেইরূপ পরাক্রমের সহিত বহু শত্রু বধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

(৫) শত্রু-শির (বি)—শত্রুর মাথা। শত্রুর শির (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) শরাঘাতে (বি)—বাণের আঘাতে। শর-দ্বারা আঘাত (৩য়া তৎ)।

(৭) শক্তি-শূন্য (বিণ)—যাহার শক্তি নাই। শক্তি-দ্বারা শূন্য (৩য়া তৎ)।

(৮) কলেবর (বি)—শরীর।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (১) গুণধর (২)
দ্বাদশ-বর্ষীয় বীরবর (৩)
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম (৪)
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর (৫)।

চপলার (৬) প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা (৭)
যেন প্রলয়ের (৮) ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা!

সঙ্গে কোন নাহি সহচর (৯)
সমর (১০) করিছে একেশ্বর (১১)
নাহি স্থান-নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ (১২);
যথা দেখে যবন-নিকর (১৩)।

(১) ভ্রাতুষ্পুত্র (বি) - ভাই-পো। ভ্রাতার পুত্র (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) গুণধর (বিণ)—গুণশালী। গুণের ধর (৬ষ্ঠী তৎ)। ধৃ+অন্ = ধর।

(৩) বীরবর (বিণ)—বীরশ্রেষ্ঠ। বীরদিগের বর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম (বি)—বীরত্ব (বীরের ভাব) ও ধীরত্বের (ধৈর্য্যের) ধাম (স্থান), (দ্বন্দ্ব ও ৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) ঘোরতর (ক্রি-বিণ)—ভীষণ-ভাবে। ঘোর+তর। (৬) চপলা (বি)—বিদ্যুৎ।

(৭) মহারথা (বিণ)—যিনি আপনাকে ও সারথি প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে 'মহারথ' বলে। পূর্ব্ব পংক্তিতে 'তথা' এই কথাটীর সহিত মিলাইবার জন্য 'মহারথা' এইরূপ লেখা হইয়াছে।

(৮) প্রলয় বি ধ্বংস। প্র+লী+অল্। বিণ—প্রলীন।

(৯) সহচর (বিণ)—যে সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। সহ+চর্+টক্।

(১০) সমর (বি)—যুদ্ধ। (১১) একেশ্বর (বি)—একাকী কর্ত্তা হইয়া।

(১২) প্রহরণ (বি) – অস্ত্র। প্র+হৃ+অনট্।

(১৩) যবন-নিকর (বি)—যবন-সমূহ। যবনের নিকর (৬ষ্ঠী তৎ)।

হেরি' দিল্লী-পতি (১) ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত (২) হ'য়ে রণ-স্থলে (৩)
মুখে শব্দ মার মার, বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্য-দলে।

বাদলের (৪) বারি-ধারা (৫) প্রায় (৬) (ক)
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়,
বর্ম্মে (৭) চর্ম্মে (৮) ঠেকে বাণ হয়ে শত শত খান,
অবিরত (৯) পড়িছে ধরায়। (ক)

হেন কালে নিশা-আগমন,
অস্তাচলে (১০) চলিল তপন (১১)
তিমিরে (১২) পূরিল বিশ্ব (১৩) কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনা গণ!

---

(১) দিল্লী পতি (বি)—দিল্লীর সম্রাট্। দিল্লীর পতি (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) উপনীত (বিণ)—উপস্থিত। (৩) রণ-স্থলে (বি)—যুদ্ধক্ষেত্রে।

(৪) বাদলের (বি)—বর্ষার।

(৫) বারি-ধারা (বি)—জলের ধারা। বারির ধারা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) বারি-ধারা-প্রায়—বারি-ধারার মত।

(ক) অর্থ :—"বাদলের……ধরায়"—বর্ষা-কালের বৃষ্টির মত বীর-বালক বাদলের গায়ে আসিয়া বাণ পড়িতে লাগিল এবং তাহা তাহার বর্ম্মে ও ঢালে ঠেকিয়া শত শত খণ্ড হইয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল।

(৭) বর্ম্ম (বি)—সাঁজোয়া। (৮) চর্ম্ম (বি)—চামড়া, এখানে 'ঢাল'।

(৯) অবিরত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।

(১০) অস্তাচলে—অস্ত-নামক অচলে (পর্ব্বতে)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। লোকে বলে, সূর্য্য সন্ধ্যা-কালে অস্ত-নামক পর্ব্বতে চলিয়া যান।

(১১) তপন (বি)—সূর্য্য। (১২) তিমিরে (বি)—অন্ধকারে।

(১৩) বিশ্ব (বি)—সমস্ত জগৎ

একে শরাঘাতে হত-বল (১)
তাহে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় (২) চঞ্চল ;
সর্ব্বাঙ্গে রুধির (৩) ঝরে, ললাটেতে (৪) স্বেদ (৫) ক্ষরে (৬)
কাতর হইল সৈন্যদল !

বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া,
জীবনাশা (৭) পরিহরি' (৮) এক দিক্ লক্ষ্য করি',
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া।

ব্যূহ-ভেদ (৯) করি' শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য (১০) তার কায়,
সাতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে (১১)
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায়।

(১) হত-বল (বিণ)—হত (নষ্ট) হইয়াছে বল (জোর) যাহাদের তাহারা (বহুব্রী)
(২) ক্ষুধা তৃষ্ণা (বি)—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (পিপাসা) (দ্বন্দ্ব)।
(৩) রুধির (বি)—রক্ত।
(৪) ললাটেতে (বি)—কপালে।
(৫) স্বেদ (বি)—ঘাম। স্বিদ্+অল্। বিণ—স্বিন্ন।
(৬) ক্ষরে (ক্রি)—ঝরে।
(৭) জীবনাশা (বি)—বাঁচিবার আশা। জীবনের আশা (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৮) পরিহরি' (ক্রি)—ত্যাগ করিয়া।
(৯) ব্যূহ-ভেদ (বি)—সৈন্য-দলের মধ্যে প্রবেশ। ব্যূহের ভেদ (৬ষ্ঠী তৎ)।
(১০) অলক্ষ্য (বিণ)—অদৃশ্য। ন লক্ষ্য (নঞ্ তৎ)।
(১১) গেহে (বি)—গৃহে, ঘরে।

হেরি পুর-বাসিনী (১) সকলে
হায়! কি হইল সবে বলে,
বাদলের মাতা আসি' নয়নের জলে ভাসি',
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে।

কতক্ষণ গতে এ প্রকারে,
মোহ-ত্যাগ (২) করায় তাহারে;
প্রকাশি' নয়নাম্বুজ (৩) প্রসারিল (৪) দুই ভুজ (৫)
জননীর কোলে যাইবারে।

প্রশ্নাবলী।

(১৯) দ্বাদশ-বর্ষীয় রাজপুত-বালকের শৌর্য্য।

১। এই পদ্যে যে গল্পটী বলা হইয়াছে, তাহা আপনার কথায় বল।

২। অর্থ বল:—বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম, প্রহরণ, স্বেদ, তিমির, বূহ-ভেদ, নয়নাম্বুজ।

৩। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) বিক্রমেতে·········শরীর।

(খ) বাদলের·········ধরায়।

---

(১) পুর-বাসিনী (বিণ)—যে নগরে বাস করে (এমন স্ত্রীলোক)। পুরে বাস করে যে (উপ তৎ)। পুর+বস্+ণিন্+ঈপ্। পুং—পুরবাসী।

(২) মোহ-ত্যাগ (বি)—মোহের (অজ্ঞানতার) ত্যাগ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) নয়নাম্বুজ (বি)—নয়ন (চক্ষু) অম্বুজের (পদ্মের) মত (উপমিত-কর্ম্মধারয় সমাস)।

(৪) প্রসারিল (ক্রি)—প্রসারিত করিল, বাড়াইল।

(৫) ভুজ (ক্রি)-হাত।

৪। সমাস বল :—

নয়নাম্বুজ, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম, বারি-ধারা, পুর-বাসিনী।

৫। 'পুর-বাসিনী' এই শব্দটীর লিঙ্গ পরিবর্ত্তন কর।

(২০) স্তোত্র। (১)

জয় ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্ (২)
জয় জয় ভবপতি (৩)!
করি প্রণিপাত (৪) এই কর নাথ! (৫)—
তোমাতেই থাকে মতি (৬)।
অখিল (৭) সংসার, রচনা তোমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি (৮)
অতি অপরূপ (৯) হেরে তব রূপ,
বিমোহিত (১০) হ'য়ে থাকি।

(১) স্তোত্র (বি)—স্তব।

(২) সর্ব্ব-শক্তিমান্ (বিণ —সকল-শক্তি-যুক্ত। সর্ব্বশক্তি + মতুপ্। সর্ব্ব এমন শক্তি সর্ব্ব-শক্তি কর্ম্মধা)।

(৩) ভব-পতি (বি)—ভগবান্। ভবের পতি (ষষ্ঠী তৎ)।

(৪) প্রণিপাত (বি)—নমস্কার। প্র + নি + পত্ + ঘঞ্।

(৫) নাথ (বি)—প্রভু।

(৬) মতি (বি)—বুদ্ধি, মন। মন্ + ক্তি। বিণ—মত।

(৭) অখিল (বিণ)—সমস্ত।

(৮) আঁখি (বি)—চক্ষুঃ।

(৯) অপরূপ (বিণ)—অদ্ভুত।

(১০) বিমোহিত (বিণ)—মুগ্ধ, আশ্চর্য্যান্বিত। বি + মুহ্ + ণিচ্ + ক্ত।

আকাশ সাগর, গহন (১) শিখর (২)
দৃষ্টি করি আমি যাহে,
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়!
বিরাজিত (৩) তুমি তাহে।
পৃথিবী সলিল (৪) অনল (৫) অনিল (৬)
রবি (৭) শশী গ্রহ তারা,
নিয়ত তোমার করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তারা।
কুসুম-কেশরে (৮) ভ্রমর বিহরে
সুখে করে মধু-পান,
নানা রাগ-ভরে (৯) গুন্ গুন্ স্বরে,
করে তব গুণ গান।
কোকিল-কলাপ (১০) মধুর আলাপ
করিছে, ধরিছে তান (১১);
শুনে যায় ক্ষুধা, তা হ'তে কি সুধা (১২)
ক্ষরিছে, হরিছে প্রাণ!

(১) গহন (বি)—বন। (২) শিখর (বি)—পর্ব্বতের চূড়া।

(৩) বিরাজিত (বিণ)—বর্ত্তমান, সুশোভিত। বি+রাজ্+ক্ত।

(৪) সলিল (বি)—জল। (৫) অনল—আগুন।

(৬) অনিল (বি)·বাতাস। (৭) রবি (বি)—সূর্য্য।

(৮) কুসুম-কেশর (বি)—ফুলের পাপ্ড়ির মধ্যে চুলের মত সরু পদার্থ। কুসুমের কেশর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৯) রাগ-ভরে (বি)—সুরের অনুরাগে।

(১০) কোকিল-কলাপ (বি)—কোকিল-সমূহ। কোকিলের কলাপ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(১১) তান (বি)—স্বর-বিশেষ। (১২) সুধা (বি)—অমৃত।

যতেক খেচর (১) ল'য়ে সহচর
সহচরী সহ চরি' (২)
বসি' তরু'পরে কল-রব (৩) করে
মরি মরি, আহা মরি!
কভু বনে চরে, কভু জলে চরে,
চরাচরে (৪) করে খেলা ;
নিজ নিজ ঝাঁকে, পাখী থাকে থাকে,
করিতেছে যেন মেলা।
উদর ভরিয়া আহার করিয়া
প্রীত হ'য়ে গীত ধরে,
কি কহিব আর, সে গানে তোমার
মহিমা (৫) প্রচার করে!
শাখি-শাখা (৬) যত, ফল ভরে নত,
চরণে প্রণত তারা ;
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে
দর দর প্রেমধারা।
যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাকি
কিছু আর তার আছে?

---

(১) খেচর (বি)—যে আকাশে বেড়ায়। আকাশে চরে যে (উপ-তৎ ও অলুক-সমাস)।

(২) চরি' (ক্রি)—চরিয়া, বেড়াইয়া।

(৩) কল-রব (বি)—মধুর শব্দ।

(৪) চরাচর (বি)—জগৎ। চর (জঙ্গম) ও অচর (স্থাবর) (দ্বন্দ্ব)।

(৫) মহিমা (বি)—মহত্ত্ব। মহৎ+ইমন্।

(৬) শাখি-শাখা (বি)—গাছের ডাল। শাখীর (গাছের) শাখা (ষষ্ঠী তৎ)।

তুমি কৃপাময়, হ'য়ে মনোময় (১)
সদা বাঁধা তার কাছে।
ওহে ভব-ধব! (২) কি করিব স্তব,
মানস-তিমির (৩) হর;
অজ্ঞান (৪) নাশিয়া, তত্ত্ব-জ্ঞান (৫) দিয়া
আমারে কৃতার্থ (৬) কর।

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

প্রশ্নাবলী।

(২০) স্তোত্র।

১। পদ্যটীর সারাংশ সংক্ষেপে বল।

২। অর্থ ও সমাস বল:—সর্ব্ব-শক্তিমান্, ভব-পতি, কুসুম-কেশর, কোকিল-কলাপ, তত্ত্ব-জ্ঞান।

৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর:—প্রণিপাত, বিমোহিত, বিরাজিত, খেচর, মনোময়।

---

(১) মনোময় (বিণ) - মনোরূপ। মনঃ + ময়ট্। স্ত্রী—মনোময়ী।

(২) ভব-ধব (বি)—পৃথিবীর পতি (কর্ত্তা)। ভবের ধব (ষষ্ঠী তৎ)।

(৩) মানস-তিমির (বি)—মনের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা। মানসের তিমির (ষষ্ঠী তৎ)।

(৪) অজ্ঞান—জ্ঞানের অভাব।

(৫) তত্ত্ব-জ্ঞান (বি)—প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান। তত্ত্বের জ্ঞান (ষষ্ঠী তৎ)।

(৬) কৃতার্থ (বিণ)—কৃতকার্য্য, পূর্ণ-মনোরথ। কৃত হইয়াছে অর্থ (অভিপ্রায়) যাহার বা যৎ-কর্ত্তৃক (বহু)।

(২১) হরিণ।

প্রভাত হইলে নিশা (১) হাতে লয়ে থালা—
পূরিত উদ্যান-সার সুরসাল (২) ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত (৩) বকুলের তলে
ধনশালী (৪) কোন এক বণিকের বালা (৫)।

চিত্রিত চিকণ চর্ম্ম, সুন্দর গঠন,
মৃগশিশু বাঁধা তথা ভালবাসা তার,
স্বহস্তে সে প্রিয়পাত্রে অর্পিতে ৬ আহার,
আপনি আসিল বালা উল্লাসিত-মন।

সম্মুখে রাখিয়া থালা, মৃদু-মধু-স্বরে (৭)
কহিল কুমারী (৮) তারে, "ভয় কি তোমার?
চিরশত্রু সিংহ, কিংবা ব্যাধ দুরাচার (৯)
সাধ্য কি হেথায় তব অপকার (১০) করে।

(১) নিশা (বি)—রাত্রি। (২) সুরসাল (বিণ)—ভাল রস-যুক্ত।

(৩) উপনীত (বিণ)—উপস্থিত। উপ্‌+নী+ক্ত।

(৪) ধনশালী (বিণ)—ধনী। ধন+শাল্‌+ণিন্‌ (অথবা, ধন+শালিন্‌)।

(৫) বালা (বি)-কন্যা। বাল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। পুং—বাল।

(৬) অর্পিতে (ক্রি)—অর্পণ করিতে, দিতে।

(৭) মৃদু-মধু-স্বরে (ক্রি-বিণ)—ধীরে এবং মিষ্ট-স্বরে। মৃদু ও মধু (কর্ম্মধা) মৃদু-মধু স্বর যাহাতে (বহুব্রী)।

(৮) কুমারী (বি)-কন্যা, মেয়ে।

(৯) দুরাচার (বিণ)—যাহার ব্যবহার মন্দ। দুর্‌ (দুষ্ট) আচার যাহার (বহুব্রী)।

(১০) অপকার (বি)—অনিষ্ট। বিণ—অপকারী।

ব্যথিত কপোল (১) তব বৃথা রোমন্থনে, (২)
আহার করিলে পুনঃ হইবে সবল (৩);
এনেছি তোমার তরে সুমধুর ফল,
রসনার তৃপ্তি যার হবে আস্বাদনে (৪)।

উপাদেয় (৫) ফল আমি দিতেছি তোমায়,
উদ্যানে যতনে মালী এর বৃক্ষ পালে,
সমুদয় শাখা তার ঘেরা আছে জালে,
কত পাখী লোভে পড়ি' বদ্ধ হ'য়ে যায়।

এই দেখ সেই ফল থালায় প্রচুর,
পশ্চাতে আনিয়া দিব সুশীতল জল,
স্ফটিকের মত যার বরণ বিমল, (৬)
সুবাসিত (৭) করে যারে সুগন্ধি (৮) কর্পূর।"

কুমারীর কথা শুনি' চকিত হরিণ
এক-দৃষ্টে তার প্রতি করে বিলোকন (৯)

(১) কপোল (বি)—গণ্ড-স্থল, গাল।
(২) রোমন্থন (বি)—জাবর-কাটা।
(৩) সবল (বিণ)—বলবান্।
(৪) আস্বাদন (বি)—ভোজন। আ+স্বদ্+ণিচ্+অনট্।
(৫) উপাদেয় (বিণ)—উৎকৃষ্ট। উপ+আ+দা+য।
(৬) বিমল (বিণ)—পরিষ্কৃত, নির্ম্মল।
(৭) সুবাসিত (বিণ)—যাহার গন্ধ উত্তম।
(৮) সুগন্ধি (বিণ)—যাহার গন্ধ ভাল। সু (ভাল) গন্ধ যাহার (বহুব্রী)।
(৯) বিলোকন (বি)—দেখা। বি+লোকি+অনট্। বিণ—বিলোকিত।

বাক্-শক্তি-বিরহিত (১)—কিন্তু যা মনন
প্রকাশ করিল তার নয়ন সুদীন,—

"বিমুক্ত বন্ধন-রজ্জু (২) কর, দয়াশীলে! (৩)
দয়া প্রকাশিছ বটে খাদ্য-আহরণে,
চিরদিন কিন্তু মোর থাকিবেক মনে,
আমার প্রার্থিত এই দয়া প্রকাশিলে!

করহ কুমারি! গল-রজ্জুর ছেদন,
কাননের পশু আমি চরিগে কাননে,
উদ্যানে যতনে লব্ধ ফল-আস্বাদনে,
কর্পূর-বাসিত (৪) জলে নাহি প্রয়োজন!

উচ্চ-শির তরু যথা লতার আশ্রয়,
বিস্তারি' বিশাল (৫) বাহু সুয্য-করে ঢাকে ;
স্বভাব-সম্ভূত যথা তৃণপত্র থাকে,
আমাদের উপাদেয় খাদ্য তথা রয়!

(১) বাক্-শক্তি-বিরহিত (বিণ)—যাহার কথা বলিবার শক্তি নাই। বাক্যের শক্তি (৬ষ্ঠী তৎ), বাক্-শক্তি-দ্বারা বিরহিত (৩য়া তৎ)।

(২) বন্ধন-রজ্জু (বি)—বাঁধিবার দড়ি। বন্ধনের রজ্জু (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) দয়াশীলে (বিণ)—যাহার দয়া করাই স্বভাব, তাহার সম্বোধনে। দয়া হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার (বহুব্রী)।

(৪) কর্পূর-বাসিত (বিণ)—কর্পূরের গন্ধ যুক্ত। কর্পূর দ্বারা বাসিত (৩য়া তৎ)।

(৫) বিশাল (বিণ)—বড়।

মরাল (১) মৃণাল-লোভে যে নদীতে চরে, (ক)
প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে শোভে যার বেণী (২)
অনুগত সদা তটে বলাকার (৩) শ্রেণী,
তার জলে আমাদের তৃষ্ণা দূর করে। (ক)

ব্যাধ-বাণে, সিংহ-দন্তে নাহি করি ভয়, (খ)
ছেড়ে দাও, বনে আমি করি বিচরণ,
জন্ম নিলে ঘটিবেক অবশ্য মরণ,
পরাধীন থাকা চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ হয়।" (খ)

প্রশ্নাবলী।

(২১) হরিণ।

১। গল্পটী আপনার কথায় বল।

২। হরিণটী বালিকার আদর-সত্ত্বেও থাকিতে চাহিল না কেন?

---

(১) মরাল (বি)—রাজহংস।

(ক) অর্থ:—"মরাল……করে"—আমরা সেই নদীর জল পান করি, যে নদীতে রাজহাঁস চরে, পদ্ম ফোটে, এবং যে নদীর পদ্মফুল গুলি বেণীর মত, ও যাহার পারে সকল সময় বক-গুলি চরিয়া বেড়ায়।

(২) বেণী (বি)—যে চুল বিনান হইয়াছে।

(৩) বলাকা (বি)—বক।

(খ) অর্থ:—"ব্যাধ-বাণে……শ্রেয়ঃ হয়"—আমি বনে থাকিলে ব্যাধেরা আমাকে মারিবে, কিংবা সিংহে আমাকে খাইয়া ফেলিবে, এরূপ ভয় আমার নাই। কারণ, যখন জন্মিয়াছি, তখন মরিতেই হইবে। পরের অধীন হইয়া থাকা অপেক্ষা মরাও ভাল। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও।

৩। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—অর্পিত, মৃদু-মধু-স্বরে, রোমন্থন, দুরাচার, মরাল, বলাকা।

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) বাক্-শক্তি-বিরহিত·········সুদীন।

(খ) ব্যাধ-বাণে·········হয়।

৫। হরিণ বনে থাকিতে ভালবাসে কেন? বনে থাকিলে তাহার কি সুখ হয়?

(২২) চিন্তাকুল যুবা।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল (১) (ক)
রাঙ্গা রবি ছবি ল'য়ে খেলায় হিল্লোল (২); (ক)
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান,
লোহিত-বরণ ভানু (৩) অস্তাচলে যান;
বিচিত্র গগনময় (৪) কিরণের ঘটা (৫),—
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা।

---

(১) কল্লোল (বি)—তরঙ্গ, জল-স্রোতঃ।

(ক) অর্থ :—"শীতল ·····হিল্লোল"—শীতল বাতাস বহিতেছে; জলের কল-কল শব্দ শুনা যাইতেছে। আর তরঙ্গ গুলির উপর সূর্য্যের আলোক পড়ায় মনে হইতেছে, উহারা যেন সূর্য্যকে লইয়া খেলা করিতেছে।

(২) হিল্লোল (বি)—বায়ু-স্রোতঃ। (৩) ভানু (বি)—সূর্য্য।

(৪) গগনময়—সমস্ত আকাশে।

(৫) ঘটা (বি)—সমূহ।

হেরিয়া ভবের (১) শোভা জুড়ায় নয়ন,
শীতল শরীর, সেবি' মলয়-পবন (২)।
হেন সন্ধ্যা-কালে, যুবা পুরুষ নবীন
একাকী নদীর কূলে ভ্রমে এক দিন।
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ,
লোচনের (৩) আভা তার মুখের কিরণ;
দেখিলে মানুষ বলি' মনে নাহি লয়,
সুর-পুর-বাসী (৪) বলি' মনে ভ্রম হয়।
এক-দৃষ্টে এক দিকে রহি' কতক্ষণ
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি' তখন।
"দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার, (ক)
প্রতিকার (৫) নাহি তার বুঝিলাম সার; (ক)
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার
ব্যথিত হ'তেছে এত দহনে (৬) তাহার?

(১) ভবের (বি)—পৃথিবীর।

(২) মলয়-পবন (বি)--মলয়-পর্ব্বত হইতে যে বাতাস আসে; দক্ষিণ-দিকের বাতাস। মলয়ের পবন (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) লোচন (বি)—চক্ষুঃ।

(৪) সুর-পুর-বাসী (বিণ)—স্বর্গবাসী। সুরদিগের পুর (৬ষ্ঠী তৎ); সুরপুরে বাস করে যে (উপ-তৎ)। সুরপুর+বস্+ণিন্।

(ক) অর্থ :—"দেবের……সার"—চিন্তা-রূপ রোগ দেবতারাও সারাইতে পারেন না; ইহা আমি নিশ্চিতই বুঝিয়াছি।

(৫) প্রতিকার (বি)—উপশম। প্রতি+কৃ+ঘঞ্। বিণ—প্রতিকৃত।

(৬) দহন (বি)—আগুন।

চারিদিকে এই সব জগতের শোভা,
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা (১)।
এই যে অলক্তময় (২) ভাস্কর-মণ্ডল,
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল;
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর-ছটা (৩),—
সোণার পাতায় যেন সিন্দূরের ঘটা;
এই শ্যাম দূর্ব্বা-দল, এই নদী-জল,
মণ্ডিত, লোহিত রবি-কিরণে সকল;
নিরানন্দ, রস-হীন সকলি দেখায়,
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়।
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান,
জানায় জগৎ-জনে রবি অস্ত যান;
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি
ধাইতেছে ঘর-মুখে উড়াইয়া ধূলি;
কৃষক, রাখাল আর গৃহী যত জন,
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত-মন (৪)।
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল,
অভাগা (৫) মানব আমি অসুখী কেবল!

(১) মনোলোভা (বিণ)—সুন্দর, মনোহর।
(২) অলক্তময় (বি)—আলতা-মাখান ; লাল। অলক্ত+ময়ট্।
(৩) দিবাকর-ছটা (বি)—সূর্য্যের দীপ্তি। দিবাকরের ছটা (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৪) পুলকিত-মন (বিণ)—পুলকিত (আনন্দিত) হইয়াছে মন যাহার (বহুব্রী)।
(৫) অভাগ্য (বিণ)—যাহার অদৃষ্ট মন্দ।

ত্যজি' গৃহ-কারাগার (১) এনু নদী-তটে,
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে,
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়,
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়।
চিন্তা-বিষে মন যার জ্বলে একবার, (ক)
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার।" (ক)

(চিন্তা-তরঙ্গিণী)

প্রশ্নাবলী।

(২২) চিন্তাকুল যুবা।

১। পদ্যটীর সারাংশ সংক্ষেপে বল।

২। চিন্তাকে রোগ ও বিষ বলা হইল কেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—কল্লোল, হিল্লোল, অলক্তময়, গৃহ-কারাগারে, অলক্তময়।

৪। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) দেবের.........সার।

(খ) চিন্তা-বিষে.........সার।

৫। সমাস ও ব্যাস-বাক্য নির্দ্দেশ কর:—পুলকিত-মন, চিন্তা-বিষ, গৃহ-কারাগার।

---

(১) গৃহ-কারাগার (বি)—গৃহ (ঘর) রূপ কারাগার (জেল-খানা)। (রূপক-কর্ম্মধা)।

(ক) অর্থ:—"চিন্তা-বিষে......সার"—যার শরীরে বিষ ঢুকিয়াছে, তাহার যেমন রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই, সেইরূপ যাহার মনে চিন্তা ঢুকিয়াছে, তাহারও আর রক্ষা নাই।

(২৪) পর-দুঃখ হেতু অশ্রু-জল।

কিবা শোভা পায় মণি নৃপতি-কুণ্ডলে (১)!
কিবা শোভে মুক্তাহার কামিনীর (২) গলে!
শিশির সুন্দর কিবা কমলের দলে (৩)!
কি শোভে নক্ষত্র-কুল নীল নভ-স্থলে (৪)!
কিন্তু পর-দুঃখ হেতু নয়নের জল (ক)
চারুতায় (৫) পরাজয় করে এ সকল! (ক)

প্রশ্নাবলী!

(২৩) পর-দুঃখ হেতু অশ্রু-জল।

১। ব্যাখ্যা কর :—কিন্তু.........সকলে।

২। অর্থ ও সমাস বল :—নৃপতি-কুণ্ডল, নক্ষত্র-কুল ও নভ-স্থল।

৩। এই পদ্য পড়িয়া কি শিক্ষা করিলে?

---

(১) নৃপতি-কুণ্ডলে (বি)—রাজার কর্ণ-ভূষণে। নৃপতির কুণ্ডল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) কামিনী (বি)—স্ত্রীলোক।

(৩) দলে (বি)—সমূহে।

(৪) নভ-স্থলে (বি)—আকাশে।

(ক) অর্থ :—"কিন্তু......সকলে"—মণি-মুক্তা প্রভৃতি দেখিতে অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, তবে পরের দুঃখ দেখিলে দয়ালু লোকের চক্ষুতে যে জল আসে, তাহা দেখিতে আরও সুন্দর; অর্থাৎ পরের দুঃখ দেখিলে যাহার মনে দুঃখ হয়, সেই ব্যক্তিই সকলের চক্ষে সুন্দর। নীতি—পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া উচিত।

(৫) চারুতা (বি)—সৌন্দর্য্য। চারু+তা।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ।

(২৫) রামের বন-গমন।

করেন কৌশল্যা (১) দেবী দেবতা পূজন,
পুত্রের (২) মঙ্গল হেতু অতি হৃষ্ট মন।
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে,
আশীর্ব্বাদ (৩) করে রাণী মনের আনন্দে।
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান,
সুপ্রসন্ন রাজ-লক্ষ্মী করুন কল্যাণ (৪);
ভুঞ্জ (৫) নানা-বিধ (৬) সুখ, হও চিরজীবী (৭),
চিরকাল রাজ্য কর, পালহ পৃথিবী;
সেবিলাম শিব-শিবা চরণ-কমলে (৮),
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্য-ফলে।
রাম বলিলেন, মাতা! হর্ষ কর কিসে,
হাতেতে আইল নিধি (৯) গেল দৈব-দোষে।

(১) কৌশল্যা (বি)—রামের মাতা, দশরথের স্ত্রী।

(২) পুত্র—'পুৎ'-নামক নরক হইতে মাতাপিতাকে উদ্ধার করে বলিয়া 'পুত্র' নাম হইয়াছে। পুত্র=পুৎ+ত্রৈ+ড। পুত্র=পু+ত্র।

(৩) আশীর্ব্বাদ (বি)—মঙ্গল-বচন।

(৪) কল্যাণ (বি)—মঙ্গল। (৫) ভুঞ্জ (ক্রি)—ভোগ কর।

(৬) নানা-বিধ (বিণ)—নানা রকম। নানা বিধা প্রকার যার (বহুব্রী)।

(৭) চিরজীবী (বিণ)—যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। চির+জীব+ণিন্।

(৮) শিব-শিবা-চরণ-কমলে (বি)—শিব (মহাদেব) ও শিবা (দুর্গা) শিব-শিবা (দ্বন্দ্ব), তাঁহাদের (৬ষ্ঠী তৎ) চরণ (পদ) কমলের (পদ্মের) মত (উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস)।

(৯) নিধি (বি)—ধন।

তুমি, আমি, সীতা আর অনুজ (১) লক্ষ্মণ,
শোক-সিন্ধু-নীরে (২) আজি মজে (৩) চারি জন।
ভীত হই তোমারে কহিতে সবিস্তর (৪),
কমলা (৫) নিদয়া (৬) অতি আমার উপর।
ভরতেরে রাজ্য দিতে কেকয়ীর মন,
আমারে অযোধ্যা ত্যজি' যেতে হল বন।
শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত, (ক)
ছিন্ন-মূলা (৭) লতা হায় যথা ভূপতিত। (ক)
কৌশল্যাকে ধরি' তোলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
বহুক্ষণ পরে তাঁর হইল চেতন (৮)।
চেতনা পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে,
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহত আমারে।
শ্রীরাম বলেন, মাতঃ! দৈবের ঘটন,
বিমাতার দোষ নাহি, বিধির লিখন।

---

(১) অনুজ (বিণ)—যে পরে জন্মে, ছোট ভাই। অনু (পরে) জন্মে যে (উপ তৎ)। অনু+জন্+ড।

(২) শোক-সিন্ধু-নীরে (বি)—শোক-রূপ সিন্ধু (সমুদ্র) (রূপক কর্ম্মধা); শোক-সিন্ধুর নীর (জল) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) মজে (ক্রি)—মগ্ন হয়, ডুবে।

(৪) সবিস্তর (ক্রি-বিণ)—বিস্তৃত-ভাবে। (৫) কমলা (বি)—লক্ষ্মী।

(৬) নিদয়া (বিণ)—নির্দ্দয়া, দয়াশূন্যা।

(ক) অর্থ :—"শুনিয়া……ভূপতিত"—একটী লতার মূল কাটিয়া দিলে সেই লতা যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, রাণীও সেইরূপ রামের কথা শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

(৭) ছিন্ন-মূলা (বিণ)—ছিন্ন (ছেঁড়া) হইয়াছে মূল (শিকড়) যার (বহুব্রী)।

(৮) চেতন (বি)—জ্ঞান।

পিতৃ-সেবা বিমাতা (১) করিল. বার বার,
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার (২);
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে,
শুনিয়া বিমাতা বর এইরূপে মাগে,—
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর (৩),
আরে, বনে রব আমি দ্বিসপ্ত (৪) বৎসর।
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে,
বাজিল দারুণ শেল (৫) কৌশল্যা-অন্তরে,
তিতিল (৬) নিচোল (৭) তার নয়নের জলে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাণী রাম প্রতি বলে,—
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন,
সে নারী কেমনে আর ধরিবে জীবন!
রাজার প্রথম জায়া (৮) আমি মহারাণী,
চণ্ডালী হইল মোর কেকয়ী সতিনী।
ঘটাইল প্রমাদ (৯) সতিনী পাপীয়সী (১০),
রাজারে কহিয়া তোমা করে বনবাসী।

(১) বিমাতা (বি)—সৎ-মা, মায়ের সতীন।
(২) স্বীকার (বি)—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা।
(৩) দণ্ডধর (বি)—রাজা। দণ্ডের (রাজ-দণ্ডের) ধর (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৪) দ্বিসপ্ত—চৌদ্দ।
(৫) শেল (বি)—এক প্রকার অস্ত্র। (৬) তিতিল (ক্রি)—ভিজিল।
(৭) নিচোল (বি)—বস্ত্র-বিশেষ, ঘাগ্‌রা।
(৮) জায়া (বি)—স্ত্রী। (৯) প্রমাদ (বি)—(এখানে) বিপদ্‌।
(১০) পাপীয়সী (বিণ)—পাপিষ্ঠা। পাপ+ঈয়স্‌+ঈপ্‌। পুং—পাপীয়ান্‌।

পূজিলাম কত শত দেব-দেবী-গণে,
তার কি এ ফল, বাছা! তুমি যাও বনে?
সূর্য্য-বংশে যত যত রাজা জন্মেছিল,
বল দেখি নারী-বাক্যে কে হেন করিল?
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে,
স্ত্রী-বশ (১) পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে?
স্ত্রী-বাক্যে যে জন বনে পাঠায় সন্তানে (২),
তেমন পিতার কথা না শুনিও কাণে।
লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি,
স্ত্রী-বশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি?
জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজ্য পায় সবে ইহা ঘোষে (৩),
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান্ কি দোষে?
আগে রাজ্য দিয়া, পরে পাঠান্ কাননে (৪),
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে (৫)।
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার,
তাবৎ শ্রীরাম-চন্দ্র লহ রাজ্য-ভার।
বার্দ্ধক্যে (৬) দুর্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল,
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কেকয়ী কেবল।

(১) স্ত্রী-বশ (বিণ)—স্ত্রীর অধীন। স্ত্রীর বশ (৬ষ্ঠী তৎ)।
(২) সন্তানে (বি)—পুত্র-কন্যাকে।
(৩) ঘোষে (ক্রি)—ঘোষণা করে, বলে।
(৪) কাননে (বি)—বনে।
(৫) ভুবনে (বি)—পৃথিবীতে।
(৬) বার্দ্ধক্যে (বি)—বৃদ্ধ-বয়সে। বৃদ্ধ + কণ্ = বার্দ্ধক ; বার্দ্ধক + ষ্ণ্য।

রঘুনাথ! যদি আমি তব আজ্ঞা পাই,
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই।
আমি এই আছি রাম! তোমার সেবক (১),
আজ্ঞা কর, ভরতের কাটিব কটক (২)।
তুমি আমি যদি পূরি ধনুকে সন্ধান (৩),
কোন্ জন রণে তবে হবে আগুয়ান (৪)?
কৌশল্যা বলেন, রাম! কি বলে লক্ষ্মণ?
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন?
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার (৫),
ভরতের করে দেহ সব রাজ্যভার।
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন,
দেশে থাক বাছা! তুমি যেও নাকো বন।
মায়ের বচন লঙ্ঘ, পিতৃ-বাক্য ধর,
পিতা হ'তে মাতা তব অতি মহত্তর (৬)।
গর্ভে ধরি' দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে, (ক)
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম! লঙ্ঘ তুমি কিসে?
বাপের বচন রাখ, লঙ্ঘ মাতৃ-বাণী,
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কভু নাহি শুনি। (ক)

(১) সেবক (বিণ, এখানে বি)—ভৃত্য, চাকর। সেব্+ণক।

(২) কটক (বি)—সৈন্য। (৩) সন্ধান (বি—ধনুকে বাণ-যোজনা।

(৪) আগুয়ান বি)—অগ্রসর। (৫) অঙ্গীকার (বি)—প্রতিজ্ঞা।

(৬) মহত্তর (বিণ)—অধিক বড়। মহৎ+তর।

(ক) অর্থ:—"গর্ভে . . . শুনি"—যে মাতা দশ মাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন,—যিনি তোমাকে স্তন-দুগ্ধ দিয়া পুষিয়াছেন, সেই মাতার কথা না শুনিয়া তুমি পিতার কথা শুনিতেছ কেন? এরূপ কথা ত কখনও কোন শাস্ত্রে শুনি নাই।

শ্রীরাম বলেন, মাতা, শুন এক কথা,
পিতা সাতিশয় মান্য, তোমার দেবতা (১)।
সত্য না লঙ্ঘন পিতা, সত্যেতে তৎপর,
মম দুঃখে পিতা অতি অন্তরে কাতর।
পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন,
বৃথা রাজ্য-ভোগ মম, বৃথা এ জীবন।

* * * *

আকিঞ্চন (২) করেন লক্ষ্মণ সাতিশয়,
শ্রীরাম বলেন, ভাই! উহা ভাল নয়;
যত যত্ন কর তুমি রাজ্যে থাকিবারে,
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে (৩)।
প্রবোধ না মানে, কাল-সর্প যেন গর্জ্জে,
সুমিত্রা-কুমার বীর ঘন-ঘন তর্জ্জে।
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারি ভিতে,
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে,—
রাজ্য-খণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী?
রাজ্য-ভোগ ত্যজি' ফল-মূল-অভিলাষী?
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, (ক)
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধর্ম্ম!
ক্ষত্রিয় কোথায় কে ক'রেছে বনবাস?
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ? (ক)

---

(১) দেবতা (বি)—দেবতার মত গুরুজন।

(২) আকিঞ্চন (বি)—আগ্রহ, যত্ন। (৩) কান্তারে (বি)—বনে।

(ক) অর্থ:—"সন্ন্যাস তপস্যা.........রাজ্য-আশ"—বনে থাকিয়া তপস্যা করা ব্রাহ্মণের কাজ; কোন ক্ষত্রিয় বনে বাস করে নাই; যুদ্ধ করাই তাহার ধর্ম্ম। অতএব শত্রুর কথায় আমরা রাজ্যের আশা ছাড়িব কেন?

সবে জানে, বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি,
তার বাক্যে রাজ্য-ত্যাগ কোথাও না শুনি।
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন (১),
তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ।
এই শোকে মাতা পিতা ত্যজিবে জীবন,
মাতা-পিতৃ-হত্যা তুমি কর কি কারণ;
অকারণে ধরি' এ আজানু বাহু-দণ্ড (২),
অকারণে ধরি আনি ধনুক প্রচণ্ড,
অকারণে ধরি খড়্গ, চর্ম্ম, ভল্ল, শূল,
আজ্ঞা কর, ভরতেরে করিব নির্ম্মূল (৩)!
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ্,
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ্?
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ,
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ (৪);
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ (৫)
ঈশ্বর-নির্ব্বন্ধ (৬) ইহা, তাহার কি দোষ?

* * * * *

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে,
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা-অন্বেষণে (৭)!

(১) আন—অন্য।

(২) বাহু-দণ্ড (বি)—বাহু-রূপ (হস্ত-রূপ) দণ্ড (লাঠি) (রূপক কর্ম্মধা)।

(৩) নির্ম্মূল (বিণ)—মূল-শূন্য। নির (নাই) মূল যাহার (বহুব্রী)।

(৪) প্রমাদ (বি)—বিপদ্। (৫) রোষ (বি)—ক্রোধ। রুষ্ + অল্। বিণ—রুষ্ট।

(৬) ঈশ্বর-নির্ব্বন্ধ (বি)—ঈশ্বরের বিধান বা নিয়ম।

(৭) সীতা-অন্বেষণে (বি)—সীতার খোঁজে। সীতার অন্বেষণ (৬ষ্ঠী তৎ)।

শ্রীরাম বলেন, সীতে! নিজ কর্ম্ম দোষে,
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে।
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস,
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস (১)।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে,
তাবৎ (২) মায়ের সেবা কর এক-মনে!
জানকী কহেন, সুখে হইয়া নিরাশ (৩)
স্বামী (৪) বিনা আমার কিসের গৃহ-বাস?
তুমি সে পরম গুরু, তুমি সে দেবতা;
তুমি যাও যথা নাথ! আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি, (ক)
স্বামীর জীবনে জীয়ে (৫), মরণে সংহতি (৬)। (ক)
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী?
পথের দোসর (৭) হব, সঙ্গে লও দাসী।
বনে নাথ! ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে,
দুঃখ পাসরিবে, (৮) যদি দাসী থাকে পাশে!

---

(১) আশ্বাস (বি)—আশা-প্রদান। (২) তাবৎ (অ)—সেই পর্য্যন্ত।

(৩) নিরাশ (বিণ)—আশা-শূন্য। নির্ (নাই) আশা যাহার (বহুব্রী)। বি—নৈরাশ্য।

(৪) স্বামী—পতি। স্ব+মিন্। স্ত্রী—স্বামিনী।

(ক) অর্থ:—"স্বামী.........সংহতি"—স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র সম্পদ্। স্বামী বাঁচিয়া থাকিলেই তাহার বাঁচিয়া থাকা, আর স্বামী মরিলেই তাহার মৃত্যু হওয়া; কারণ স্বামী মরিলে স্ত্রীর বাঁচা আর না বাঁচা সমান কথা।

(৫) জীয়ে (ক্রি)—বাঁচে। (৬) সংহতি (বি)—মিলন, (এখানে) মরণ।

(৭) দোসর—সঙ্গী। (৮) পাসরিবে (ক্রি)—ভুলিবে।

যদি বল, সীতে! বনে পাবে নানা দুখ,
শত দুখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ।
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি, (ক)
তোমার সেবায় দুখ সুখ হেন মানি। (ক)
রাম বলিলেন শুন, জনক-দুহিতা! (১)
বিষম দণ্ডক-বন (২) না যাইও সীতা;
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস,
নারী হ'য়ে কেন এত করিছ সাহস (৩)?
অন্তঃ-পুরে নানা ভোগে থাক মনঃ-সুখে,
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে?
তোমার সুসজ্জা, শয্যা পালঙ্ক (৪) কোমল,
কুশাঙ্কুরে (৫) বিদ্ধ হ'বে চরণ-কমল (৬)।
তুমি আমি বনে হব বিকৃত-আকৃতি (৭), (খ)
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি' না পাইব প্রীতি। (খ)

(ক) অর্থ:—"তোমার......মানি"—তোমার জন্য আমি আমার রোগ ও শোককে গ্রাহ্য করি না। তোমাকে সেবা করিতে পারিলে আমার দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়।

(১) জনক দুহিতা (বি)—জনকের কন্যা, সীতা। জনকের দুহিতা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) দণ্ডক বন (বি)—দণ্ডক-নামক বন (রূপক-কর্ম্মধা)।

(৩) সাহস—ভরসা। সহস্+অ।

(৪) পালঙ্ক (বি) খাট।

(৫) কুশাঙ্কুর (বি)—কুশের অঙ্কুর (কুঁড়ি) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) চরণ-কমল (বি)—চরণ (পদ) কমলের (পদ্মের) ন্যায় (উপমিত সমাস)।

(৭) বিকৃত-আকৃতি (বিণ)—বিকৃত (অন্যরূপ, খারাপ) আকৃতি (চেহারা) যাহার (বহুব্রী)।

(খ) অর্থ:—"তুমি .....প্রীতি"—বনে থাকিলে আমাদের দুই জনেরই চেহারা খারাপ হইয়া যাইবে। তাহাতে আমি তোমাকে দেখিলে আনন্দ পাইব না; এবং তুমিও আমাকে দেখিলে আনন্দ পাইবে না।

চতুর্দ্দশ বর্ষ গেল হেন বুঝ মনে,
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে।
চিন্তা না করিহ কান্তা! (১) ক্ষান্ত হও মনে,
ভীষণ রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।
রামের বচনে জানকীর ওষ্ঠ কাঁপে,
কহেন রামের প্রতি কুপিতা সন্তাপে।
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের (২) প্রায়,
বীর ব'লে কেন লোক বাখানে তোমায়?
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে,
দেখ তারে বীর বলে কোন্ ধীর (৩) জনে?
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ-কাঁটা ফুটে, (ক)
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সহ থাকি' যদি ধূলা লাগে গায়,
অগুরু-চন্দন (৪) চুয়া (৫) জ্ঞান করি তায়। (ক)
তব সহ থাকি' যদি পাই তরু-মূল,
রম্য অট্টালিকা নহে তার সমতুল (৬)।

---

(১) কান্তা (বিণ, এখানে বি)—স্ত্রী। পুং—কান্ত।

(২) নির্ব্বোধ (বিণ)—বুদ্ধি-শূন্য। নির্ (নাই) বোধ (বুদ্ধি) যার (বহুব্রী)।

(৩) ধীর (বিণ)—স্থির। বি—ধৈর্য্য, ধীরতা।

(ক) অর্থ:—"তব সঙ্গে......তায়"—তোমার সঙ্গে যখন থাকি, তখন আমার পায়ে কুশ-কাঁটা ফুটিলেও কষ্ট-বোধ হয় না, সে কাঁটাকে নরম ঘাসের মত মনে হয়। আর তখন গায়ে ধূলা লাগিলেও দুঃখ হয় না। সে ধূলিকে চন্দনের মত মনে করি।

(৪) অগুরু-চন্দন (বি) - এক-প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চন্দন।

(৫) চুয়া (বি) এক-প্রকার সুগন্ধি তরল দ্রব্য।

(৬) সমতুল (বিণ)—সমান। সম (সমান) হইয়াছে তুলা (পরিমাণ) যার (বহুব্রী)।

ক্ষুধা যদি লাগে মম ভ্রমিয়া কানন,
শ্যাম রূপ নিরখিয়া করিব বারণ (১)!
রাম বলিলেন, সীতে! বুঝিলাম মন,
একান্ত আমার সঙ্গে যাবে তুমি ধন।
বিবাহ করেছি, দারা (২) রক্ষিবারে পারি, (ক)
ধিক্ তারে! যে জন না রক্ষে নিজ নারী! (ক)

(কৃত্তিবাস—রামায়ণ)

প্রশ্নাবলী।

(২৪) রামের বন-গমন।

১। পদ্যটীর সারাংশ আপনার কথায় সংক্ষেপে বল।

২। রামের বনে যাইবার কারণ কি?

৩। লক্ষ্মণ ও কৌশল্যা রামকে বনে যাইতে নিষেধ করিলেন কেন?

৪। রামের নিষেধ-সত্ত্বেও সীতা তাঁহার সহিত বনে যাইতে চাহিলেন কেন?

৫। অর্থ ও সমাস বলঃ শিব-শিবা-চরণ-কমল, ছিন্ন-মূলা, শোক-সিন্ধু-নীরে, কুশাঙ্কুর, নির্ব্বোধ।

৬। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ করঃ—বারণ, ক্লেশ, আশ্বাস, রোষ, প্রমাদ।

(১) বারণ (বি)—নিবারণ, শান্তি। (২) দারা (বি)—স্ত্রী।

(ক) অর্থ :—"বিবাহ……নারী"—আমি যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, তখন তোমাকে রক্ষা করিতেও পারিব; যে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করে না, তাহার জীবনই বৃথা।

(২৫) সীতা-হরণে রামের বিলাপ (১)।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে;
বামে (২ সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে (৩),
তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
বিপরীত ধ্বনি (৪) করিলেক নিশাচর (৫),
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি' ঘর।
মারীচের ৬) আহ্বানে (৭) কি লক্ষ্মণ ভুলিবে?
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে?
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা?
যা ছিল কপালে, তাহা দিলেন বিমাতা।
বলেন শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা,
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।
যেমন চিন্তেন (৮) রাম ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।

(১) বিলাপ (বি)—দুঃখ করা। বি+লপ্+ঘঞ্।

(২) বামে (বি)—বাঁ দিকে।

(৩) দক্ষিণে—ডান দিকে।

(৪) ধ্বনি (বি)—শব্দ।

(৫) নিশাচর (বি)—রাক্ষস। নিশায় (রাত্রিতে) চরে যে (উপ তৎ)। স্ত্রী-নিশাচরী। নিশা+চর+টক্।

(৬) মারীচ—একটী রাক্ষসের নাম 'মারীচ'।

(৭) আহ্বানে (বি)—ডাকে। আ+হ্বে+অনট্। বিণ—আহূত।

(৮) চিন্তেন (ক্রি)—চিন্তা করেন, ভাবেন।

লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় (১) মনে মানি',
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি (২) ;—
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী
একাকিনী (৩) শূন্য ঘরে রাখিয়া জানকী ?
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ,
কোথায় রাখিয়া এলে মম স্থাপ্য-ধন (৪) ?
মম বাক্য অন্যথা (৫) করিলে কেন ভাই ?
আর বুঝি জানকীর সাক্ষাৎ না পাই।
শুন রে লক্ষ্মণ! সেই সোণার পুত্তলি (৬)
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি (৭) ?
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহা-ভয়ঙ্কর (৮)
হিংস্র (৯) জন্তু কত শত, কত নিশাচর! (১০)
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়ে বা প্রমাদ (১১),
কি জানি রাক্ষস-গণে সাধিল বা বাদ।

(১) বিস্ময় (বি)—বি+স্মি+অল্। বিণ—বিস্মিত।

(২) সীতাজানি (বিণ)—সীতা জায়া (স্ত্রী) যাহার (বহুব্রী); রাম।

(৩) একাকিনী (বিণ)—একা। এক+আকিন্+ঈপ্। পুং—একাকী।

(৪) স্থাপ্য-ধন (বিণ)—গচ্ছিত ধন। স্থাপ্য এমন ধন (কর্ম্মধা)।

(৫) অন্যথা—অন্য রকম। (৬) পুত্তলি (বি)—পুতুল।

(৭) ডালি (বি)—উপহার।

(৮) মহা-ভয়ঙ্কর (বিণ)—মহা (বেশী) ভয়ঙ্কর (যে ভয় জন্মায়) (কর্ম্মধা। ভয়+কৃ+খ। ভয়ঙ্কর—স্ত্রীলিঙ্গে 'ভয়ঙ্করা'।

(৯) হিংস্র (বিণ)—যে হিংসা করে। হিন্স্+র।

(১০) নিশাচর (বি)—রাক্ষস। নিশা+চর+টক্। (স্ত্রী)—নিশাচরী।

(১১) প্রমাদ (বি)—বিপদ্। প্র+মদ্+ঘঞ্। বিণ—প্রমত্ত।

এই বন দুষ্ট জন রাক্ষসের থানা (১),
পূর্ব্বাপর (২) লক্ষ্মণ! তোমার আছে জানা।
আমার অধিক ভাই! তব বুদ্ধি বল,
ভাগ্য-দোষে হেন বুদ্ধি গেল রসা-তল (৩)!
এই মতে কহিতে কহিতে দুই ভাই,
বায়ু-বেগে চলিলেন, অন্য জ্ঞান নাই।
উপনীত (৪) হইলেন কুটীরের দ্বার,
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বার।
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন, (৫) অবসন্ন (৬) শ্রীরাম ধানুকী (৭)।
শ্রীরাম বলেন ভাই! একি চমৎকার! (৮)
সীতা বিনা সকলি যে দেখি অন্ধকার!
তখনি বলিনু ভাই! সীতা নাই ঘরে,
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে?
প্রতি বন, প্রতি স্থান, প্রতি তরু-মূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল (৯)।

(১) থানা (বি)—আড্ডা।
(২) পূর্ব্বাপর—পূর্ব্বে ও পরে, অর্থাৎ সকল সময়।
(৩) রসা-তল (বি)—পাতাল। গেল রসাতল—লোপ পাইল।
(৪) উপনীত (বিণ)—উপস্থিত। উপ+নী+ক্ত।
(৫) মূর্চ্ছাপন্ন (বিণ)—মূর্চ্ছিত। মূর্চ্ছাকে আপন্ন (২য়া তৎ)।
(৬) অবসন্ন (বিণ)—ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। অব+সদ্+ক্ত। বি—অবসাদ।
(৭) ধানুকী (বিণ)—যে ধনুক ধারণ করে; ধনুর্দ্ধর।
(৮) চমৎকার (বি)—আশ্চর্য্য।
(৯) ব্যাকুল (বিণ)—চিন্তিত। বি—ব্যাকুলতা।

পাতি পাতি (১) করিয়া চাহেন দুই বীর,
উলটি পালটি যত গোদাবরী-তীর (২)।
গিরি-গুহা (৩) দেখেন, মুনির তপোবন,
নানা স্থানে সীতার করেন অন্বেষণ (৪)।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ,
পুনর্ব্বার যান তথা ব্যাকুলিত-মন (৫)।
এইরূপে এক স্থানে যান শত-বার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।
কান্দিয়া বিকল রাম, জলে ভাসে আঁখি, (৬)
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য (৭) পশু পাখী।
রামের আশ্রমে (৮) আসি' যত মুনি-গণ
নানা মতে কহে সবে প্রবোধ-বচন (৯)।
শোকেতে অধীর, শান্ত (১০) না হন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণ-গ্রাম (১১)।

(১) পাতি পাতি করিয়া—তন্ন তন্ন করিয়া।

(২) গোদাবরী-তীর (বি)—গোদাবরী নদীর-তট। গোদাবরীর তীর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) গিরি-গুহা (বি)—পাহাড়ের গুহা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৪) অন্বেষণ (বি)—খোঁজ। অনু + ইষ্ + অনট্। বিণ—অন্বিষ্ট।

(৫) ব্যাকুলিত-মন (বিণ)—ব্যাকুলিত (বিশেষ-রূপে চিন্তিত) হইয়াছে মন যাহার (বহুব্রী)।

(৬) আঁখি—চক্ষু। (৭) বন্য (বিণ)—যাহারা বনে থাকে। বন + য্য।

(৮) আশ্রম (বি)—তপোবন।

(৯) প্রবোধ-বচন (বি)—সান্ত্বনা-বাক্য। প্রবোধ পূর্ণ বচন (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(১০) শান্ত (বিণ)—স্থির। শম্+ক্ত। বি—শান্তি।

(১১) গুণ-গ্রাম (বি)—গুণ-সমূহ। গুণের গ্রাম (৬ষ্ঠী তৎ)।

সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমি-তলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে (১),
ভুলিতে না পারি সীতা, মনে সদা জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
বুঝি কোন মুনি-পত্নী সহিত কোথায়
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী-নীরে (২) আছে কমল-কানন, (৩) (ক)
তথা কি কমল-মুখী (৪) করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া (৫) পদ্মমুখী (৬) সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্ম-বনে লুকাইয়া?

(১) আগে—অগ্রে, সম্মুখে, নিকটে।

(২) গোদাবরী-নীরে (বি) গোদাবরী-নদীর জলে। গোদাবরীর নীর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) কমল-কানন (বি)—পদ্ম-বন। কমলের কানন। (৬ষ্ঠী তৎ)।

(ক) অর্থঃ—"গোদাবরী ··· সন্নিকটে"—সীতাকে না দেখিয়া রামের এই কয়েকটী সন্দেহ হইল :—(১) সীতা কি গোদাবরীর পদ্মবনে বেড়াইতেছেন? (২) সীতাকে কি লক্ষ্মী পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিয়াছেন? (৩) রাহু কি সীতাকে চন্দ্র ভাবিয়া গিলিয়া ফেলিলেন? (৪) পৃথিবী কি আমার দুঃখ দেখিয়া আপনার কন্যাকে লইয়া গেলেন?

(৪) কমল-মুখী (বিণ)—পদ্মের মত সুন্দর মুখ যাহার। কমলের মত মুখ যাহার (বহুব্রী)।

(৫) পদ্মালয়া (বি)—লক্ষ্মী। পদ্ম আলয় যাহার (বহুব্রী)।

(৬) পদ্ম-মুখী (বিণ)—পদ্মের মত মুখ যাহার।

চিরদিন পিপাসিত (১) করিয়া প্রয়াস (২)
চন্দ্র-কলা-ভ্রমে (৩) রাহু (৪) করিল কি গ্রাস (৫)?
রাজ্য-চ্যুত (৬) আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা (৭)
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা (৮)?
রাজ্য-হীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে,
রাজ-লক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে (৯)। (ক)
আমার সে রাজ-লক্ষ্মী হারালাম বনে,
কেকয়ীর মনোভীষ্ট (১০) সিদ্ধ এত দিনে!
সৌদামিনী (১১) যেমন লুকায় জলধরে (১২), (খ)
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে (১৩)। (খ)

(১) পিপাসিত (বিণ)—যাহার পিপাসা হইয়াছে। পিপাসা+ইত। বি—পিপাসা। Thirsty.

(২) প্রয়াস (বি)—চেষ্টা। প্র+যস্+ঘঞ্। বিণ—প্রয়াসী।

(৩) চন্দ্র-কলা-ভ্রমে (বি)—চন্দ্রের খণ্ড ভাবিয়া। চন্দ্রের কলা (ষোল ভাগের এক ভাগ) (৬ষ্ঠী তৎ), চন্দ্রকলা-জনিত ভ্রম (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(৪) রাহু (বি)—একটী গ্রহ। গ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্য্যকে রাহুই খাইয়া ফেলে।

(৫) গ্রাস করিল (ক্রি)—খাইল। গ্রস্+ঘঞ্=গ্রাস (বি)। বিণ—গ্রস্ত।

(৬) রাজ্য-চ্যুত (বিণ)—রাজ্য হইতে যাহাকে তাড়ান হইয়াছে। রাজ্য হইতে চ্যুত (কর্ম্মধা)।

(৭) চিন্তান্বিতা (বিণ)—চিন্তিতা। চিন্তা দ্বারা অন্বিতা (৬ষ্ঠী তৎ)। পুং—চিন্তান্বিত।

(৮) দুহিতা (বি)—কন্যা।

(৯) সন্নিকটে (বি)—অতি নিকটে।

(১০) মনোভীষ্ট (বি)—মনের ইচ্ছা। মনের অভীষ্ট ৬ষ্ঠী তৎ'।

(১১) সৌদামিনী (বি)—বিদ্যুৎ।

(১২) জলধরে (বি)—মেঘে। জলের ধর (৬ষ্ঠী তৎ) ধর—ধৃ+অচ্।

(খ) অর্থ:—"সৌদামিনী……বনান্তরে"—বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, সীতাও তেমনি বনের মধ্যে লুকাইয়াছেন।

(১৩) বনান্তরে (বি)—বনের মধ্যে। বনের অন্ত (৬ষ্ঠী তৎ)।

কনক-লতার প্রায় জনক (১)-দুহিতা (২)
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা (৩)?
দিবাকর ৪ নিশাকর ৫ দীপ (৬) তারা-গণ,
দিবানিশি (৭) করিতেছে তমো-নিবারণ (৮);
তারা না হরিতে পারে তিমির (৯) আমার;
এক সীতা বিহনে ১০) সকলি অন্ধকার!
দশ দিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে,
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তা-মণি, (১১) (ক)
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী! (১২) (ক)

(১) কনক-লতা (বি)—সোণার লতা। কনক-নির্ম্মিত লতা (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(২) জনক-দুহিতা (বি)—সীতা। জনকের দুহিতা (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩) উৎপাটিতা (বিণ)—যাহাকে উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। উৎ+পট্+ণিচ্+ক্ত। বি—উৎপাটন।

(৪) দিবাকর (বি)—সূর্য্য।

(৫) নিশাকর (বি)—চন্দ্র। নিশার কর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) দীপ (বি)—আলোক। (৭) দিবানিশি—দিনে ও রাত্রিতে।

(৮) তমো-নিবারণ (বি)—অন্ধকার দূর করা। তমের নিবারণ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৯) তিমির (বি)—অন্ধকার।

(১০) বিহনে—বিনা।

(১১) চিন্তা-মণি—(বি)—এক রকম মণি; যাহার এই মণি থাকে, সে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই পায়। চিন্তা-সাধক মণি (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(ক) অর্থ:—"সীতা……ফণী"—আমি সকল সময় সীতারই চিন্তা করি। সীতাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য ধন। সাপের মাথায় যদি মণি না থাকে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, সীতাকে হারাইয়া আমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

(১২) ফণী (বি)—সাপ। ফণা+ইন্। স্ত্রী—ফণিনী।

দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই! কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।
আমি জানি পঞ্চবটি! (১) তুমি পুণ্য-স্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান (২)।
তাহার উচিত ফল দিলা যে আমারে,
গুণময়ী প্রিয়া (৩) মম দিলে তুমি কারে?
শুন পশু, পক্ষি, মৃগ, শুন বৃক্ষ লতা!
কে হরিল আমার সে চন্দ্র-মুখী সীতা?

(২৫) সীতা-হরণে রামের বিলাপ।

১। পদ্যটীর সারাংশ সংক্ষেপে বল।

২। সীতার নিমিত্ত রামের বিলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) সীতা জ্ঞান.........ফণী।

(খ) রাজ্যচ্যুত.........দুহিতা।

৪। অর্থ ও সমাস বল:—সীতা-জানি, গিরি-গুহা, ব্যাকুলিত-মন, চন্দ্র-মুখী।

৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর:—নিশাকর, অবস্থান, অন্বেষণ, শান্ত, বিলাপ।

(১) পঞ্চবটি—একটী বনের নাম, তাহার সম্বোধনে।
(২) অবস্থান (বি)—থাকা। অব+স্থা+অনট্। বিণ—অবস্থিত
(৩) প্রিয়া (বিণ, এখানে বি)—স্ত্রী।

(২৬) নীতি-রত্ন-হার।

অই রাজ-কুমারের (১) বিশাল (২) উরসে (৩)
কেমন বিরাজে গজ-মুকুতার ৪) হার,
আভায় ৫) নক্ষত্র-পুঞ্জে (৬) করে তিরস্কার,
হেম-হার সহ মিশি' কেমন ঝলসে (৭)!

কিন্তু বহুমূল্য এই মুকুতার হারে
অসময়ে উপকার দেখিবেক কিবা?
সার-মাত্র এক তার সমুজ্জ্বল বিভা (৮)!
বিপদে ঐ হার কভু রক্ষিতে কি পারে?

বরং ধারণ করি' হৃদয়ে এ হার
পদে পদে (৯ বিপদেরে আলিঙ্গিতে (১০) হয়;
নির্জ্জন (১১) পাইলে পর তস্কর-নিচয় (১২,
মুক্তাহার লোভে করে জীবন-সংহার (১৩)।

(১) রাজকুমার (বি)—রাজার ছেলে। রাজার কুমার (৬ষ্ঠী তৎ)।
(২) বিশাল (বিণ)—বিস্তৃত, বড়। (৩) উরসে (বি)—বক্ষে, বুকে।
(৪) গজ-মুকুতা (বি)—যে মুক্তা হাতীর মাথা হইতে পাওয়া যায়।
(৫) আভা (বি)—আলোক, তেজঃ। আ+ভা+ক্বিপ্।
(৬) নক্ষত্র-পুঞ্জ (বি)—তারা-সমূহ। নক্ষত্রের পুঞ্জ (৬ষ্ঠী তৎ)।
(৭) ঝলসে (ক্রি)—ঝলসায়।
(৮) বিভা (বি)—তেজঃ, আলোক। বি+ভা+ক্বিপ্।
(৯) পদে পদে—প্রতিপদে, সকল সময়।
(১০) আলিঙ্গিতে (ক্রি)—আলিঙ্গন করিতে।
(১১) নির্জ্জন (বিণ)—যেখানে কোন লোক নাই। নির্ (নাই) জন যেখানে (বহুব্রী)। (১২) তস্কর-নিচয় (বি)—চোর সকল। তস্করের নিচয় (৬ষ্ঠী তৎ)।
(১৩) জীবন-সংহার (বি)—প্রাণ-নাশ। জীবনের সংহার (৬ষ্ঠী তৎ)।

যে হারেতে হয় হেন বিপদ্-ঘটন, (ক)
সুবোধ (১) লোকেতে তাহা কভু কি আদরে (২)?
বিপদের শৃঙ্খল কে স্বকরেতে পরে?
আপনার অনিষ্ট আহ্বানে মূঢ় জন! ক)

নীতি রত্ন-হারে (৩) কণ্ঠ সুশোভিত যার,
তস্করে কি ভয় তার? বিপদের সহ
সময়ে বিজয়ী (৪) সেই হয় অহরহঃ; (৫)
তাই বলি যত্নে পর নীতি-রত্ন হার।

(হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

প্রশ্নাবলী।

(২৬) নীতি-রত্ন-হার।

১। নীতি-রত্ন-হার ও মুক্তাহার এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টী কেন ভাল?

২। "যে হারেতে হয় হেন বিপদ্ ঘটন"—হারেতে কি বিপদ্-ঘটন হয়, তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। অর্থ ও সমাস বল: গজ মুকুতা, নক্ষত্র-পুঞ্জ, নীতি-রত্নহার।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর: বিভা, তিরস্কার ও বিজয়ী।

(ক) অর্থ:—"যে হারেতে······মূঢ় জন"—যে হার গলায় পরিলে চোরের হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, বুদ্ধিমান্ লোকে তাহাকে আদর করে না। কোন্ বুদ্ধিমান লোক এই বিপদের শিকল নিজে ইচ্ছা করিয়া পরিয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তিই বা এইরূপে আপনার বিপদ্ ডাকিয়া আনে?

(১) সুবোধ (বিণ)—বুদ্ধিমান্। সু (ভাল) বোধ (বুদ্ধি) যাহার (বহুব্রী)।
(২) আদরে (ক্রি)—আদর করে।
(৩) নীতি-রত্ন-হারে (বি)—নীতি-রূপ রত্ন-হার (রত্নের তৈয়ারী হার)।
(৪) বিজয়ী (বিণ)—যে জয় করে। বিজয়+ইন্।
(৫) অহরহঃ—প্রত্যহ, সর্ব্বদা।

(২৭) কোকিল।

বসন্তের প্রিয় পাখী,—ভালবাসি আমি
শুনিতে সুরব তব শ্রবণ-রঞ্জন (১)।
মুকুলিত (২) সহকার-শাখে (৩), যবে শীত-
অন্তে শোভে বনস্থলী (৪) নব পরিচ্ছদ
শ্যামল পল্লব পত্র, অলঙ্কার চারু (৫)
পুষ্পদাম (৬) একবারে, রূপ রস গন্ধ,
যারে দিয়াছেন ধাতা (৭) সৃজন চতুর—
তুমি হে কোকিল! ঘন পত্রের মাঝারে
আবরিয়া দেহ, দেহ নিজ পরিচয়।
কি মধুর কুহু-রব! ধন্য তুমি পাখি!
চির সুখী! সরস বসন্ত ঋতু, যার
বারমাস সাথী (৮); শীত, তাপ, ঝড়, বৃষ্টি,
মেঘের গর্জ্জন, বজ্র ভীষণ (৯)-নিনাদ (১০)
আজীবন (১১) ভোগ যার না করিতে হয়।

(১) শ্রবণ-রঞ্জন (বিণ)—যাহা কাণে ভাল লাগে। শ্রবণের (কাণের) রঞ্জন তৃপ্তিকর) (৬ষ্ঠী তৎ)। রঞ্জন (বি)—রন্জ্‌+অনট্‌। বিণ—রক্ত।

(২) মুকুলিত (বিণ)—যাহার মুকুল অর্থাৎ কুঁড়ি হইয়াছে। মুকুল+ইত।

(৩) সহকার-শাখে (বি)—আঁব-গাছের ডালে।

(৪) বনস্থলী (বি)—বনরূপ স্থান। (৫) চারু (বিণ)—সুন্দর।

(৬) পুষ্পদাম (বি)—ফুলের মালা। পুষ্প-সমূহ (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৭) ধাতা (বি)—ভগবান্‌। (৮) সাথী—সঙ্গী।

(৯) ভীষণ (বিণ)—ভয়ঙ্কর। ভী+ণিচ্‌+অন।

(১০) নিনাদ (বি)—শব্দ। নি+নদ্‌+ঘঞ্‌।

(১১) আজীবন—সারা জীবন; যতদিন জীবন থাকে ততদিন।

তব সহ তুলনায় সুখী কি হে নর? (ক)
নিয়ত দুঃখের তাপে দহে যার হিয়া (১), (ক)
বরষা বিরাজে যার নয়নের মেঘে!
এস পাখি! বাহিরিয়া (২) একবার ডাক
কুহু-স্বরে; এ নিভৃত (৩ আসন তোমার
অযোগ্য। অথবা, লজ্জা কিহে পাও নিজ (খ)
কুরূপ দেখাতে? না কোকিল! গুণ যদি
থাকে,—যাহে বশ মনঃ—ইন্দ্রিয় প্রধান (৪)
সেবক নয়ন কভু বিরোধী কি হয়?
গুণের মর্য্যাদা আগে জগৎ-ভিতরে! (খ)

(ক) অর্থ:—"তব ····· হিয়া"—তোমার জীবন সুখময়। তোমার সহিত তুলনা করিলে মানুষকে নিতান্ত অসুখী বলিয়া মনে হয়; কারণ তাহার মনে সকল সময়ই দুঃখ, এবং তাহার জন্য সে অনেক সময় কাঁদিয়া থাকে।

(১) হিয়া (বি) —হৃদয়।

(২) বাহিরিয়া (ক্রি) বাহির হইয়া।

(৩) নিভৃত (বিণ) —গুপ্ত।

(খ) অর্থ:—"অথবা ·····ভিতরে"—হে কোকিল! তুমি যদি তোমার কাল চেহারা দেখাইতে লজ্জা-বোধ কর, তবে সে লজ্জা সম্পূর্ণ অনুচিত; কারণ লোকে আগে গুণেরই আদর করিয়া থাকে। গুণ মানুষের মনকে সন্তুষ্ট করে। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনই যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে ছোট ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ কি আর অসন্তুষ্ট হইতে পারে? যখন তোমার গুণ আছে, তখন তোমার কাল চেহারা দেখিয়া কেহ কিছুই বলিবে না।

(৪) ইন্দ্রিয়-প্রধান (বিণ)—ইন্দ্রিয়দিগের প্রধান (শ্রেষ্ঠ) (৬ষ্ঠী তৎ)।

প্রশ্নাবলী।

(২৭) কোকিল।

১। পদ্যটীর সারাংশ আপনার কথায় বল।

২। অর্থ ও সমাস বল :—শ্রবণ-রঞ্জন, বন-স্থলী, পুষ্প-দাম।

৩। কোকিলের কাল রঙ্ দেখিয়া সকলে তাহাকে ঘৃণা করে না কেন ?

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) তব সহ.........মেঘে।

(খ) অথবা লজ্জা.........ভিতরে।

৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর, এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর :—অলঙ্কার, রঞ্জন, ভীষণ।

(২৮) সুখ-স্থান।

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)।

মাতঃ ! সুখ-স্থান কথা শুনি তব মুখে,
বল তুমি তথায় সকলে থাকে সুখে ;—
কোথা মা আনন্দময় (১ সে সুখের ঠাঁই ?
এই দুঃখ-ভূমি ত্যজি' চল তথা যাই।
হ্যাঁগো ? প্রস্ফুটিত যথা কমলার * ফুল।
'বৃক্ষ'পরে ক্রীড়া করে খদ্যোতের (২) কুল (৩) ;

---

(১) আনন্দময় (বিণ)—আনন্দে ভরা। আনন্দ+ময়ট্। স্ত্রী—আনন্দময়ী।

* কমলা - কমলা-লেবু।

(২) খদ্যোত (বি)—জোনাকি। (৩) কুল (বি)—সমূহ।

সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি?
"তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি।"

দীর্ঘ-পত্র-ধর (১) যথা শোভে তরু তাল,
রবি-তাপে (২) পাকে যথা খর্জ্জুর রসাল (৩);
অথবা সাগর স্থিত (৪)-শ্রেণী-মাঝে, দ্বীপ
চারু (৫) দারু-চিনি তরু যথায় বিরাজে,
চিত্রিত পতত্র ধারী (৬) প্রিয়-দরশন
বিহঙ্গম গণ (৭) যথা করে বিচরণ;
সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি?
"তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি।"

তবে কি সে স্থান মাতঃ! দূরতর (৮) অতি,
স্বর্ণ-রেণু ল'য়ে যথা বহে স্রোতস্বতী (৯),

---

(১) দীর্ঘ-পত্র-ধর (বিণ যাহার লম্বা লম্বা পাতা আছে। দীর্ঘ এমন পত্র দীর্ঘপত্র (কর্ম্মধা, দীর্ঘপত্রের ধর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(২) রবি-তাপে (বি--সূর্য্যের উত্তাপে। রবির তাপে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩ রসাল (বি)-- আম।

(৪) দ্বীপ শ্রেণী-মাঝে—দ্বীপ-সমূহের মধ্যে। যে ভূভাগের চতুর্দ্দিকে জল, তাহাকে 'দ্বীপ' বলে।

(৫) চারু (বিণ)—সুন্দর।

৬) পতত্রধারী (বিণ)—পতত্র পাখা ধরে (ধারণ করে) যে (উপ তৎ)। পতত্র + ধৃ + ণিন্।

(৭) বিহঙ্গম-গণ (বি)—পাখীগুলি। বিহঙ্গমের গণ (৬ষ্ঠী তৎ)।

৮) দূরতর (বিণ—অতি দূরে স্থিত। দূর + তর।

(৯ স্রোতস্বতী (বি)—নদী। স্রোতস্ + বতুপ্ + ঈপ্।

প্রকাশিছে প্রভা যথা পদ্মরাগ-মণি (১),
হীরকের আলোকেতে উজলিছে (২) খনি ;
প্রবাল খচিত (৩) সিন্ধু-তটে (৪) শোভাকর,
প'ড়ে আছে শুক্তি (৫) যথা মুকুতা-আকর (৬) ;
সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি ?
"তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি !"

"বাছা ! চক্ষুঃ অগোচর (৭) সেই রম্য স্থান,
কর্ণ শুনে নাই তার আনন্দের গান,
অনুভবে শোভা তার স্বপনেও (৮) হারে ; (ক)
রোগ, শোক, সেই স্থলে প্রবেশিতে নারে ; (ক)
অধিকার নাহি পায় কাল (৯) ধ্বংস-কর (১০)
ঊর্দ্ধে স্থিত স্থান সেই মেঘের উপর ;

(১) পদ্মরাগ-মণি (বি)—এক-প্রকার মণির নাম।

(২) উজলিছে (ক্রি)—উজ্জ্বল হইতেছে।

(৩) প্রবাল-খচিত (বিণ)— প্রবালের দ্বারা খচিত (মোড়া) (৩য়া তৎ)।

(৪) সিন্ধু-তট (বি)—সিন্ধুর (সমুদ্রের) তট (তীর) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৫) শুক্তি (বি)—ঝিনুক।

(৬) মুকুতা-আকর (বি)—মুকুতার (মুক্তার) আকর (জন্ম-স্থান) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৭) চক্ষুঃ-অগোচর (বিণ)—যাহা চক্ষুতে দেখা যায় না। চক্ষুর অগোচর (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৮) স্বপনে (বি)—নিদ্রা। বিণ—সুপ্ত।

(ক) অর্থ :—"অনুভবে……নারে" :—সেখানে যে সুখ ভোগ করা যায়, এখানে তাহা স্বপ্নেও পাওয়া যায় না।

(৯) কাল (বি)—যম।

(১০) ধ্বংস-কর (বিণ)—যে ধ্বংস করে। ধ্বংস+কৃ+ট।

পুণ্যাত্মা (১) আশ্রম যথা ত্যজিলে ধরণী, (২)
সেই রম্য সুখ-স্থান ওরে যাদুমণি!"

প্রশ্নাবলী।

(২৮) সুখ-স্থান।

১। পদ্যটীর সারাংশ সংক্ষেপে বল।

২। প্রকৃত সুখ-স্থান কোথায়? এবং সেখানে কি কি সুখ পাওয়া যায়, তাহা বল।

৩। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—খদ্যোত, রসাল, চারু, প্রবাল-খচিত, ছত্রধারী।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর:—স্রোতস্বতী, বিহঙ্গম, আনন্দময়, শোভাকর, রোগ।

(২৯) প্রবাসীর আপন গৃহ-স্থলী-বর্ণন।

কুবের আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়,
সম্মুখে বাহির দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্র-ধনুঃ (৩) যেন শোভা পায়।

---

(১) পুণ্যাত্মা (বিণ)—পুণ্য (পবিত্র) আত্মা (মন) যাহার (বহুব্রী)।

(২) ধরণী (বি)—পৃথিবী।

(৩) ইন্দ্র-ধনুঃ (বি)—রাম-ধনু।

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
পদ্ম সনে অলি (১) করে ঠাট* ;
উহার একটী ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় (২) ঘাট।
সরসীর (৩ স্বচ্ছ ৪) জলে ইতস্ততঃ দলে দলে
ভ্রমে হংস হংসী অবিশ্রামে (৫)।
যাইতে মানস-সরে (৬) কার না মানস সরে ৭)
আছে তারা এমনি আরামে ৮)।
উদ্যানে একটী চারু (৯) শিশু (১০) পারিজাত-তরু (১১)
বায়ু-কোলে দোলে পুষ্প হাসে।
বহু যত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া (১২)
সুত সম তেঁই (১৩) ভালবাসে!

(১) অলি (বি)—ভ্রমর।

* ঠাট—ক্রীড়া।

(২ মণিময় বিণ —মণি দিয়া তৈয়ারি বা ঘেরা। মণি + ময়ট্। স্ত্রী—মণিময়ী।

(৩ সরসীর বি)—সরোবরের। ৪ স্বচ্ছ বিণ) নির্ম্মল।

৫) অবিশ্রামে (ক্রি-বিণ)- বিশ্রাম না করিয়া। নাই বিশ্রাম যাহাতে (বহুব্রী ;।

৬ মানস-সরে (বি)- মানস-সরোবর-নামক একটী সরোবরে।

(৭) মানস সরে (ক্রি)—ইচ্ছা হয়।

৮) আরাম (বি)- সুখ। আ + রম্ + ঘঞ্।

(৯) চারু (বিণ) সুন্দর। বি—চারুতা।

(১০) শিশু (বিণ – ছোট।

(১১) পারিজাত-তরু (বি —পারিজাত-নামক গাছ। পারিজাত-নামক তরু (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(১২) প্রিয়া (বিণ, এখানে বি —স্ত্রী।

(১৩) তেঁই—সেই জন্য।

উঁচা ভূমি একধারে গিরি সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে (১) বিরাজে।
সুবর্ণ-কদলী (২) যত চারিধারে শোভে কত,
মেঘে যেন সৌদামিনী (৩) সাজে (৪)।
মাধবী-মণ্ডপ'পরে (৫) কুরুবক (৬) শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল (৭)!
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা;
দুটী গাছ অশোক বকুল;
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোণার একটী আছে দাঁড়,—
শিখী (৮) যথা কেকা-ভাষী (৯) সন্ধ্যা-কালে বসে আসি',
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, কর-তালি (১০) দিয়া দিয়া,
রুণু রুণু বাজে তায় বালা,

(১) শিখরে (বি)—চূড়ায়।

(২) সুবর্ণ-কদলী (বি)—সোণার কলাগাছ।

(৩) সৌদামিনী (বি)—বিদ্যুৎ। (৪) সাজে (ক্রি)—শোভা পায়।

(৫) মাধবী-মণ্ডপ'পরে—মাধবী লতার মাচার উপরে। মাধবীর মণ্ডপ (৬ষ্ঠী তৎ), মাধবী-মণ্ডপের উপরে (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৬) কুরুবক (বি)—ঝাঁটীফুল।

(৭) অলি-কুল (বি)—ভ্রমর সমূহ। অলির কুল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৮) শিখী (বি) ময়ূর। শিখা+ইন্।

(৯) কেকা-ভাষী (বিণ) কেকা (ময়ূরের ডাক), কেকা ভাষে (বলে) যে (উপ তৎ)। কেকা+ভাষ্+ণিন্।

(১০) কর-তালি—হাত-তালি।

স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি' উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে।
এবে উহা শূন্য-প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কথনো দিবস-অবসানে (১)।

(শ্রী * * *)

প্রশ্নাবলী।

(২৯) প্রবাসীর আপন গৃহ-স্থলী-বর্ণন।

১। প্রবাসীর গৃহের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বল।

২। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—অলি, মাধবী, কুরুবক, কেকা, শিখী।

৩। ব্যাখ্যা কর :—

যাইতে মানস-সরে .... আরামে।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর :—শিখী, কেকা-ভাষী, মণিময়, আরাম।

(১) দিবস-অবসান (বি)—সন্ধ্যা-কাল। দিবসের অবসান (শেষ, সমাপ্তি) (৬ষ্ঠী তৎ)।

(৩০) সর্ব্ব-বাদি-সম্মত স্তোত্র।

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময় (১),
সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময়,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয় ২)
কেহ বা যিহোভা (৩) যোভ্ (৪) কেহ প্রভু কয়।

অনাদি কারণ (৫) তুমি, জ্ঞানের অতীত (৬) (ক)
রেখেছ আমার বোধ (৭) ক'রে আচ্ছাদিত (৮);
এই মাত্র জানি আমি তুমি শিবময় (৯),
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয় (১০)! (ক)

১) সর্ব্বময় (বিণ)—সকল জিনিষে যিনি আছেন। সর্ব্ব + ময়ট্। স্ত্রী—সর্ব্বময়ী; All-pervading.

(২ সদাশয় (বিণ)—সৎ আশয় যাহার (বহুব্রী)। যাহার মনের ভাব ভাল।

৩) যিহোভা (বি)—য়িহুদীদিগের ঈশ্বরের নাম।

(৪) যোভ্ (বি)—সাহেবদিগের ঈশ্বরের নাম।

(৫) কারণ (বি)-হেতু, মূল।

(৬ অতীত (বিণ)-বহির্ভূত। অতি + ই + ক্ত। বি—অত্যয়।

(ক) অর্থ:-"অনাদি······ জ্ঞানোদয়"—সমস্ত জিনিষ তোমা হইতে জন্মিয়াছে, কিন্তু তুমি কিছু হইতে জন্ম লও নাই। তুমি যে কি, তাহা আমাদের জানিবার শক্তিও নাই, কারণ তুমি আমাদের বুদ্ধিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছ। আমি কেবল ইহাই জানি যে, তুমি মঙ্গলময় ও আমি অজ্ঞান,—আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।

(৭) বোধ (বি)—বুদ্ধি। বিণ—বুদ্ধ।

(৮) আচ্ছাদিত—(বিণ)-আবৃত, ঢাকা। আ + ছাদি + ক্ত।

(৯) শিবময় (বিণ)-মঙ্গলময়। শিব + ময়ট্। স্ত্রী—শিবময়ী।

(১০) জ্ঞানোদয় (বি)-জ্ঞানের উদয় (উৎপত্তি)। (৬ষ্ঠী তৎ)।

যদিও ক'রেছ হেন অবস্থা আমার,
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার;
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন, (ক)
তথাপি মানব মন সদাই স্বাধীন (১)। (ক)

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান, (খ)
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়,
কুকর্ম্মেতে ঘৃণা হোক নরকের প্রায়। (খ)

অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু!
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু,
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান,
যখন সন্তোষে সুখে বিভু দত্ত (২) দান।

ক্ষুদ্র এই ধরা-ধামে (৩) তোমার কুশল,
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল;

(ক) অর্থঃ—"নিতান্তই ....স্বাধীন"—যদিও মানুষ সর্ব্বদাই ভাগ্যের অধীন, অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে যাহা আছে সে, তাহা হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পায় না; তথাপি মানুষের মন সকল সময়েই স্বাধীন,—এই হেতু সে ভাল বা মন্দ যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে।

(১) স্বাধীন—আপনার অধীন।

(খ) অর্থ:—"ধর্ম্মেতে.........প্রায়"—ভাল লোকে যে সকল ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে উপদেশ দেন, সেই সকল কার্য্য করিতে যেন আমার ইচ্ছা হয়, এবং খারাপ কার্য্য করিতে যেন আমার ঘৃণা-বোধ হয়।

(২) বিভু-দত্ত (বিণ) ভগবানের দেওয়া। বিভুর দ্বারা দত্ত। বিভু—বি + ভূ + ডু।

(৩) ধরা-ধামে (বি)—পৃথিবীতে। ধরাই ধাম (অভেদে ৬ষ্ঠী)।

মানুষের শুধু তুমি, না করি বিচার,
যেহেতু সহস্র বিশ্ব (১) চৌদিকে তোমার।

যেন এই বোধ-হীন অজ্ঞানের হাত (ক)
পাপি-বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত (২);
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার,
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার। (ক)

ন্যায়পথে থাকি যদি, কর দয়া দান, (খ)
চিরকাল করি যাতে সুখে অবস্থান;
ভ্রান্ত (৩) হ'য়ে ভ্রমে (৪) যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ, (৫)
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ (৬)। (খ)

---

(১) বিশ্ব (বি —পৃথিবী।

(ক) অর্থ:—"যেন.........তোমার"—আমি নির্ব্বোধ। আমি যেন কাহাকেও পাপী মনে করিয়া প্রহার না করি। যাহাকে তোমার শত্রু মনে করিয়াছি, তাহার মন্দ হউক, এইরূপ প্রার্থনাও যেন না করি, অর্থাৎ আমি যেন কাহারও অনিষ্ট না করি।

(২) দণ্ডাঘাত (বি)—লাঠি দ্বারা মারা। দণ্ডের দ্বারা আঘাত (৩য়া তৎ)।

(খ) অর্থ:—"ন্যায়পথে......মনোরথ"—আমার প্রতি দয়া কর; আমি যেন ভাল পথে রহিয়া চিরকাল সুখভোগ করিতে পারি। যদি কোন দিন আমি ভুল পথে যাই, তবে আমাকে ভাল পথ দেখাইয়া দিয়া আমার ভাল পথে থাকার ইচ্ছা পূর্ণ করিও।

(৩) ভ্রান্ত (বিণ)—যাহার ভুল হইয়াছে। ভ্রম্+ক্ত। বি—ভ্রান্তি।

(৪) ভ্রম (বি)—ভুল। ভ্রম্+অল্। বিণ—ভ্রান্ত।

(৫) ভ্রম-পথ (বি)—ভুলের পথ, উল্টা পথ। ভ্রম-পূর্ণ পথ (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা)।

(৬) মনোরথ (বি)—ইচ্ছা।

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ (১) আমার ;
আর অসন্তোষ (২) যেন তাহাতে না হয়,
আমারে যা দাও নাই, ওহে জ্ঞানময়! (৩)

পর-দুঃখে দুঃখী হ'তে দাও উপদেশ (৪)
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ (৫) ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! যেই দয়া চাই তব ঠাঁই (৬)।

নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব,
যেহেতু কৃপায় তব র'য়েছি সজীব (৭) ;
আমারে চালাও নাথ! আপন অধীনে,
বাঁচি কিংবা মরি আমি অদ্যকার দিনে।

অদ্য যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়, (ক)
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে (৮) রয়,

(১) কল্যাণ (বি)—মঙ্গল।

(২) অসন্তোষ (বি) দুঃখ। ন সন্তোষ (নঞ্ তৎ)। সন্তোষ (বি)- সম্+তুষ্ +অল্। বিণ সন্তুষ্ট।

(৩) জ্ঞানময় (বিণ)—মহাজ্ঞানী।

(৪) উপদেশ (বি)—উপ+দিশ্+অল্। বিণ—উপদিষ্ট।

(৫) আদেশ (বি)—আজ্ঞা। আ+দিশ্+অল্। (বিণ)—আদিষ্ট।

(৬) ঠাঁই - স্থান। (৭) সজীব (বিণ)—জীবিত।

(৮) রবি-তলে (বি)—সূর্য্যের তলায়। রবির তল (৬ষ্ঠী তৎ)।

(ক) অর্থ :—"অদ্য……সম্পাদন"—আমি যেন আজ খাইতে পাই এবং শান্তি

দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ,
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হোক্ সম্পাদন। (ক)

স্থল সমুদয় হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু (১) শূন্য, তব পবিত্র (২) আসন;
করুক একত্র এরা তব গুণ-গান,
রাখুক সকলে মিলে তোমার সম্মান (৩)!

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

প্রশ্নাবলী।

(৩০) সর্ব্ব-বাদি-সম্মত স্তোত্র।

১। এই পদ্যটীর সারাংশ সংক্ষেপে বল।
২। এই পদ্যে ঈশ্বরের নিকট কি কি প্রার্থনা করা হইয়াছে?
৩। ব্যাখ্যা কর:—
(ক) নিতান্তই.........স্বাধীন।
(খ) যেন এই.........তোমার।

লাভ করি। আর যদি কোন জিনিষ দিতে ইচ্ছা হয়, আমাকে দিও, না হয়, দিও না, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক; আমি তোমাকে আমার জন্য কিছুই করিতে বলি না।

(১) সিন্ধু (বি)–সমুদ্র।
(২) পবিত্র (বিণ)—শুদ্ধ। পূ+ইত্র।
(৩) সম্মান (বি)—সম্+মন্+ঘঞ্। বিণ—সম্মানিত।

৪। অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও ঃ—যিহোবা, যোভ্, অনাদি-কারণ, ঠাঁই।

৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর ঃ—ভ্রান্ত, দয়াময়, নিবারণ, সম্পাদন, শিবময়।

সমাপ্ত